পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 185 Wednesday, 5 June, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ১৮৫ সংখ্যা ✻ ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, বুধবার, ৫ জুন, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

## এনডিএ সরকারের হ্যাটট্রিক

### একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না বিজেপি

**নয়াদিল্লি, ৪ জুনঃ** এক দশক পরে আবার একদলীয় শাসনের ইতি হতে চলেছে ভারতে। সেই সঙ্গে অষ্টাদশ লোকসভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে ফিরতে চলেছে বিরোধী দলনেতার পদ। মঙ্গলবার সন্ধ্যে পর্যন্ত ভোটগণনার ঘোষিত ফলাফল এবং প্রবণতা এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তৃতীয় বারের জন্য নরেন্দ্র দামোদর দাসের হাতেই দেশের ভার দিতে চলছে জনতা। তবে ভোটগণনার প্রবণতা বলছে, ২০১৪ এবং ২০১৯-এর মতো এ বার আর সংসদের নিম্নকক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না তাঁর দল বিজেপি। '৪০০ পার' দূর অস্ত, আড়াইশো পার করাও কঠিন হতে চলেছে পদ্মশিবিরের। ৫৪৫ আসনের (দু'টি মনোনীত আসন-সহ) লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ২৭৩টি। প্রবণতা অনুযায়ী বিজেপির দৌড় আড়াইশোর আগেই থেমে যেতে পারে! অর্থাৎ, কেন্দ্রে সরকার গড়ার জন্য টিম মোদিকে নির্ভর করতে হবে এনডিএ-র দুই শরিক, চন্দ্রবাবু নায়ডুর তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি) এবং নীতীশ কুমারের জেডিইউ-এর উপর। ঘটনাচক্রে, অতীতে ওই দুই নেতারই একাধিক বার এনডিএ ত্যাগের এবং প্রত্যাবর্তনের ইতিহাস রয়েছে। দেশের ইতিহাসে মোদিই হতে চলেছেন দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী, যিনি পর পর তিন বার ক্ষমতায় এলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহরুর মতো পর পর তিন বার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতা দখলের রেকর্ড করা সম্ভবত হচ্ছে না তাঁর।

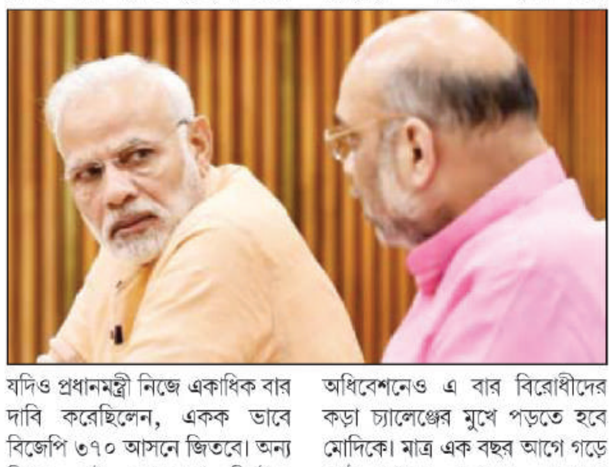

যদিও প্রধানমন্ত্রী নিজে একাধিক বার দাবি করেছিলেন, একক ভাবে বিজেপি ৩৭০ আসনে জিতবে। অন্য দিকে, এই লোকসভা নির্বাচন জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের প্রাসঙ্গিকতা ফিরিয়ে আনতে পারে বলে গণনার ইঙ্গিত। বিরোধী দলনেতার পদের জন্য লোকসভায় ৫৫টি আসনে জেতা প্রয়োজন। কিন্তু ২০১৪-য় ৪৪ এবং ২০১৯-এ ৫২টি আসনে জেতা কংগ্রেস সংসদীয় বিধি অনুযায়ী সেই মর্যাদা পায়নি। এ বার ভোটগণনার প্রবণতা বলছে ৯০ থেকে ১০০টির মধ্যে আসন জিততে পারে মল্লিকার্জুন খড়্গের দল। 'ইন্ডিয়া'র সব সহযোগী দল মিলে দু'শোর গণ্ডি টপকাতে চলেছে। ফলে লোকসভার অধিবেশনেও এ বার বিরোধীদের কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে মোদিকে। মাত্র এক বছর আগে গড়ে ওঠে কংগ্রেস, তৃণমূল, বাম-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির যৌথমঞ্চ 'ইন্ডিয়া' (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স)-র (যে জোটের যার নামকরণে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে বিরোধী শিবির সূত্রের খবর) ফল যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। গত ১৯ জুলাই বেঙ্গালুরুতে বিজেপি বিরোধী নেতাদের দ্বিতীয় বৈঠকে 'ইন্ডিয়া'র আবির্ভাবের সঙ্গেই ইতিহাসের পাতায় চলে গিয়েছিল ১৯ বছর আগে গড়ে ওঠা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ (ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স)। 'ইন্ডিয়া'র শরিক দলগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বা আংশিক আসন সমঝোতা হয়েছিল এ বারের ভোটে। বাংলায় তৃণমূল, কেরলে বাম, পঞ্জাবে আম আদমি পার্টি (আপ), জম্মু ও কাশ্মীরে পিডিপির মতো কেউ আবার কংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ভোটের পর জোটের প্রতিশ্রুতিতে নিজেদের রাজ্যে আলাদা করে লড়েছেন। ২০২৩ সালের ২৩ জুন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমারের ডাকে পটনার বিরোধী জোটের বৈঠকে ১৫টি দল ছিল। জুলাইয়ে বেঙ্গালুরুতে সেই তালিকা বেড়ে হয়েছিল ২৬। কিন্তু চলতি বছরের জানুয়ারিতে নীতীশ সদলবলে ফিরে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে। কিন্তু তাঁর দল ভাল ফল করলেও ২০১৯-এর তুলনায় মগধভূমে আসন কমল 'পদ্মে'র।

## বাংলায় সবুজ ঝড়

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুনঃ** দুর্নীতি ইস্যু বাংলার লোকসভা ভোটে কাজ করল না। কয়লা পাচার, গোরু পাচার, বালি চুরি, চাকরি চুরি একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ বাংলার শাসক দলের বিরুদ্ধে উঠেছিল। ভোটের প্রচারে বিজেপির প্রধান ইস্যুই ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একের পর এক জনসভায় দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন। অমিত শাহ, জেপি নাড্ডাও নিশানা করেছিলেন তৃণমূলের দুর্নীতি ইস্যুকে। কিন্তু কোনও কিছুই খাটল না। এই কথাই মনে করছেন রাজনীতির কারবারিরা। গত দুই বছরে একের পর এক দুর্নীতি ইস্যু সামনে এসেছে। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে তালিকা আরও দীর্ঘ হতে থাকে। একের পর এক মামলাও হতে থাকে কলকাতা হাইকোর্টে। রাজ্যে একাধিক দুর্নীতির তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই ও ইডি। চাকরি বিক্রি দুর্নীতি ইস্যু যথেষ্ট আলোচনায় ছিল। লোকসভা নির্বাচনের আগে যথেষ্ট চাপও তৃণমূলের উপর দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ভোটের বাক্সে তেমন কোনও ফল পাওয়া গেল না। বেলা বাড়তেই দেখা গেল তৃণমূল প্রার্থীরা এগিয়ে গিয়েছেন বিজেপি প্রার্থীদের থেকে। বেলা ১২ টার আগেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সবুজ আবির খেলা শুরু হল। বেলা ১২টা নাগাদ তৃণমূল ৩০টি আসনে এগিয়ে ছিল। বিজেপি মাত্র ১০টা আসনে

এগিয়ে। তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ের ব্যবধান ক্রমশ বাড়াতে থাকে। দুর্নীতি ইস্যুতে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে আছেন। বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল তিহার জেলে বন্দি আছেন। রাজ্যের শিক্ষা দফতরের একাধিক আধিকারিক জেল হেফাজতে আছেন। এই পরিস্থিতিতে ভোটবাক্সে কোনও প্রভাব পড়ল না। তৃণমূল নিজের ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখল। এই কথাই আপাতভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল। বিকেলের দিকে মোটামুটি রাজ্যে ফলাফল প্রকাশ হয়ে যায়। ২৯টি আসনে জয় পায় তৃণমূল। বিজেপি পায় ১২টি আসন, বহরমপুরে এবার ইন্দ্রপতন। অধীর চৌধুরিকে হারিয়ে প্রথমবারেই জয় পেলেন ইউসুফ পাঠান। কংগ্রেস শুধুমাত্র একটি আসনে জয়লাভ করে। রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার। সেখানে এবার হ্যাটট্রিক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের ভোটের ইতিহাসে রেকর্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৮৫৫ ভোটে জয় অভিষেকের। ২০০৪ সালে আরামবাগ কেন্দ্র থেকে বাম নেতা অনিল বসু লড়েছিলেন। তিনি জিতেছিলেন ৫ লক্ষ ৯২ হাজার ভোটের মার্জিনে। ডায়মন্ড হারবার থেকে অভিষেকের জয় প্রত্যাশিতই ছিল বলে মত রাজনৈতিক মহলের। অতীতে তাঁর উন্নয়নের 'ডায়মন্ড হারবার মডেল' বিপুল চর্চিত হয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে। 'এক ডাকে অভিষেক' কর্মসূচিও জনসংযোগে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। অভিষেক নিজেও একাধিক সময়ে একাধিক বক্তব্যে 'ডায়মন্ড হারবার মডেলের' কথা বলেছেন। তাঁর সাংসদকালে গত এক দশকে কত টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে ডায়মন্ড হারবারে, সে কথাও ভোটের প্রচার পর্বে তুলে ধরেছেন অভিষেক। অভিষেকের বিপরীতে প্রার্থী বাছাইয়ে দেরি হওয়া নিয়েও, খোঁচা খেতে হয়েছিল বিরোধীদের। শেষে বিজেপির থেকে প্রার্থী করা হয় দলের জেলা সংগঠনের অন্যতম মুখ অভিজিৎ দাসকে (ববি)। অন্যদিকে সিপিএমের তরফে প্রার্থী করা হয়েছিল দলের যুব নেতা প্রতীক উর রহমানকে। কিন্তু ইভিএমে বিরোধীদের কেউই সেভাবে ছাপ ফেলতে পারলেন না। বিপুল মার্জিনে ডায়মন্ড হারবার থেকে জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী দিলীপ ঘোষ, দেবশ্রী চৌধুরীরা হেরে গিয়েছেন।

## 'মোদি-শাহ জুটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে দেশ'

**নয়াদিল্লি, ৪ জুনঃ** লোকসভা ভোটের গণনায় এখনও পর্যন্ত যা ট্রেন্ড, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না কোনও দল। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট এগিয়ে থাকলেও, শাসক জোটকে ৩০০-র আশপাশে আটকে ফেলতে পাড়ায় বাড়তি অক্সিজেন পাচ্ছে কংগ্রেস শিবির। মঙ্গলবার বিকেলে দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতর থেকে সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধির কথায় সেটাই স্পষ্ট হল। রাহুল বলেন, ''এই নির্বাচনের সবথেকে বড় বিষয় হল, দেশবাসী একজোট হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা মেদি-শাহ জুটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।'' এখনও পর্যন্ত যা ট্রেন্ড, উনিশের লোকসভা ভোটের তুলনায় অনেকটা

আসন বাড়ছে কংগ্রেসের। অন্যদিকে ২০১৯ সালের তুলনায় আসন কমতে চলেছে বিজেপির। লোকসভা ভোটের গণনার বিকেলে জনতা-জনার্দনকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাহুল বলেন, ''এবারের ভোট কংগ্রেস বা ইন্ডিয়া জোট শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে লড়েনি। ইডি, সিবিআইয়ের অপব্যবহারের বিরুদ্ধেও লড়েছে। এই লড়াই ছিল সংবিধান বাঁচানোর লড়াই। দেশবাসীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনারা সংবিধানকে রক্ষা করার প্রথম ও সবথেকে বড় পদক্ষেপ করে ফেলেছেন।'' এদিন বিকেলে কংগ্রেসের সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, সোনিয়া গান্ধি, জয়রাম রমেশ-সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। সাংবাদিক বৈঠকে খাড়্গেও বলেন, ''এখন এটা স্পষ্ট, এই রায় মোদিজির বিরুদ্ধে গিয়েছে। এটা তাঁর রাজনৈতিক হার, নৈতিক হার। যে ব্যক্তি সবজায়গায় নিজের নামে ভোট চাইতেন, এটা তাঁর খুব বড় হার। নৈতিক দৃষ্টিতে এটা তাঁর খুব বড় ক্ষতি।'' এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে নিজের খুশি আর লুকোতে পারলেন না রাহুল গান্ধি। নয়াদিল্লিতে জয়রাম রমেশ, সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে ও সোনিয়া গান্ধিকে পাশে বসিয়ে রাহুল বললেন, ''জোট যেখানেই লড়েছে, সবাই এক হয়ে লড়েছে। কংগ্রেস স্বচ্ছতার সঙ্গে ভারতকে একটা নতুন দিক নির্দেশ করতে পেরেছে। যে নির্দেশ একইসঙ্গে গরিবদরদী ও উৎপাদনমুখী। আমাদের লড়াই ছিল সংবিধান বাঁচানোর। আমাদের লড়াই ছিল গরিবদের পাশে থাকার।

● এরপর ৫ পাতায়...

## মোদির এখনই ইস্তফা দেওয়া উচিত মমতা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুনঃ** মঙ্গলবার সন্ধেয় লোকসভা ভোটের ফলাফল স্পষ্ট হতেই সাংবাদিক বৈঠক করে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নরেন্দ্র মোদির ইস্তফা দাবি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ''মোদিজি অনেক রাজনৈতিক দল ভেঙেছেন। এই ভোটে দেশের মানুষ তাঁর মাজা ভেঙে দিয়েছে। এবার নৈতিক পরাজয় স্বীকার করে ইস্তফা দিন উনি।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ''ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মোদির গ্যারান্টির কথা। মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশের মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সন্ধেয় যখন সাংবাদিক বৈঠক করেন, তখনও গণনা প্রক্রিয়া চলছে। তবে মোটামুটি ভাবে স্পষ্ট যে চব্বিশের এই সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার লক্ষণ আর নেই। তার উপর বাংলায় স্যুইপ করেছে তৃণমূল। সন্দেহ নেই এতে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত তৃণমূল কংগ্রেস তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলনেত্রী বলেন, ''এ হল অহঙ্কারীর দর্পচূর্ণ। এত অহঙ্কার ভাল নয়। নরেন্দ্র মোদি আগে পাঁচ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জিততেন। সেই ব্যবধান দেড় লাখে নেমে এসেছে। ইন্ডিয়া জিতেছে, মোদি হেরেছে।'' এবার লোকসভা ভোটের আগে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেন ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এখন জেলে রয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''নির্লজ্জ ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে। ইডি, সিবিআইকে দিয়ে আমাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এমনকি বিরোধী দলের নেতাদের ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে। টাকার প্রলোভন দেওয়া হয়েছে। এই

অনাচার দেশের সহ্য হয়নি। এবার লোকসভা ভোটের আগে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেন ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এখন জেলে রয়েছেন।'' মমতার কথায়, ''ওঁরা ভেবেছিল ফের লাফিয়ে লাফিয়ে সরকারে আসবে। তার পর নিজের ইচ্ছেমতো আইন পাশ করাবে। তা আর হবে না। এবার তা করতে গেলে বিরোধীরা চেপে ধরবে। ইডি, সিবিআইয়ের অত্যাচার আর চলবে না। ইচ্ছা মতো আইন পাশ করা যাবে না।'' মমতা জানান, এদিন ফলাফল স্পষ্ট হতেই উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টি নেতা অখিলেশ যাদব তাঁকে ফোন করেছিলেন। তিনি নিজেও রাহুল গান্ধিকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। মমতা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, বিজেপি জোট সরকার গড়ে ক্ষমতায় এলেও আগামী দিন তাঁদের খুব মসৃণ হবে না। সংসদের ভিতরে বাইরে চেপে ধরবেন বিরোধীরা। এদিন মমতা বলেন, কাঁথি, তমলুক আসনে তাঁর সংশয় রয়েছে। তিনি আবার গণনা চাইছেন এখানে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আরও ৩-৪টে সিট আমাদের পাওয়ার আছে। দরকার হলে কিছু সিটে রিকাউন্টিংও হবে।'' মমতা বলেন, ''তমলুকে ওটা ইলেকশন নয়, নন্দীগ্রামে আমার সময় যা করেছিল ওখানেও তাই করেছে। তাতেও যে ভোটে জিতেছে রিকাউন্টিং হলে ভিভিপ্যাট কাউন্টিং হলে প্রমাণ হয়ে যাবে ওটাতে হেরেছে। মমতা অভিযোগ করেন, বিজেপির অবজারভার জেতা সিটগুলোতেও সার্টিফিকেট দিচ্ছেন না।'' মমতা বলেন, ''কন্টাইয়ে জেতার পরও বিজেপি অবজারভার সার্টিফিকেট আটকে রেখে দিয়েছে বিজেপিকে জেতাতে। বিজেপি অবজারভার দেখে দেখে বাংলায় পাঠানো হয়েছে। অবজারভাররা রাজনীতি করলে আই অ্যাম সরি।'' মমতার এই বক্তব্যের পরই মুখ খোলেন বিজেপির বালুরঘাটের প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, ''এই সিট আমরা জিতে গিয়েছি। দুর্ভাগ্যবশত আমি দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা থেকে প্রেস মিট করেছেন বিপ্লব মিত্র নাকি জিতে গিয়েছেন। এর কোনও বাস্তবতা নেই। আমাকে সার্টিফিকেট দিতেই বা কেন দেরি হচ্ছে জানি না। মুখ্যমন্ত্রী প্রেস কনফারেন্স করে দিয়েছেন বলে দেরি করছে কি না জানি না।

## তরুণ মুখেও সাড়া মিলল না?

### বামেদের ভোটব্যাঙ্কে রক্তক্ষরণ অব্যাহত!

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

দীপ্সিতা, সৃজন, সায়নদের মতো তরুণ প্রজন্মের মুখকে প্রার্থী করে লোকসভা ভোটে বাংলায় সাড়া ফেলে দিয়েছিল সিপিএম। সশরীরে প্রচার তো বটেই, সোশ্যাল মাধ্যমেও রীতিমতো ছাপ ফেলেছিলেন শ্রীরামপুরে দীপ্সিতা ধর, তমলুকে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুরে সৃজন

ভট্টাচার্য, হাওড়ায় সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়রা। বাম-কংগ্রেস জোটের তরুণ মুখ নিয়ে জনমানসে আলোচনাও কম হয়নি। কিন্তু ভোট বাক্সে তার প্রভাব পড়ল কই! গণনা শুরুর সময় থেকেই ভোট অঙ্কের মূল লড়াইয়ের ধারে কাছে দেখা গেল না শ্রীরামপুর, তমলুক, যাদবপুর, হাওড়ার বাম প্রার্থীদের। ভোট গণনার শুরুর দিকে অবশ্য মুর্শিদাবাদে বেশ কয়েকবার এগিয়ে গিয়ে বামেদের মধ্যে ক্ষীণ আশা জুগিয়েছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তবে দিনের শেষে ১ লাখ ৪ হাজারের বেশি কিছু ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে যেতে হয়েছে সেলিমকে। বাকি সেই অর্থে তরুণ মুখদের কাউকেই লড়াইয়ের ধারে কাছে দেখা যায়নি। ডায়মন্ড হারবারে সিপিএম প্রার্থী প্রতিকূর রহমান ৮৫ হাজার ১০৪টি ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। এই আসনে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে তিনি সন্ধে ৬টা পর্যন্ত কমিশনের হিসেবে ৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৯২ ভোটে পিছিয়ে রয়েছেন। যাদবপুরে লাল ঝান্ডা ওড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন সৃজন ভট্টাচার্য। তৃণমূলের সায়নীর চেয়ে সৃজন পিছিয়ে রয়েছেন প্রায় চার লক্ষ ভোটে। দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি। তমলুকের হাল আরও খারাপ। এখানে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সাকুল্যে ৫২ হাজার ৭৩৬। বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের থেকে ৪ লক্ষ ১১ হাজার ৬৫৪ ভোটে পিছিয়ে সায়ন। একইভাবে শ্রীরামপুরে তৃণমূলের তিনবারের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে প্রায় ২ লক্ষ ভোটে পিছিয়ে দীপ্সিতা ধর। বাম প্রার্থীর সন্ধে ৬টা পর্যন্ত প্রাপ্ত ভোট ৮৮ হাজার ৮৭২টি। দেড় দশক আগে বাংলার গায়ে গঞ্জে লালঝাণ্ডা ছাড়া সেভাবে কিছুই দেখা যেত না। পালাবদলের বাংলায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সিপিএম ক্রমেই ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে। গত লোকসভা ভোটে বামেদের প্রায় ১৫ শতাংশ ভোট বিজেপিতে চলে গিয়েছিল। উনিশের লোকসভা ভোটে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল সাকুল্যে ১৩.২০ শতাংশ। এর মধ্যে সিপিএম ও কংগ্রেস যথাক্রমে ৬.৩৪ এবং ৫.৬৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। শতকরা ১ শতাংশের নীচে নেমে গিয়েছিল বাম শরিকদের ভোট। ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, সিপিআইয়ের শতকরা প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল যথাক্রমে ০.৪২ শতাংশ, ০.৩৬ শতাংশ এবং ০.৪০ শতাংশ। বিজেপিতে যাওয়া ওই ১৫ শতাংশ ভোট ফিরিয়ে আনতে এবারে চেষ্টার কসুর করেননি সিপিএম নেতারা। একই সঙ্গে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের প্রশ্নে তৃণমূলের অভ্যন্তরে অসন্তুষ্ট অংশকে নিজেদের দিকে টানতে মরিয়া প্রচার চালিয়েছিল বাম-কংগ্রেস জোট। প্রচারে সাড়া মিললেও ভোট বাক্সে তার প্রভাব পড়ল না কেন? এই রক্তক্ষরণের নেপথ্যে কী কারণ? একান্ত আলাপচারিতায় সিপিএম নেতারা বলছেন, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ নিয়ে তৃণমূলের অসন্তুষ্ট অংশকে নিজেদের দিকে টানতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, দলের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও তাঁদের একটা বড় অংশ আজও মমতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। অন্যদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পও মানুষকে তৃণমূলের প্রতি আস্থাশীল করেছে। দলের এক নেতার আক্ষেপ, শুধু সোশ্যাল মাধ্যমে যারা দলের হয়ে প্রচার করেন, তাঁদের সকলের ভোট পেলেও এর থেকে ভাল ফল হত! গত লোকসভা ভোটে যারা বিজেপিতে চলে গিয়েছিল তাদেরও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি বলে মনে করছেন বাম নেতারা। কারণ, ওই অংশের ধারণা, বামেদের ভোট দিলে হয়তো বাম ভোট বাড়ত, কিন্তু তাতে আখেরে ভোট কাটাকাটির কারণে তৃণমূল ফায়দা পেয়ে যেত। এই আশঙ্কা থেকে ভোট কাটাকাটি রুখতে তাঁরা বামের পরিবর্তে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। ফলে সেই অর্থে গতবারে হারিয়ে যাওয়া ভোট এবারে আর ফিরে আসেনি। উল্টে এবারেও রক্তক্ষরণ হয়েছে, যার ফলে এবারও 'লাস্ট বয়' হয়ে থাকতে হল বামেদের।

কানের মেশিনের
আকর্ষণীয় এক্সচেঞ্জ অফার !
আপনার পুরানো কানের মেশিনটি এক্সচেঞ্জ করুন নতুন ডিজিটাল কানের মেশিনের সাথে!
Exchange with old to new Hearing Aid

Opening Soon!
Siliguri | Dhanbad | Tarakeswar
AVAIL ATTRACTIVE DISCOUNTS* ON HEARING AIDS!
SHROBONEE শ্রবণী ®
Your Hearing-Aid Specialist
The Largest Hearing Aid Retail Chain in West Bengal
HEARING AID | HEARING TEST | SPEECH THERAPY
কোলকাতা ঃ • শ্যামবাজার • টালা পোষ্ট অফিস • টালিগঞ্জ | জেলা ঃ • নিউটাউন • বনগাঁ • বসিরহাট • হাবরা • মল্লিক ফটক (হাওড়া) • কোন্নগর • আরামবাগ • ডায়মন্ড হারবার • আসানসোল • তমলুক • কাটোয়া • রামপুরহাট • রঘুনাথপুর (পুরুলিয়া) • কৃষ্ণনগর • সালার
কানের মেশিনের দাম জানতে visit ঃ www.shrobonee.com | www.calcuttahearing.com
✆ঃ 90883 66638 / 98300 74043

## বিশ্ব উষ্ণায়নের অমোঘ পরিনীতি আটকাতে সকল মানুষকে সচেষ্ট হতে হবে

**ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়,বর্ধমানঃ** বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঘটা করে পালন করা হয় প্রতি বছর। কিন্তু পরিবেশে কোন প্রভাব পড়ে কী। পরিবেশ যে ভাবে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে থাকে সেভাবে হয়ে চলেছে। অর্থা যথেচ্ছ ভাবে গাছ কাটা চলছে। ইচ্ছে করে বা অসাবধানতাবশত জঙ্গলে আগুন লাগানো হচ্ছে ।।মাইলের পথ মাইল সবুজ নষ্ট হচ্ছে। রাস্তা চওড়া করতে শতাব্দী প্রাচীন গাছ কাটা হচ্ছে সরকারি উদ্যোগে। ঐরকম গাছ আর নতুন করে হবে না। এখন গাছ লাগালে ও দশ বিশ বছরে মধ্যে কেটে দেয়া হয়। ঘটা করে গাছ লাগানো হয় তার পরে খোঁজ না রাখার ফলে গাছ মরে যায়।নাম কেনার জন্য লোক দেখানো গাছ লাগানো হয় ।তার পরে যত্নের অভাবে কিছু দিন পরে গাছের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।মেশিনে ধান কাটার পর খড় পোড়ানো হচ্ছে সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও। ফলে উত্তাপ বেড়েই চলেছে। জ্যৈষ্ঠ মাস আধেক পেরিয়ে গেলেও কাল বৈশাখী দেখা নেই। নিম্ন চাপের রেমালের ফলে দুদিন বৃষ্টি হয়েছে মাত্র। রাজ্যজুড়ে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। রাজ্য নয় দেশ জুড়ে চলছে তাপপ্রবাহ। রাজধানী থেকে গ্রামবাসী অগ্নিস্নানে প্রান ওষ্ঠাগত। বিশ্ব উষ্ণায়নের অমোঘ পরিণতি বিশ জুড়ে।মাসে পর মাস আর্দ্রতা নেই শুস্ক মরুভূমির মতো বাতাস বয়ে গেলো। বিশ্ব উষ্ণায়নের অমোঘ পরিণতি আমাদের গ্রাস করছে। বিশ্ব জলবায়ু দিবস প্রতিবছর ঘটা করে পালন হয় বিশ্বের রাষ্ট্রনেতারা সম্মেলন করেন তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ২ ডিগ্রি সেলসের নিচে ধরে রাখা উচিত প্রকাশ করেন যদি ফল ঠিক তার উল্টো হয়। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা পৃথিবীতে প্রতিটি কোণে কোণে গরম আর প্রকট হচ্ছে। সুজলা সুফলা বাংলা গ্রীষ্ম আরো অসহ্য হয়ে উঠেছে ।আগামী দিনে বিশ্ব আরো অসহনীয় হবে যতদিন যাচ্ছে আর্দ্র গরমের বদলে বইছে শুষ্ক মরু বাতাস ।ভারতের মতো জনবহুল দেশে এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কেন্দ্র রাজ্য সংঘাত ভুলে দীর্ঘ স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের অবিলম্বে প্রয়োজন । দ্বন্দ্ব করার সময় এটা নয়। দেশের দূরদর্শিতা কি কেন্দ্র রাজ্য সরকারের আছে বলে মনে হয় না।প্রতিবছর নিয়ম করে গরম পড়ে তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হয় ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হওয়ার কথা ভেবে। ছুটি দীর্ঘায়িত করা হয় প্রায় প্রতিবছর। সরকার উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, আগামী দিনে গ্রীষ্ম আরও অসহনীয় হবে। তাহলে কী করা উচিত আমরা সবাই জানি অবিলম্বে গাছ কাটা বন্ধ করতে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন। অন্ততো পক্ষে কয়েক বছর। সরকারি বেসরকারি ভাবে গাছ কাটা বন্ধ করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসুক সেই চেষ্টা করতে হবে। জঙ্গলে আগুন লাগানো বন্ধ করতে হবে। জমিতে ধান কাটার পর খড় পোড়ানো বন্ধ করে অন্যভাবে কাজে লাগাতে হবে। যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ব্যাটারি চালিত যানবাহন চলাচল বাড়াতে হবে।মটরভ্যনের মতো পরিবেশ দূষণ কারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করতে হবে।পরিবেশে কার্বনডাই অক্সাইড বৃদ্ধি কমাতে হবে। মানুষ দ্বারা সৃষ্ট কার্বনডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পায় বন্ধ করতে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। সবুজায়ন করতে হবে। তবে বিশ্ব উষ্ণায়নের অমোঘ পরিণতি থেকে রাজ্য দেশ ও পৃথিবী কে বাঁচাতে হবে। মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে কঠোর ভাবে।

## আকণ্ঠ মদ্যপান করে মোটরবাইকে ধাক্কা স্বীকার পুণের কিশোরের, দাবি পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ১৭ বছর বয়সী নাবালকের পোর্শে গাড়ির ধাক্কায় দুই তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে পুনেতে। ঘটনা ঘিরে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে সর্বত্র। তদন্ত উঠে আসে পোর্শে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসার আগে আকণ্ঠ মদ্যপান করেছিল নাবালক। এবার পুলিশি জেরায় মুখ খুলল অভিযুক্ত।আজ আদালতে কিশোরের মা-বাবাকে তোলা হলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁদের হেফাজতে নেওয়ার আর্জি জানায়। কিন্তু অভিযুক্তদের আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেলদের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। ফলে তাঁদের যেন পুলিশি হেফাজতে না-পাঠানো হয়। বিচারক ৫ জুন পর্যন্ত পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেছেন।অভিযুক্ত নাবালককেও ৫ জুন পর্যন্ত হোমে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, সেখানে তাকে ঘণ্টাখানেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন তার মা। প্রথমে পুলিশ সূত্রে জানানো হয় যে, তদন্তে কিশোর বা কিশোরের মা আদপেই সাহায্য করছেন না। কিন্তু আজ এক সূত্রের দাবি, জেরায় কিশোর স্বীকার করে নিয়েছে যে দুর্ঘটনার সময়ে সে প্রচুর মদ্যপান করেছিল। সে নাকি পুলিশকে আরও জানিয়েছে যে, দুর্ঘটনার সময়ের কোনও কথাই তার স্পষ্ট মনে নেই।১৭ মে পুণের রাস্তায় একটি বিলাসবহুল গাড়ির ধাক্কায় মারা যান দুই তরুণ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। অভিযোগ, গাড়ির চালক অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং ঘটনার সময়ে মত্ত ছিল। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই নানা ভাবে এই কিশোরকে নির্দোষ প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে তার পরিবার। প্রথমে এই পরিবারের চালক পুলিশের কাছে দাবি করে যে, সে দিন কিশোর নয়, গাড়ি চালাচ্ছিল সে নিজে। তার পরে জানা যায় যে, দুর্ঘটনার পরে সংগ্রহ করা ওই কিশোরের রক্তের নমুনা সরকারি হাসপাতালেই পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিশোরের মা। এর জন্য দুই চিকিৎসক ও এক চিকিসাকর্মীকে বিপুল ঘুষও দেয় কিশোরটির পরিবার।চালককে ঘটনার দায় নিতে হুমকি দেওয়ার জন্য কিশোরের ঠাকুরদা সুরে ঃদ্র আগরওয়ালকে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালাতে দেওয়ার জন্য তার বাবা বিশালকে এবং রক্তের নমুনা পাল্টানোর চেষ্টা করার জন্য তার মা শিবানীকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ।গ্রেফতার করা হয়েছে সেই সরকারি হাসপাতালের দুই চিকিসক এবং এক চিকিসাকর্মীকেও। এ ছাড়া, কিশোরটি যে পানশালা থেকে মদ্যপান করে বেরিয়েছিল, সেই পানশালার বিরুদ্ধেও অপ্রাপ্তবয়স্ককে মদ বিক্রি করার জন্য মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।পুণে পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার শৈলেশ বলকওয়াড়ে এই প্রসঙ্গে আজ সাংবাদিকদের জানান, ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে শতাধিক পুলিশ নিয়ে একডজনেরও বেশি তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। পুলিশকর্তার কথায়, ' যাতে প্রতিটি দিক খুঁটিয়ে দেখা হয়, তার জন্যই এই ভাবে এগোচ্ছি আমরা।''

## হামাস রাজি হলে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নেবে ইসরায়েল, আশা যুক্তরাষ্ট্রের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপদেষ্টা জন কারবি বলেছেন, ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ইসরায়েল রাজি হবে বলে যুক্তরাষ্ট্র আশাবাদী। গাজার শাসকগোষ্ঠী হামাস এ প্রস্তাব মেনে নিলে উপত্যকাটিতে ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে।হামাসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক সাড়া দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আশা করছে যত দ্রুত সম্ভব দুই পক্ষই যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপ বাস্তবায়নে সম্মত হবে।জন কারবি আরও বলেন, ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির প্রথম দফায় দুই পক্ষ বৈঠকে বসবে। এ সময় তারা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে যে দ্বিতীয় দফার যুদ্ধবিরতি কেমন হবে এবং তা কখন থেকে শুরু করা যাবে।যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত সপ্তাহে গাজায় তিন ধাপে যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব অনুযায়ী, গাজা উপত্যকায় মানবিক ত্রাণসহায়তা বাড়ানো হবে। এ ছাড়া যুদ্ধবিরতির সময় কিছু জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস। বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী থাকা ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দেওয়া হবে।তবে ইসরায়েল সরকারের বেশ কয়েকজন সদস্য যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মটরিচ ও জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী ইতামার বেন-গভির বলেছেন, হামাসকে নির্মূল করার আগে গোষ্ঠীটির সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তি সইয়ের বিরোধী তাঁরা।গাজার রাফায় কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্যাপক বিমান হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এতে বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার গোটা বিশ্ব। এর মধ্যেই গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মবিষয়ক সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ)

## হুমকির মুখে চলচ্চিত্র পরিচালক অনীক দত্ত

কলকাতা, ৪ জুন ঃসম্প্রতি গত শনিবার ভোট দিতে গিয়ে হুমকির মুখে পড়েছিলেন পরিচালক অনীক দত্ত। ফেসবুক লাইভে এসে ঘটনার কথা জানালেন তিনি।বুথ নম্বর ২৮৮, ২৮৯। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সদর দরজার ও পারে দেখলেন একাধিক রাজনৈতিক দলের শিবির। তৃণমূলের শিবিরে অনেক লোক, সিপিএমের দুই জন টিমটিম করছে। আর বিজেপি তথৈবচ, বলেন পরিচালক। হঠা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, এখানে এত জন কী করছেন? হয় ভোট দিতে যান না হলে বাড়ি চলে যান। প্রাথমিক ভাবে পরিচালক ভেবেছিলেন, তাঁরা ঠিকই বলছেন, নিয়ম মেনে খুব ভাল কাজ হচ্ছে।কিন্তু দেখলেন ১০-১৫ ফুট দূরে তৃণমূলের আরও একটি ক্যাম্প। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের ছবি-সহ প্রার্থীর ব। ব। ছবি। পরিচালক তাঁদের বলেন, এটাও তো নিয়মবিরুদ্ধ। আজ ভোটের দিনে বুথের এত কাছে এই সব। শুধু পতাকা লাগানো যায়।'' এই কথা শোনার পরে তাঁরা মেনে নেন, এটা নিয়মবিরুদ্ধ। পরিচালকের কথায়, ওরা যে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছিল সেগুলো খুবই ছেঁদো। কিন্তু কথা বাড়তে বাড়তে ক্রমশ তা বচসায় পরিণত হয়। সেই সময় ক্যাম্পের কিছু অংশ সরিয়ে নেয় তারা।ভোট দিয়ে ফেরার পথে তাদের রোষের মুখে পড়লেন পরিচালক। অনীক দত্তের কথায়, কানের পাশে দু'জন ' হবে, খেলা হবে' বলে চিৎকার করে গেল। তার পরে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক চলে এল। পাশের বস্তি থেকে ছেলেদের দল, কিছু মহিলা এসে চড়াও হন পরিচালকের উপর। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ তাঁর পরিচিত। ছোটবেলা থেকে দেখছেন তাদের। দুষ্কর্মের জন্য নাম রয়েছে এলাকায়। তারা পরিচালকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গালিগালাজ শুরু করেন।অনীক দত্ত বললেন, আমাকে বলেছে, ' কী করে সাহস হয়। জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লাগতে এসেছ!' কেউ কেউ বলল, ' ব্যাটা বিজেপি!' তাঁকে এও বলা হয়, মেরে সাবা। করে দেব। হুমকি শোনার পরেও একরোখা তিনি।

## ক্রিপটো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের চ্যালেঞ্জকে সঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন

নয়াদিল্লি,৪ জুনঃ ক্রিপ্টো কারেন্সিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সঠিক অর্থে এখন আন্তর্জাতিক। আর এটা জরুরি নয় যে, যে দেশেই এটা লেনদেন হোক না কেন সেই দেশে এর সঞ্চালন বা নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হচ্ছে। যদিও মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর যাতে বেআইনী ব্যবহার না হয় তারজন্য নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর করছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেনে ক্রিপ্টো টোকেন এবং এরসঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেনদেনের অপব্যবহার হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। কিছু টোকেন আরও বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ও নাম না জানানোর সুবিধা দেয়। এই কারণে এই ধরনের টোকেন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধীদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হামলা এখন ক্রিপ্টো কারেন্সির ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি ওই গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছোনো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যায়না। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস থাকার পরিণামস্বরুপ এই সন্দেহজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসের জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্কওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অপরাধের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ডার্কনেট সাম্রাজ্যে ওয়েবহোস্টিংপ্রদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, ক্ষেত্রিয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণগুলির মাধ্যমে কাজ করতে, আদালতের নির্দেশ পালন করতে এবং এর অনুশাসনগুলি সুনিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দূরীকরণের আদেশের মতো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করা হয়না। ইউএনওডিসি-র ডার্কনেট আশঙ্কা সমীক্ষার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী অবৈধ ডার্কনেট বাজারে সাইবার স্পেস এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার রাস্তায় একটা বড় সংকট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী টোর নেটওয়ার্কে বাজারের সংখ্যা ২০১১-র মাত্র ১-এর তুলনায় ২০১৯-এ ১১৮ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যের বৈচিত্র্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালহল্লা, যা একটি ডার্কওয়েব বাজার, ২০১৫-র ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৮-তে ১৩০০০ হয়ে গেছে। মাদকদ্রব্য (টোকেন, হেরোইন এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ ) আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ, হ্যাকিংয়ের উপকরণ এবং পরিষেবা এবং আরও অন্যান্য বস্তু বিক্রি হয় ওখানে। কয়েকটি অনলাইন বাজারে তো এমনকি ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এবং নকল নথিপত্রও কেনাবেচা হয়। এরজন্য পছন্দের আর্থিক বিকল্প ক্রিপ্টো কারেন্সি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনিতে বিট কয়েনই এখনও পর্যন্ত এদের জন্য প্রধান মুদ্রা কিন্তু আরও অধিক গোপনীয়তা এবং নাম গোপন রাখা সুনিশ্চিত করতে উপযোগী যেসব টোকেনের চলন আছে তা তার জনপ্রিয়তা এখন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কোভিডের প্রকোপ বাড়ার পর টোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।প্রধান প্রধান ডার্কনেটে প্রায়শই ডেটাগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে এনক্রিপ্ট করতে এবং আবার সমভাবাপন্ন নোডস-এর মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করবার বিকেন্দ্রীকৃত বিতরণবিধির ব্যবহার করা হয়। কেবল ইচ্ছুক ব্যবহারকারীই তা ব্যবহার করতে পারে তাকেই শুধুমাত্র দেওয়া গোপন চাবির মাধ্যমে। এদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে পারে সে একতরফা টানেলের ওপর নির্ভর করে যেকিনা কোনও গন্তব্যে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য প্রকাশ করে এবং অগ্রসর হতে পারে বা ট্রাফিক স্বীকার করার জন্য ভেতরের দিকে আরও অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে টোর ব্রাউজার টোর সার্কিট নামে নেটওয়ার্ক চালায় যেখানে ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহারকারীদের নাম গোপন রাখা যায়। এই বিতরিত নেটওয়ার্ক রিলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ট্রাফিক পাঠায় যার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাপরিসেবাদানকারীরা নিজেই যাদের টোর নেটওয়ার্ক নামেও জানা যায়। ডিস্ক ফরেন্সিক, মেমোরি ফরেন্সিক এবং নেটওয়ার্ক ফরেন্সিকে যখন ডার্কওয়েবের মনিটোরিংয়ে যুক্ত করা হয় তখন ওই সমস্ত কার্যকলাপকে নিষ্কাষণ, এমবেডেড অ্যান্টি ফরেন্সিক তত্ত্বের খোঁজে টোর ব্রাউজারের রাস্তা জানতে সম্বন্ধিত ট্রাফিকে অবরোধ তৈরি করতে ফাইল সিস্টেমের ম্যাপিং করতে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করছে। ক্রিপ্টো টোকেনের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক তদন্ত এবং ওই সংক্রান্ত পরিচালন কাজগুলি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। দেশীয় সবকটি সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা দেশের ভিতরের পাশাপাশি দেশের বাইরে আরও অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্রিপ্টো কারেন্সির বাজারের পৃষ্ঠপোষকরা বিশেষ করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি বেআইনী কাজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। দায়িত্ববান অংশ স্বক্রিয়তার সঙ্গে আইনপ্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত। ব্লকচেনের বিশ্লেষণ এবং ক্রিপ্টো অনুসন্ধানের অনেক প্রকার পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে। এই প্রয়াসে সহায়তা করার জন্য এখন বিশেষ উপকরণ ক্ষমতা এবং পরিষেবা তৈরি করা হয়েছে।সারা পৃথিবীর বেশ কিছু আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির মিলিত প্রয়াসে কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। বেশকিছু মামলায় একজন ব্যক্তি অথবা বাজারগুলিকে চিহ্নিত করতে তারা সক্ষম হয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। ভৌগোলিক সীমার জন্য বাধা তৈরি হয়।

## জয়ের হ্যাটট্রিক করলেন পর্দা ও ভোট-ময়দানের নায়ক দেব

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৪ জুন ঃ তারকার লড়াইয়ে শেষমেশ দেবেই আস্থা রাখলেন ঘাটালের মানুষ। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে ৫২ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়েছেন দেব। হিরণ পেয়েছেন ৪০ শতাংশের মতো। বিকেল ৪টে পর্যন্ত ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে ১ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী দেব (দীপক অধিকারী)। এর পর এই ব্যবধান কিছুটা বদলিয়েছে।জেতার ইঙ্গিত অবশ্য আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সম্ভবত সেই কারণেই দুপুর ১টা নাগাদ নিজের হোয়াটস্অ্যাপ স্টেটাসে লিখেছিলেন, গ্র্যাটিটিউড'' ' বাংলা তর্জমায় কৃতজ্ঞতা ' সম্ভবত ঘাটালের সাধারণ মানুষ এবং দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশেই সে কথা লিখেছেন দেব।২০১৪ এবং ২০১৯, পর পর দু'বার ঘাটাল থেকে জিতেছেন দেব। গত বারের ভোটে বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষ হেরেছিলেন তাঁর কাছে। এ বার ঘাটালে ' কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'র কৌশল নিয়েছিল বিজেপি। দেবের বিরুদ্ধে তারা দলের অভিনেতা-বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছিল। অভিনয় থেকে রাজনীতি, দুই ক্ষেত্রেই দেব-হিরণের ' মৃসণ' সম্পর্ক' কারও অজানা নয়। সেটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করে পদ্ম শিবির। কিন্তু সেই চেষ্টা যে বিফলে গেল, তা মোটামুটি পরিষ্কার। আপাতত পার্শ্বচরিত্র হয়েই থেকে গেলেন হিরণ।

## গোটা উত্তরাখণ্ডে গেরুয়া ঝড়, দলের রাজ্য সদর দফতরে হাজির মুখ্যমন্ত্রী ধামি

দেহরাদুন, ৪ জুন ঃ সকাল গড়িয়ে বিকেল। অনেকটাই এগিয়েছে ভোট গণনা, কোথাও কোথাও চূড়ান্ত ফল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। উত্তরাখণ্ডের ৫ টি আসনেই এগিয়ে বিজেপি। উত্তরাখণ্ডে তাই এখন উৎসবের মেজাজে গেরুয়া শিবির।এই আবহে মঙ্গলবার বিকেলে উত্তরাখণ্ডের বিজেপির সদর দফতরে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তাঁকে আসতে দেখেই হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে স্বগত জানানো হয় তাঁকে।

## বারাণসী থেকে ১.৫২ লক্ষের বেশি ভোটে জিতেছেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৪ জুন উত্তরপ্রদেশের বারাণসী লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থী ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের অজয় রাইকে ১ লাখ ৫২ হাজার ৫১৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে এই জয় মানুষের রায়ের জয়, অব্যাহত রাখতে পরবর্তী লোকসভা ভোটে।

## ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে নিরাপত্তার জন্য থাকছে 'স্নাইপার'

নিউইয়র্ক, ৪ জুন ঃ বিশ্বকাপের আগে নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে জঙ্গি হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাই নিরাপত্তা জোরদার করেছে নিউইয়র্ক পুলিশ। আর এই নিরাপত্তা আরও বাড়াতে স্টেডিয়ামে চারিদিকে নিরাপত্তার জন্য থাকবে স্নাইপার। আর মাঠের ভেতরে সাধারণ পোশাকে থাকবে পুলিশ। এর পাশাপাশি নিউইয়র্ক পুলিশের সঙ্গে থাকবে এফবিআই, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি টিমও।এছাড়া ড্রোন হামলা থেকে রক্ষা পেতে স্টেডিয়ামের কাছে থাকা পার্কটি আগামী বিশ্বকাপের দিনগুলোতে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে নিউহয়র্ক পুলিশ।আগামী ৯ জুন এই স্টেডিয়ামেই চিরপ্রতিঃদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের লড়াই হবে।

## অবশেষে স্বপ্নপূরণ কিলিয়ান এমবাপ্পের, যোগ দিলেন রিয়াল মাদ্রিদে

মাদ্রিদ, ৪ জুনঃস্বপ্নপূরণ হলো কিলিয়ান এমবাপ্পের। যোগ দিলেন স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে।সোমবার রাতে এই সময়ের অন্যতম ফরাসি সুপারস্টারের রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেয়ার বিষয়টি রিয়াল তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে নিশ্চিত করেছে।গত রবিবারই রিয়াল মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এমবাপ্পের চুক্তির কথা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। বাকি ছিল আনুষ্ঠানিকতার। ৫ বছরের জন্য রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তি করেছেন এমবাপ্পে।

## শুরু থেকে সবুজ ঝড়ের আভাস বঙ্গে

**অরূপ নস্কর, তেতুলতলা(হাওড়া),** ৪ জুন ঃ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের প্রতিটি মুহূর্ত টানটান উত্তেজনায় কাটছিল সব শিবিরের নেতা সকালে থেকেই, সকল মন্ত্রী, প্রার্থীদের। সকালে মঙ্গলবারের একেবারে চূড়ান্ত মাত্রায় উত্তেজনা গোটা দেশবাসীর।গণনার প্রাথমিক গতি দেখে কেউ কেউ খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও পরমুহূর্তেই তা উধাও। বঙ্গেও একই পরিস্থিতি। তৃণমূলের দখলে আসছে কটি আসন? বিজেপি কি আগের চেয়েও বেশি ভোট পাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে টিভির পর্দায় চোখ রেখেছেন জনতা। এমন

দিনে কালীঘাটে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় এবং দলনেত্রীর মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির আশেপাশে যে কর্মী-সমর্থকদের জমায়েত হয়েছিল, তা তো স্বাভাবিক।মঙ্গলবার দুপুরে কালীঘাটের চিত্রটা তেমনই। গণনার কয়েক রাউন্ড শেষে বহু কেন্দ্রেই এগিয়ে থাকতে দেখা গেল তৃণমূল প্রার্থীদের। আর তাতেই উচ্ছ্বসিত ঘাসফুল শিবির। অবশেষে রীতিমতো উৎসবের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল এবং জয়ও এল।। প্রথমে বারাসত, বর্ধমানে সবুজ আবির নিয়ে খেলাও শুরু হয়েছে। এই জয় মা মাটি মানুষের জয়। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের জয়। সারা বছর নানা প্রকল্পের কাজ করার জয়। এই জয়ের ধারা আগামী বছর লোকসভা এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটেও জয় অব্যাহত থাকবে বলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জানান।

## এনডিএ-র সঙ্গেই আছে জেডিইউ, জানিয়ে দিলেন কে সি ত্যাগী

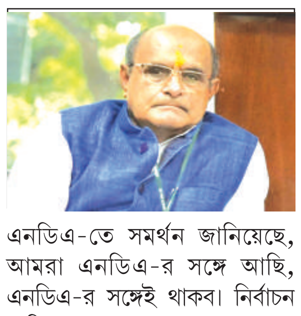

পাটনা, ৪ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনে এবার আশানুরূপ ফল হয়নি বিজেপির। এখনও যা প্রবণতা, তাতে মনে হচ্ছে বিজেপির পক্ষে একা সরকার গঠন করা কঠিন। সরকার গঠন করতে হলে এনডিএ-কে প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির জন্য আশার কথা শোনালেন জেডিইউ মুখপাত্র কে সি ত্যাগী।তিনি মঙ্গলবার জানিয়েছেন, আমরা আমাদের পূর্বের অবস্থান অব্যাহত রাখছি। নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে, জেডি(ইউ) আবারও এনডিএ-তে সমর্থন জানিয়েছে, আমরা এনডিএ-র সঙ্গে আছি, এনডিএ-র সঙ্গেই থাকব। নির্বাচন কমিশনের প্রবণতা অনুসারে, জেডি(ইউ) ১৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এখনও গণনা চলছে।

## মেলেনি এক্সিট পোল, কেঁদে ফেললেন সমীক্ষক প্রদীপ গুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৪ জুন ঃ গত বেশ কয়েকটি নির্বাচনে ফল মিলিয়ে দেওয়া একটি সমীক্ষক সংস্থা এবারের ভোট মিটতেই জানিয়েছিল, দেশজুড়ে এনডিএ ৪০০-র কাছাকাছি আসনে জিততে পারে। এমনকী সেই আসন সংখ্যা ৪১০-ও হয়ে যেতে পারে বলে সেই সমীক্ষক সংস্থার প্রধান প্রদীপ গুপ্ত জানিয়েছিলেন। বাংলায় বিজেপি ৩০টি লোকসভা আসন জিততে পারে বলেও এক্সিট পোলে জানিয়েছিল সেই সংস্থা। কিন্তু বাংলায় একেবারেই উল্টো হল ফল। এক্সিট পোল একেবারেই মেলেনি।সমীক্ষায় এত বড় ভুলের জন্য এক বেসরকারি টিভি চ্যানেলের স্টুডিয়োতে বসে কাঁদতে দেখা গেল সমীক্ষক প্রদীপ গুপ্তকে।

## বিশ্বকাপ জিতলে হজে রাজকীয় অতিথি হবে পাকিস্তান দলঃসৌদি রাষ্ট্রদূত

করাচি, ৪ জুন ঃপাকিস্তান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতলে আগামী বছরের হজে পাকিস্তান দলকে রাজকীয় অতিথি করবে সৌদি আরব। গত রবিবার রাতে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের উদ্দেশ্যে ভিডিওতে এমন বার্তা দিয়েছেন পাকিস্তানের সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত সাঈদ আহমেদ আল মালিকি।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অফিশিয়াল আইডি থেকে প্রচারিত এক ভিডিওতে সৌদি রাষ্ট্রদূত পাকিস্তান দলের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে বলেছেন, ' ক্রিকেট দলের জন্য আমার বার্তা, ইনশা আল্লাহ তোমরা টুর্নামেন্ট জিতবে।'

## বিস্ফোরণে কাঁপল ভাঙড়, আহত আইএসএফ পঞ্চায়েত সদস্য-সহ ৫ জন

ভাঙড়, ৪ জুন ঃ ফের অশান্ত ভাঙড়, এবার ভাঙ।-২ নম্বর ব্লকের উত্তর কাশীপুর থানার অন্তর্গত চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের পানাপুকুর এলাকায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছেন আইএসএফ-এর পঞ্চায়েত সদস্য-সহ ৫ জন। আইএসএফের আহত পঞ্চায়েত সদস্যের নাম আজহার উদ্দিন।সোমবার গভীর রাতে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে জিরানগাছা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়। তবে পরে তাঁদের অবস্থার অবনতি হওয়ায়. ৫ জনকেই কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। পানাপুকুর এলাকায় বোমা বাঁধার সময়ে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে পুলিশ। বোমা তৈরির সামগ্রী থেকেই বিস্ফোরণ হয়। এর পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয়েরা। আহতদের উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকটি বোমা এবং বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে বলে খবর।

## ভোটগণনার দিনেও তীব্র তাপপ্রবাহ রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ৪ জুন ঃ একদিকে রাজধানীতে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ চড়ছে। অন্যদিকে আবহাওয়াও উত্তপ্ত দিল্লিতে। গরমে জেরবার রাজধানী দিল্লি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যেখানে ৩০ ডিগ্রির বেশি সেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায়. ৫০ ডিগ্রির কাছে। দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তেই তাপপ্রবাহ চলছে। এমনকি মঙ্গলবার ভোটগণনার দিনেও তার ব্যতিক্রম হলো না। এদিন দুপুর পর্যন্ত মুক্তি মেলেনি গরমের হাঁসফাঁস অবস্থা থেকে। তবে একটু হলেও স্বস্তির খবর দিয়েছে হাওয়া অফিস। জানা গেছে, রাজধানীতে আকাশ পরিষ্কার থাকলেও হাল্কা বৃষ্টি হতে পারে।এদিনও রাজধানীর রাস্তায় বেলা বাড়তেই মানুষজনের আনাগোনা কমেছে। বেশিরভাগ অফিসই বাড়িতে বসে কাজ করার কথা ঘোষণা করেছে। গরমের জেরে বিভিন্ন স্কুল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। কয়েকটি স্কুল যদিও সকালের দিকে ক্লাস করিয়ে নিয়েছে। আগামী বেশ কয়েকদিন এই তীব্র তাপপ্রবাহ চলবে।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৫ জুন মার্টঃবুধবার, ২২ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ২২ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২২ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২২ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

## আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮২শতকরা এবং ৬৮শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০২মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে।

## রাশিফল

**মেষরাশিঃ**মেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত।। **বৃষভ রাশিঃ**আজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বলেই আজ আপনাকে নিজের অর্থ ব্যয় করতে হবে না। আর্থিক উন্নতি হবেআজ **মিথুন রাশিঃ**আপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক কারণ অবহেলা করলে পরে ঝামেলায় পাতে হতে পারে।। **কর্কট রাশিঃ**মানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন। **সিংহ রাশিঃ**আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তবে আজকের দিনটি আপনার ভাগ্যবান। **কন্যা রাশিঃ** বিবাহের যোগ হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজ। শুভ দিন হবে। **তুলারাশিঃ**যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। সংসারে শান্তি ফিরবে আজ **বৃশ্চিক রাশিঃ** দাঁতে যন্ত্রণা এবং পেটের গোলমাল আপনার জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।। **ধনু রাশিঃ**অন্যের সমালোচনায় সময় নষ্ট করবেন না- এতে শরীরের ক্ষতি হয়। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন। কাজের সুযোগ আছে। **মকর রাশিঃ**পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানোর মাধ্যমে একলা এবং একাকীত্বের অনুভূতি কাটিয়ে উঠুন। বাড়িতে অতিথি। **কুম্ভ রাশিঃ**কোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। **মীন রাশিঃ**আপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। কিন্তু বেশি চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই- কারণ আপনার সুখ আপনাকে হতাশার

# হাওড়ায় বিপুল ভোটে জয়ী প্রসূন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জুন ঃ হাওড়ায় বিপুল ভোটে জয়ী হলেন হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্যত গেরুয়া বাহিনীকে দুরমুশ করে হাওড়া, উলুবেড়িয়া এবং শ্রীরামপুর তিনটি আসনেই বিপুল জয় পেল তৃণমূল। হাওড়ায় স্বভাবতই এই বিপুল জয়ে উচ্ছ্বসিত তৃণমূল শিবির। মঙ্গলবার সকাল থেকে সময় যতই এগিয়েছে ততই একে একে তৃণমূলের বিজয়রথ এগিয়েছে। প্রত্যেক রাউন্ডে এগিয়ে থাকার খবর আসতে থাকায় উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছেন দলীয় কর্মীরা। রাস্তায় ফেটেছে আতসবাজি। সবুজ আবির খেলা হয়েছে। তৃণমূলের বিপুল জয়ের ছবি এদিন রাজ্যের সর্বত্রই দেখা গিয়েছে। উল্লাসে মেতে উঠেছেন দলীয় কর্মীরা। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোট ৬ লক্ষ ২৫ হাজার ২২৯। বিজেলি প্রার্থী ডা.রথীন চক্রবর্তীর প্রাপ্ত ভোট ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৯৬। এবং বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোট ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৮৩। প্রসূনবাবুর জয়ের ব্যবধান ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৩৩। এদিন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'হাও।ার মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যে দলের লোকই যিনি হোক না কেন আমার শুভেচ্ছা সকলকে। একজন খেলোয়া। হিসেবে চারবার সাংসদ হয়েছি। এটা একটা ব। ব্যাপার। এমন ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কেউ নেই। এটা আমার সৌভাগ্য। দলের লোকেদের কাউকে ভুলব না। দিল্লির লোকেরা বুঝলেন দিল্লির গল্প করে এখানে কিছু হবেনা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মমতার মতো এতব। নেত্রী আর দেখিনি। একটাই মমতা আসে। আরেকজন নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষ বুঝতে পেরেছেন বিজেপি এলে দেশ, বাংলা শেষ হয়ে যাবে। বাংলা একটা মিনি ভারত। এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ বাস করেন। জেতার পর আমার লক্ষ্য আন্ডারপাস তৈরি করা।' প্রসঙ্গত, হাওড়ার প্রবীণ সাংসদ অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক পরলোক গমনের পর গত ২০১৩ সালের জুন মাসে প্রথমবার লোকসভার উপ-নির্বাচনে ২৭ হাজার ১৫ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অর্জুন পুরস্কারজয়ী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে ২০১৪ এর নির্বাচনে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৫৬ ভোটে জয়লাভ করেছিলেন প্রসূন। ২০১৯ এর নির্বাচনে তা কমে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৪৩ ভোটে জয়ী হন প্রসূন। গতবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭১১, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্ব ঃদ্বী বিজেপির রন্তিদেব সেনগুপ্ত পেয়েছিলেন ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৬ ভোট। গতবার সিপিএম ছিল তৃতীয় স্থানে। গতবার বালি ও উত্তর হাওড়া বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল প্রার্থীর ভোট কমেছিল। সাঁকরাইল ও পাঁচলা থেকে লিড হয়। এই দু'টি বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়াও মধ্য হাওড়া, দক্ষিণ হাওড়া থেকেও লিড দিতে পারায় গতবার তৃণমূল প্রার্থীর জয়ের ব্যবধান ১লক্ষ পার হয়। জেলার অপর লোকসভা কেন্দ্র উলুবেড়িয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাজদা আহমেদ গতবার পান ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯৪৫ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৮৬। প্রাক্তন সাংসদ সুলতান আহমেদের আকস্মিক পরলোক গমনে তার আগে ২০১৮ এর জানুয়ারী মাসে উপ-নির্বাচনে তাঁর স্ত্রী সাজদা আহমেদ ৪ লক্ষ ৭৪ হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে বিজেপির অনুপম মল্লিককে পরাজিত করে সাংসদ হয়েছিলেন। সাজদা আহমেদ পেয়েছিলেন ৭ লক্ষ ৬৭ হাজার ২১৯ ভোট। বিজেপির অনুপম মল্লিক পেয়েছিলেন ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৮। সিপিএম-এর সাবিরুদ্দিন মোল্লা ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৯২টি ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন।

## দ্বিতীয়বারের জন্য সাংসদ, কলকাতা দক্ষিণে জয়ী মালা রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী মালা রায়। রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা আসন এই কলকাতা দক্ষিণ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই কেন্দ্রেরই ভোটার। এবার এই কেন্দ্রে দেবশ্রী চৌধুরীকে প্রার্থী করে চমক দিয়েছিল বিজেপি। তবে ফল ঘোষণা হতেই দেখা গেল, দেবশ্রী চৌধুরী হেরে গিয়েছেন মালা রায়ের কাছে। কলকাতা দক্ষিণ আসন থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য সাংসদ হলেন মালা রায়। কলকাতা দক্ষিণ আসনে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল- লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ কলকাতা দক্ষিণ

দল- প্রার্থী - প্রাপ্ত ভোট - তৃণমূল- মালা রায়- জয়ী (৪,৫০,৫৩৭), বিজেপি- দেবশ্রী চৌধুরী- পরাজিত (২,৯০,১১৯),সিপিআইএম- শায়রা হালিম- পরাজিত (১,২৩,৭৬৪)। সাত দফা ভোটের একদম শেষ দফায় ভোট হয় কলকাতা দক্ষিণে। ভোট হয় ১ জুন তারিখে। মোট ভোটার সংখ্যা ১৮ লাখ ৪৯ হাজার ৫২০ জন। কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা হল- কসবা, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী ও বালিগঞ্জ। মুসলিম ভোটার ২২ শতাংশ। ভোটের হার-ভোট পড়েছে ৬৬.৯৫ শতাংশ। কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেঃেদ্রর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, একদম প্রথমে এই কেন্দ্রের নাম ছিল কলকাতা দক্ষিণ পূর্ব। এরপর এই কেন্দ্রের নাম হয় কলকাতা পূর্ব। তারপর সেই নাম আবার পরিবর্তিত হয়ে হয় কলকাতা দক্ষিণ। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্য়ায় এই কেন্দ্র থেকে জিতেই সাংসদ হন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ কলকাতা দক্ষিণের প্রথম সাংসদ ছিলেন বিজেপির জনক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। এরপর এই কেন্দ্রটি পালাক্রমে জেতে সিপিআইএম ও কংগ্রেস। ১৯৯১ সালে কংগ্রেসের হয়ে এই কেন্দ্র থেকে জেতেন মমতা। টানা ৬ বার এই কেঃদ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন মমতা। মাঝে ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম ও তারপর থেকে এই কেন্দ্রটি একনাগাড়ে জিতে এসেছে তৃণমূল-ই। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই আসন থেকে সাংসদ হন সুব্রত বক্সী। তবে ২০১৯-এ তাঁকে আর প্রার্থী করেনি তৃণমূল। উল্লেখ্য, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে জেতেন তৃণমূলের মালা রায়। বিজেপির চন্দ্র কুমার বোসকে ১ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়ে জেতেন মালা রায়। মালা রায়ের প্রাপ্ত ভোট ৫ লাখ ৭২ হাজার ১৮৮। বিজেপির চন্দ্র কুমার বোস পান ৪ লাখ ১৭ হাজার ৮৬ ভোট। তৃতীয় স্থানে থাকা সিপিআইএম-এর নন্দিনী মুখার্জি পান ১ লাখ ৩৯ হাজার ৭৭০ ভোট। চতুর্থ স্থানে কংগ্রেসের মিতা চক্রবর্তী পান ৪২ হাজার ৫৩৬ ভোট।

## সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি প্রিয়াঙ্কাকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ '১ জুনের অভিযোগের ভিত্তিতে কড়া পদক্ষেপ নয়'। হাইকোর্টে ফের স্বস্তিতে রেখা পাত্র। বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে এফআইআর-এ ৫ জুলাই পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ১৯ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। শনিবার সপ্তম দফায় ভোট হয়েছে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রের মধ্যেই সংঃদশখালি। ভোটের দিন দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠেছিল সন্দেশখালি। অভিযোগ, স্থানীয় রাজবাড়ি এলাকা দলের কর্মীদের উপর হামলা চালান তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। এমনকী, ইটবৃষ্টিও করা হয়। কেন? প্রতিবাদে যথন পথ অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা সমর্থকরা, তখন তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করে পুলিস।

# প্রায় দেড়শো বোতল মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কলকাতা স্টেশন থেকে,গ্রেপ্তার রেলকর্মী-সহ ২

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ লোকসভা ভোটের ফলাফলবর হওযার আগেই বড় সড় মাদক পাচারকারীর সন্ধান পাওয়া গেল। আর এই আনন্দে উড়বে দেদার মদের ফোয়ারা। কিন্তু মদ যে নিষিদ্ধ বিহারে। কিন্তু তাতে কী? ট্রেনে কর্তব্যরত রেল কর্মীর সহায়তায় প্রায় দেড়শো বোতল মদ বিহারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন সেরাজ্যের এক বাসিন্দা। কিন্তু সোমবার তল্লাশি চালিয়ে সেই ছক ভেস্তে দেয় আরপিএফ। বাজেয়াপ্ত করা হয় মদের বোতলগুলো। গ্রেপ্তার করা দুজনকে। জানা গিয়েছে, বিকল্প পথের সন্ধানে ট্রেনে কর্তব্যরত রেল কর্মীর সাহায্যে মদ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল বিহারের সমস্তিপুরের বাবুরবানার বাসিন্দা রাহুল কুমার। সোমবার আপ কলকাতা স্টেশন থেকে মিথিলা এক্সপ্রেসে রওনা দেওয়ার আগে বি-২ (এসি) কমরাতে হানা দেন আরপিএফ জওয়ানরা। তল্লাশি চালানোর সময় বেডরোল রাখার জায়গায় পরিপাটি বিছানা অতিরিক্ত উঁচু দেখে সন্দেহ হয় তাঁদের। এর পরই বেডরোল সরাতেই দেখা যায় থরে থরে সাজানো বিলিতি মদের দেড়শোটি বোতল। যার দাম প্রায় ষাট হাজার টাকা। তার পরই আরপিএফ কর্তব্যরত বেডরোল স্টাফ পিঙ্কু রায়কে গ্রেপ্তার করে। ওই রেলকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই তাকে জেরা করে জানতে পারা যায় ওই কামরাতেই যাত্রা করছে রাহুল কুমার নামে বিহারের ওই যুবক। তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। দুজনকেই জিআরপির হাতে তুলে দেয় আরপিএফ। জেরায় জানা গিয়েছে, মনে করা হচ্ছে ভোটের ফল প্রকাশ থাকায় মদের চাহিদা তুঙ্গে থাকবে। কিন্তু বিহারে মদ নিষিদ্ধ। তাই দশগুন দামেও মদ কিনে আনন্দে মাতবেন সকলে। তাই রেলকর্মীর সহযোগিতায় এবার রাজ্য থেকে মদ নিয়ে যাচ্ছিল ওই ব্যক্তি বলে জানা যায়। এর আগেও এমনই অপরাধ করার জন্য রেলকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছিল।

## যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক গাড়িতে ভিএলটিডি বাধ্যতামূলক করেছে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ যাত্রী নিরাপত্তায় সমস্ত যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক গাড়িতে ভেহিক্যাল লোকেশান ট্র্যাকিং ডিভাইস (ভিএলটিডি) বাধ্যতামূলক করেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি লেগেছে প্যানিক বোতামও। যাতে কোনও যাত্রী বিপদে পড়ে ওই বোতাম প্রেস করলে সেই খবর সরাসরি পৌঁছে যায় পরিবহণ দপ্তরের কন্ট্রোল রুমে। সেখান থেকে লালবাজারে। আর খবর পেতেই দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে পুলিশ। কিন্তু এই প্যানিক বোতাম লাগিয়ে বেধেছে নয়া বিপত্তি। প্যানিক বোতামের প্যানিকে জেরবার পরিবহণ দপ্তরের কন্ট্রোল রুম। কোনও কারণ ছাড়াই যে কেউ যখন তখন এই বোতামে চাপ দিচ্ছেন। যার সংকেত ভেসে উঠছে কন্ট্রোল রুমে। অথচ তারা বুঝতে পারছেন না আদৌ সেই গাড়িতে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেছে কিনা! কারণ পরিবহণ দপ্তর এবং পুলিশের অধিকারিকরা একাধিকবার গাড়ি ট্র্যাক করে দেখেছেন, যেখান থেকে এই প্যানিক বোতাম টেপা হয়েছে, সেখানে আদৌ কিছু হয়নি। কৌতুহলবসত কেউ এই বোতাম প্রেস করেছেন। ফলে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে পুলিশকে। এই দলে যেমন বাসের যাত্রী রয়েছেন, তেমনই স্কুলের পড়ুয়ারাও রয়েছেন। পাশাপাশি বিষয়টিতে গাড়ির মালিকরাও যুক্ত বলে খবর পেয়েছে পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা। এক আধিকারিকের কথায়, ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করছে একশ্রেণির মালিক। তাঁরা ভাবছে, বার বার এই বোতাম টিপে যদি কন্ট্রোল রুমকে ব্যস্ত করা হয়, একসময় হয়তো বিরক্ত হয়ে প্যানিক বোতাম তুলে দেবে পরিবহণ দপ্তর। কিন্তু সেটা তো হবেই না। উলটে বার বার একই গাড়ি থেকে যদি এই প্যানিক বোতাম টেপার সংকেত পায় কন্ট্রোল রুম এবং গিয়ে দেখে কোনও কারণ ছাড়াই ওই বোতাম টেপা হয়েছে, তাহলে সেই গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সম্প্রতি ভিএলটিডি নিয়ে একটি বৈঠক করেন রাজ্যের পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহন। সেখানে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

## গণনার দিন সোনা মিলছে ৫৪,৬৫০ টাকায়, বেড়েছে রূপোর দামও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ আজই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যেদিন জানা যাবে কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফের কে ফিরতে চলেছে। বিজেপি জিতবে নাকি ইন্ডি জোট? তা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে এরই মাঝে দেশজুড়ে সোনা ও রুপোর দাম জারি হল। আপনিও কি আজ সোনা বা রুপো কেনার পরিকল্পনা করছেন? তাহলে কিনতে যাওয়ার আগে জেনে নিন দাম। আজ ভোটের ফল প্রকাশের আগেই সোনা ও রুপোর দাম বেড়েছে। আপনি যদি সোনা ও রুপো কেনার কথা ভেবে থাকেন তাহলে জেনে নিন রেট। আজ শহর কলকাতায় ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৭০০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৬৬,৮০০ টাকায়। এছাড়া ১০০ গ্রামের দাম ৭০০০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৬,৬৮,০০০ টাকায়। অন্যদিকে ২৪ ক্যারেটে সোনার দাম ৭৬০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৭২,৮৭০ টাকায়। এছাড়া ১০০ গ্রামের দাম ৭৬০০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৭,২৮,৭০০ টাকায়। এবার আসা যাক ১৮ ক্যারেটের কথায়। আজ সোনার দাম ৫৭০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৫৪,৬৫০ টাকায়। এছাড়া ১০০ গ্রামের দাম ৫৭০০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৫,৪৬,৫০০ টাকায়। রুপো কিনবেন ভাবছেন? তাহলে জানিয়ে রাখি, আজ ১০০ গ্রাম রুপোর দাম ১২০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৯৪০০ টাকায়। এছাড়া এক কেজি রুপোর দাম ১২০০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৯৪,০০০ টাকায়। আপনি যদি সোনার গয়না কিনে থাকেন তবে গুণমানকে কখনই উপেক্ষা করবেন না। হলমার্ক দেখেই গয়না কিনুন, এটাই সোনার সরকারি গ্যারান্টি। ভারতের একমাত্র সংস্থা ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস) এই হলমার্ক নির্ধারণ করে। সব ক্যারেটের হল মার্ক মার্ক একেক রকম, দেখলেই বোঝা যাবে যে আপনি সোনা কিনেছেন।

## বহু জায়গায় বামেদের পেছনে ফেলে দিল আইএসএফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল এক ছিল আর ফল বের হল অন্য। রাজ্যে অধিকাংশ আসনে এগিয়ে থেকে এগিয়েই গেল তৃণমূল। বিজেপি নেমে এসেছে নিচে। বিরোধী কংগ্রেস, সিপিএম নেই বললেই চলে। বরং বলা যায় ভোট বাড়িয়ে নিয়েছে আইএসএফ। লোকসভা ভোটের একার দমেই লড়াই করেছিল নওশাদ সিদ্দিকির দল। গণনায় দেখাচ্ছে রাজ্যে বেশ কয়েকটি আসনে তৃতীয় স্থানে আইএসএফ। ফলে সিপিএমের পাশাপাশি একটি নতুন শক্তি হিসেবে উঠে আসছে আইএসএফ। বিধানসভা ভোটে আইএসএফকে সঙ্গে নিয়েছিল সিপিএম। এনিয়ে বাম শিবিরেও অসন্তোষ ছিল। লোকসভা ভোট আর সেই মিল মহাব্বত হয়নি। একলাই লড়েছিল আইএসএফ। বুথ ফেরত সমীক্ষায় দেখানো হয়েছিল তৃণমূল বিজেপির পরই থাকছে সিপিএম কংগ্রেস জোট। ভোট ফলাফলের প্রবণতা সেই দিকেই এগোচ্ছে। তবে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল রাজ্যের অন্তত ৪টি আসনে তৃতীয় স্থানে চলে গিয়েছে আইএসএফ। পিছিয়ে পড়েছে বাম-কংগ্রেস জোট। তবে চূড়ান্ত ফলাফল হাতে আসতে অনেক দেরী। কিন্তু ভাবার বিষয় হল রাজ্যে শিকড় বসাচ্ছে আইএসএফ।

রাজ্যের বসিরহাট, বারাসাত, জয়নগর ও মথুরাপুর এই চারটি আসনই দুই ২৪ পরগানায়। ভাঙড়ে আইএসএফের ভালো জায়গা রয়েছে। বরং বলা ভালো তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জে ফেলে দিয়েছে আইএসএফ। লোকসভা ভোটের এখনওপর্যন্ত যে ফলাফল তাতে ওই ৪ আসনেই তৃতীয় জায়গায় রয়েছে আইএসএফ। বসিরহাটে প্রায় জিততে চলেছেন তৃণমূল প্রার্থীহাজি নুরুল ইসলাম, অনেকে পিছিয়ে বিজেপির রেখা পাত্র। আর ওই আসনে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আইএসএফের আখতারুল ইসলাম বিশ্বাস। তিনি সিপিএম প্রার্থী নিরাপদ সর্দারের থেকে প্রায় দ্বিগুণ ভোটে এগিয়ে। বারাসাত কেন্দ্রে অনেক এগিয়ে ডা কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সপ্তম রাউন্ডের শেষে বিজেপির স্বপন মজুমদার রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। আর তার পরেই তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আইএসএফ তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর থেকে অর্ধেক ভোটে পেয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সঞ্জীব চ্যাটার্জি। তিনি পেয়েছেনপ্রায় ১৯ হাজার ভোট।

ভোটের আসে সিপিএম যে ভাবে শোরগোল তোলে, জোট করার ক্ষেত্রে যেভাবে দরকষাকষি করে তাতে মনে হয় তারা রাজ্যে এখনও খুবই প্রভাবশালী। কিন্তু ভোটের ফল বের হলেই দেখা যায় উল্টো ছবি।

## শহরের জনবহুল এলাকায় সন্দেহজনক ব্যাগ নিয়ে জল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে থেকে উদ্ধার হয়েছিল সন্দেহজনক ব্যাগ । ব্যাগে মাথার খুলি, হাড় ছিল। কিন্তু কার সেই তদন্তে নেমে পুলিস বেশ কিছু সূত্র পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে।এই নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খিদিরপুরের ওয়াটগঞ্জের পর বাগুইআটির ঘটনা সামনে এল। বিশেষ সূত্রের খবর, বাগুইআটির অত্যন্ত জনবহুল এলাকা জর্দাবাগান। সেখানে রয়েছে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি। বাড়িটিতে দীর্ঘদিন ধরে কেউ থাকেন না। একটি বোর্ডও ঝুলিয়ে দিয়েছে বিধাননগর পুরসভার। তাতে লেখা, 'বাড়ির মালিকানা নির্ধারণ করা যায়নি'। ওই বাড়ির সামনে এখন আবর্জনা ফেলেন এলাকার মানুষ। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গতকাল ঘড়িতে সকালে ওই পরিত্যক্ত বাড়িটির সামনে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। সেই ব্যাগে ছিল মাথার খুলি ও হাড়! সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বাগুইআটি থানায়। ব্যাগটি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে পুলিস। ব্যাগে কি সত্যিই মাথার খুলি, হাড় ছিল? তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, খিদিরপুরের ওয়াটগঞ্জের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল এক মহিলার ধড়হীন মাথা ও হাত! কালো প্লাস্টিকে মোড়ানো কয়েকটি ব্যাগ ছিল দেহাংশ। দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। সন্দেহ হওয়ায় থানা খবর দিয়েছিলেন এলাকারই কয়েকজন। এরপর মৃত মহিলাকে শনাক্ত করেন তাঁর দুই বোন। জানা যায়, মৃতের নাম দুর্গা সরখেল। খিদিরপুরে ওয়াটগঞ্জ থানার এলাকারই হেমন্ত চন্দ্র স্ট্রিটে বিয়ে হয়েছিল। স্বামী, শাশুড়ি, ননদ এবং দেওরের সঙ্গে থাকতেন বত্রিশের ওই মহিলা। ময়নাতদন্তে রিপোর্টে উল্লেখ, প্রথম ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে খুন করা হয় দুর্গাকে। তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে টুকরো টুকরো করা হয় দেহ এবং ঘটনাটি ঘটে দেহ উদ্ধারের ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টাকে আগে! মৃতের ভাসুর নীলাঞ্জন সরখেলকে গ্রেফতার করে পুলিস। তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

## রাজনীতির মাঠেও এ বার 'দিদি নম্বর ওয়ান' হলেন রচনা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৪ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনে হুগলি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে বিজয়ী হলেন তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন সকাল সাড়ে ৯টায় ব্যালটে এগিয়ে ছিলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল ১০টা ০৮এ হুগলি লোকসভা কেন্দ্র প্রথম রাউন্ডে বলাগর ও ধনিয়াখালি বিধানসভার গণনার পরে ৩,৬৯৮ ভোটে এগিয়ে ছিলেন লকেট। সাড়ে ১০টায় ৩,৪৬৫ এগিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। রচনা ৩৮,০৪৭ ভোট পান। সেখানে লকেট পান ৩৪,৫৮২ ভোট। সকাল ১১টা ১০এ দ্বিতীয় রাউন্ডে হুগলি কেন্দ্রে ১২,২৮৪ ভোটে এগিয়ে ছিলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা ১১টা ৪৫এ তৃতীয় রাউন্ডের পরে লকেট-রচনার ব্যবধান আরও বাড়ে। ১৪,০৩৯ ভোটে এগিয়ে যান রচনা। বেলা ১২টা ৩২এ সবুজ আবিরে বিজয় উল্লাসে মাতল তৃণমূল। ১৪,৯৮৪ ভোট নিয়ে এগিয়ে যান রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

# বর্ষার আগমণের প্রতীক্ষায় দক্ষিণবঙ্গ, বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টিরও পূর্বাভাস

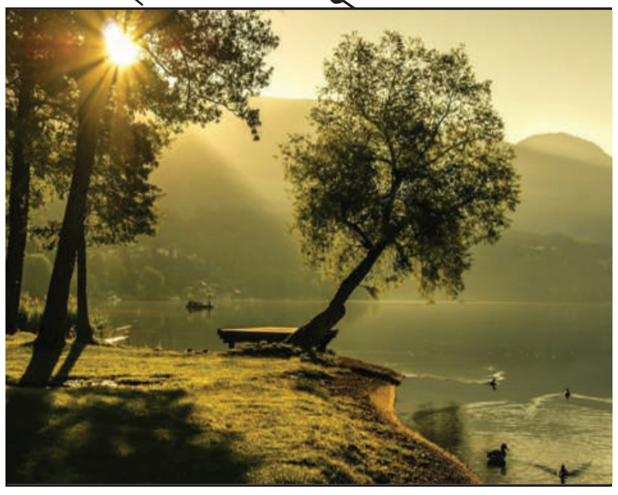

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই বর্ষা ঢুকে পড়েছে, এখনও এসে পৌঁছয়নি দক্ষিণবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের স্বাভাবিক সময় জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ। সময়ের আগে, না-কি যথাসময়ে এবার বর্ষা ঢুকবে দক্ষিণবঙ্গে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগামী ২৪ ঘন্টা ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলতে পারে। কলকাতা-সহ সর্বত্রই বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতায় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত। তবে বুধবারের পর দক্ষিণবঙ্গে আপাতত আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কিছুটা বাড়বে তাপমাত্রাও। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি। উত্তরবঙ্গে বর্ষা ঢুকে পড়েছে, সেখানকার জেলাগুলিতে বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

## আরও তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ রাজ্যপালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ ভোটের ফলপ্রকাশের আগেই তিন উপাচার্য নিয়োগ। রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত আরও তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্যনিয়োগ করলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোস। এদিন রাজভবনের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানানো হয়েছে সে কথা। প্রেসিডেন্সি, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ও কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্যমনোনীত করেছেন আচার্য বোস। জানা গিয়েছে, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অন্তর্বর্তী উপাচার্যহচ্ছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী। সূত্রের খবর, রাজ্যসরকারের পাঠানো তালিকা থেকেই তাঁকে বেছে নিয়েছেন আচার্যবোস। নির্মাল্যবাবু আগে কিছুদিন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্যের দায়িত্ব সামলেছিলেন।

## সিপিএমের এজেন্টকে হল থেকে মেরে বার করে দেওয়ার অভিযোগ

হুগলি, ৪ জুন ঃ সিপিএমের এজেন্টকে গণনাকেন্দ্র থেকে চড় থাপ্পড় মেরে বার করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। সিপিআইএমের প্রার্থী দীপ্সিতা ধর এই অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দুপুর ১,৪০ নাগাদ কাউন্টিং হল থেকে বেরিয়ে আসেন সিপিআইএমের কাউন্টিং এজেন্ট জয়ন্ত রং। তাঁর অভিযোগ, কাউন্টিং চলাকালীন যখন তৃণমূল ব্যাপক ভোটে জিতছে, সেই সময় তাঁকে থাপ্পড় মেরে গণনাকেন্দ্র থেকে বার করে দেওয়া হয়।

## হারিয়ে যাওয়া মোবাইল পুনরুদ্ধার করে যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল আরপিএফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ ৩.০৬.২০২৪ তারিখে প্রায় ১১,০০ ঘটিকায়, মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনের একজন অন-ডিউটি আরপিএফ কর্মীরা একজন যাত্রীর কাছ থেকে তথ্য পান যে কবি সুভাষগামী ট্রেনে একটি মোবাইল পড়ে আছে। এরপর আরপিএফ পরবর্তী স্টেশনে উপস্থিত তাদের কর্মীদের সতর্ক করে দেয় অর্থা নেতাজিকে। নেতাজির কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মীরা কবি সুভাষগামী ট্রেন চেক করে মোবাইলটি খুঁজে পান। তিনি এটি নেতাজি মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন।

মাঝে মাঝে অর্থা ১১,২৫ টায়, একজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর, ফোনটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি তার হারিয়ে যাওয়া ফোন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

# হিংসা রুখতে ১৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যে ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনে প্রথম থেকেই নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল কমিশন। এবার ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে ১৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যে ৪০০ কোম্পানি কেন্দিয়.বাহিনী রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। সবচেয়ে বেশি ৬০ কোম্পানি বাহিনী থাকছে শুধুমাত্র কলকাতা পুলিশ কমিশনারেট এলাকায়। এর মধ্যে ভাঙড়েই থাকছে ২৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভোটের গণনা এবং গণনা পরবর্তী সময়ের গোলমাল হতে পারে ভাঙড়ে এমন ২০টি জায়গা চিহ্নিত করেছে কলকাতা পুলিশ। ভোট মিটে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় বাহিনীর ফিরে যাওয়াই রেওয়াজ। ভোটের ফল বের হওয়ার পরও কিছু বাহিনী রাখা হয় ভোট পরবর্তী হিংসা রোখার জন্য। সেটা মোতায়েন করা হয় নির্দিষ্ট কিছু এলাকাভিত্তিক। তবে এবার রাজ্যের প্রতিটা জেলা, পুলিশ জেলা ও কমিশনারেট এলাকাতেই বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত নিযেছে কমিশন। সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে ৪ তারিখ ভোটের ফল ঘোষণার পর ৬ তারিখ পর্যন্ত বাহিনী রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুরনো অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই বাহিনী আগামি ১৯ জুন পর্যন্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়িতে ৬ কোম্পানি, আলিপুরদুয়ারে ৫ কোম্পানি, কোচবিহারে ১৩ কোম্পানি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৭ কোম্পানি, রায়গঞ্জ পুলিশ জেলায় ৬ কোম্পানি, ইসলামপুর পুলিশ জেলায় ৬ কোম্পানি, দার্জিলিংয়ে ৬ কোম্পানি, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ৫ কোম্পানি, কালিম্পং জেলা ৪ কোম্পানি, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় ৫ কোম্পানি, মালদহ জেলায় ১২ কোম্পানি, আসানসোল পুলিশ কমিশনারেটে ১১ কোম্পানি, বীরভূম ১৮ কোম্পানি, কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলা ১০ কোম্পানি, মুর্শিদাবাদ জেলা ১৬ কোম্পানি, পূর্ব বর্ধমান জেলা ১৮ কোম্পানি, রানাঘাট পুলিশ জেলা ৭ কোম্পানি, বারাসত পুলিশ জেলা ৭ কোম্পানি, বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট ১৫ কোম্পানি, বসিরহাট পুলিশ জেলা ১২ কোম্পানি, বনগাঁ পুলিশ জেলায় ১০ কোম্পানি, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট ১০ কোম্পানি, হুগলী গ্রামীণ ১২ কোম্পানি, হাওড়ায় ১১ কোম্পানি, হাওড়া গ্রামীণ ৮ কোম্পানি, পশ্চিম মেদিনীপুর ১৫ কোম্পানি, বাঁকুড়া ১০ কোম্পানি, ঝাড়গ্রাম ১৩ কোম্পানি, পূর্ব মেদিনীপুর ২০ কোম্পানি, পুরুলিযা.১০ কোম্পানি, বারুইপুর পুলিশ জেলা ১০ কোম্পানি, বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ৭, কোম্পানি, ডাযমন্ড হারবার পুলিশ জেলা ৮ ও সুন্দরবন পুলিশ জেলায় ৭ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৮৫ সংখ্যা, বুধবার, ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

## লোকসভার ফল ব্যালান্সে

এবারের লোকসভার ভোট সবার রাজনৈতিক ভাবনাকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে। জোট ইণ্ডিয়া এবারে প্রায় এনডিএ জোটের পাসে গিয়ে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করেছে। ফলে জোট ইণ্ডিয়া সংসদে প্রধান বিরোধী জোট হিসাবে উপস্থিত এনডিএ জোটের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াই করতে সম্মুখীন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা একেবারে মুশকিল। দেশের জনগণ গণতন্ত্রকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিজেপি দলের ওপরে আস্থা রাখলেও কংগ্রেস এবং জোট ইণ্ডিয়ার ওপরে সাধারণ মানুষ আস্থা রেখেছে। বিজেপিদল অতীতের নির্বাচনে যে জনসর্থন পেয়েছিল তা কমতে শুরু করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মানুষের আশা আকাঙ্খার ওপরে বারবার তারা আঘাত দিতে শুরু করে দিয়েছিল। বিজেপির ইস্তহারে যে জনমুখী সরকার প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছিল সেখান থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছিল বলে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছেন রেলে বয়স্ক লোকেদের ছাড় ছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার এসে তা তুলে দিয়েছে। সাধারণ রেল যাত্রীদের জন্য যে দূরপাল্লার প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছিল সেই সব রেল তুলে দিয়ে তাকে এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করেছিল। পরিযায়ী শ্রমিকেরা রাস্তায় পড়ে মারা গিয়েছিল। সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারে প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কোনও সহানুভূতি দেখায় নি। উপরন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকেরা নিজেদের পকেটের পয়সা দিয়ে রেলে করে অভুক্ত অবস্থায় ঘরে ফিরেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে সব খবর ছিল। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনও সেবামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে মোদি গ্যারান্টি ওপরে ভরসা করতে পারছে না সাধারণ মানুষ। বারবার সাধারণ মানুষকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কাতার থেকে শুরু করে রাশিয়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভারত থেকে যেসব তরুণরা চাকরি পাওয়ার জন্য গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে তাদের সেখানে অসম্মান করা হচ্ছে। ভারত সরকার শুধু মাত্র কুটনৈতিক সম্পর্ক সঠিক ভাবে বজায় রাখতে কেনও ভিন দেশীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে চাইছে না। বলির পাঠা হচ্ছে তরুণ ভারতীয়রা। সাধারণ মানুষের কথা কোনও দিন বিজেপি দলের নেতাদের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যায়নি। তার ওপরে এনডিএ আসার ফলে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি দেশের নাগরিকেরা একেবারে মোদিকে বঞ্চিত করেননি। কিন্তু বিরোধী দল যেবাবে বিজেপির বা এনডিএ বিরোধী প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল তার বিপক্ষে শক্তিশালী প্রচার করতে অক্ষম হয়েছিল এনডিএ নেতারা। সব অঙ্ককে একেবারে পাল্টে দিয়েছে। তর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এনডিএ জোট সাধারণ মানুষের কথা ভাবেনি। শুধু ক্ষমতা পাওয়ার পিছনে ছোটাছুটি করেছে।

## স্বাধীনতা সংগ্রামী লীলা নাগ

১৯২১ সাল। ঢাকা কলেজ। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন পড়াশোনা করছেন সেখানে। তার এক ক্লাস নিচের ক্লাসে পড়তেন লীলা নাগ। কে এই লীলা নাগ? চলুন জেনে নেওয়া যাক লীলা নাগ সম্পর্কে মোতাহার হোসেনের ভাষায়। কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন, এঁর মত সমাজ-সেবিকা ও মর্যাদাময়ী নারী আর দেখি নাই। এঁর থিওরী হল, নারীদেরও উপার্জনশীলা হতে হবে, নইলে কখনো তারা পুরুষের কাছে মর্যাদা পাবে না। তাই তিনি মেয়েদের রুমাল, টেবল ক্লথ প্রভৃতির উপর সুন্দর নক্সা এঁকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সব বিক্রি করে তিনি মেয়েদের একটা উপার্জনের পন্থা উন্মুক্ত করে দেন। লীলা নাগের ছাত্র জীবন শুরু হয় ঢাকার ইডেন স্কুলে। এরপর তিনি ঢাকা কলেজে পড়েছেন। ১৯২১ সালে তিনি কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পদ্মাবতী স্বর্ণ পদক লাভ করেন। সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তার মেধা ও আকাঙ্খা দেখে তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ হার্টস তাকে পড়ার অনুমতি দেন। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে এমএ ভর্তি হন এবং ১৯২৩ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমএ ডিগ্রীধারী মহিলা। ১৯২৭ - ২৮ এ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন নারীদের উপর শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা যায় বেড়ে। সেই সময় লীলা নাগ মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারী আত্মরক্ষা ফান্ড, যেখানে মেয়েদের মার্শাল আর্ট এবং শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। তিনি কলকাতায় 'ছাত্রীভবন ' নামে একটি ছাত্রীদের আবাসিক হল প্রতিষ্ঠা করেন। লবন সত্যাগ্রহের সময় তিনি ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি গড়ে তুলেছিলেন। ঢাকা ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় ঘুরেছেন এই লবন আইন ভঙ্গ করার জন্যে। তিনি এই নারী আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দেওয়ার জন্যে সম্পাদিত করেছিলেন 'জয়শ্রী পত্রিকা'। তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উত্তাল এক সমাজ তখন। ছোটবেলা থেকেই তিনি দেখেছেন, তার বাসার পরিবেশটা ছিল স্বদেশীদের পক্ষে। বিদেশী কাপড় বাদ দিয়ে তারা পড়তো স্বদেশী মোটা কাপড়। তাদের গলায় ছিলো সুর, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নে রে ভাই, মা যে তোদের দিন দুঃখিনী এর চেয়ে বেশি সাধ্য নাই। ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হলে বাড়িতে পালন হয়েছিল অরন্ধন।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কিছুই পাওয়া সম্ভব হয় না।

## ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা পাগল ছিলেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা এবং রামপ্রসাদও মায়ের নাম গান করতে করতে পাগল হতেন। আর কবি গায়ক রামপ্রসাদ সেনও মায়ের নাম করতে করতে একবারে আত্মহারা হতেন। মায়ের নাম গানের মধ্যে দিয়ে মাতৃভক্তিকে জাগরিত করা যায় বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। তিনি কারোর কাছ থেকে কোনও দিন ভিক্ষা করেননি। একমাত্র মা ভবতারিণীর কাছ থেকে। তিনি মা ভবতারিণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের খাইয়েছেন। কোথা থেকে মা ভবতারিনী তাদের খাদ্য জোগাড় করে দিতেন সেটা ছিল একটি রহস্য। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তির জাগরণের মধ্যে দিয়ে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। বাংলার সব মনীষীরাই মায়ের শক্তি নিয়ে মহান হতে পেরেছেন। আসলে শক্তি এবং ভক্তি উভয়েরই সরকার রয়েছে। যিনি শক্তি এবং ভক্তি লাভ করেন তিনি শক্তিমান

# বারানসীর কড়চা ঃ 'শ্রীক্ষেত্র নব সংস্কারের পথে' সে আর এক অন্য কাহিনী যা আজানা

**জয়দেব দাস, কাশী**

কাশী ধামে শ্রী শ্রী মা সারদা গঙ্গা স্নান সেরে অসি ঘাট থেকে গেলেন অসি মাধব দর্শনে। অসি মাধব জগন্নাথের রূপ। বিগ্রহ দর্শনে সানন্দ- বিস্ময়ে মাতা বলিয়া উঠিলেন,-ওমা কাশীতেও জগন্নাথ এসে বসে আছেন! তা বেশ হয়েছে, যিনি জগন্নাথ তিনিই বিশ্বনাথ। অসি মাধব জগন্নাথের এই প্রাঙ্গণই হল কাশীর শ্রীক্ষেত্র, অসি ঘাটের ঠিক অপরেই এক বিশাল প্রাঙ্গন জুড়ে এই দেবালয়। জগন্নাথ, সুবোধরা ও বলভদ্র প্রতিষ্ঠিত। নিত্য পুজো হয়। আশি ঘাটের কাছে অবস্থিত জগন্নাথ মন্দিরটি ওড়িশার পুরীতে অবস্থিত জগন্নাথ ধামের একটি প্রতিরূপ মনে করা হয়। এই মন্দিরটি ১৮০২ সালে ভোঁসাল রাজ্যের দুই নাগরিক বিশ্বম্ভর রাম এবং বেণী রাম দ্বারা নির্মিত। বিশ্বাস করা হয় যে বারাণসীতে অবস্থিত এই মন্দিরে দর্শনে ভক্তরা ওডিশায় অবস্থিত জগন্নাথ ধামের মতোই পুণ্য ফল পান। দেবতাদের পূজার আচার ও পদ্ধতি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মতোই। এই মন্দিরের চার কোণায় চারটি বৈষ্ণব দেব মূর্তি রয়েছে, যথা কৃষ্ণ, রাম পঞ্চায়েত, কৃষ্ণের কালিয়ামর্ধন রূপ এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ। রথের দিনে জগন্নাথ, সুবোধরা ও বলভদ্র এই তিন বিগ্রহ কে পালকি করে নিয়ে জাওয়া হয় রথজাত্রা নামক স্থানে। সেখানেই রথের মেলা তিনদিন। কাশীর লাক্ষা মেলা নামেও খ্যাত।

বিংশ শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত এই খেত্র জন মানুষ শুন্য ছিল বললেই চলে। একদমই যে কেউ থাকতেন না তাও নয়। যেমন মন্দির প্রাঙ্গনের দক্ষিণ প্রান্তে, নদির কাছে ছিল জ্ঞান চক্রবর্তীর এক প্রাসাদ বাড়ি। চারিদিকে গাছ গাছালি ভর্তি। গঙ্গা পর্যন্ত গাঁদা ফুলের গাছের চাদরখ।

সত্যজিত বাবুর কথায়-আমাদের দরকার ছিল শুটিং-এর জন্য। এক হল গল্পের ভণ্ড সাধু মছলিবাবার জন্য ঘাটের ধারে-কাছে একটি গোপন আস্তানা; আর দুই হল, যে ঘোষালদের আড়াই ইঞ্চি লম্বা সোনার গণেশ চুরি নিয়ে রহস্য, তাদের জন্য মানানসই একটা পুরনো বাড়ি। মছলিবাবার ডেরা তো পাওয়া গেল, আর সেই সঙ্গে প্যালেসে শুটিং করার অনুমতিও আদায় করে নেওয়া হল। এবার বাকি ঘোষালদের বাড়ি। খোঁজ করে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী দুটো বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। একটা মেমুরগঞ্জের সাহাদের

বাড়ি। গিয়ে দেখলাম মোটামুটি গল্পের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু তার আশেপাশে বেনারসের কোনও চিহ্ন নেই। এখানে শুটিং করাও যা কলকাতাতেও তাই। এ বাড়ি বাতিল করে আমরা চলে গেলাম নাগওয়া।

এই নাগওয়ার ঘাট থেকেই সাঁকো পেরিয়ে রামনগর জেত তখন। নাগওয়ার যে অংশে বাড়ি, সেটার নাম লঙ্কা। বাড়ির মালিক ছিলেন উত্তর প্রদেশের কোনও বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডাইসচান্সেলর জ্ঞান চক্রবর্তী। তিনি মারা গেছেন অনেককাল। পরবর্তী কালে বাড়ি চলে যায় ডালমিয়াদের হাতে। এখন সেই বাড়ি এক স্কুল। গেট দিয়ে ঢুকে বেশ কিছুটা হাঁটার পর গাছপালার আবরণ সরে গিয়ে বাড়িটা দেখা যায়। বিশাল অট্টালিকা। চারদিকে বিস্তীর্ণ জমি, এককালে বেশ রমরমা ছিল সেটা দেখেই বোঝা যায়। ঘোষালবাড়িই বটে। পাশেই গঙ্গা, তবে বর্ষায় জল বাড়লেও এ বাড়ির একতলা অবধি পৌঁছবে না, কারণ ভিত প্রায় দশ হাত উঁচু, প্রথম তলায় পৌঁছতে অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয়। জমিটা ছিল নাকি এক মেম সাহেবের। তাঁর সঙ্গে এই জ্ঞান চক্রবর্তীর আলাপ হয়। তার অল্পদিন পরেই মেমসাহেব স্বপ্নে জানেন যে পূর্বজন্মে জ্ঞান চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর নিজের ছেলে। অনেকদিন কাশীতে থেকে ভদ্রমহিলার হিন্দু ধর্মের প্রতি টান হয়, পূর্বজন্ম-টন্ম সম্বন্ধেও বিশ্বাস জন্মায় । এই স্বপ্ন দেখার ফলে মেমসাহেব তাঁর জমিজমা সম্পত্তি সব কিছু চক্রবর্তী মশাইকে দান করে যান। চক্রবর্তীমশাই বাড়িটি তৈরি করেন আর উনিশ শো আটাত্তর সালে সেখানে হয় ফেলুদার ছবির শুটিং।

ঘোষালদের জন্য এত ভাল আর এমন জুতসই একটা বাড়ি পাওয়াতে মনটা নেচে উঠেছিল সত্যজিত বাবুর, তার পর যখন জানলেন যে এখানে শুটিং করার অনুমতি পেতে তাঁর কোনও অসুবিধা হবে না, তখন আনন্দের সঙ্গে পরম নিশ্চিত্তির ভাব নিয়ে তিন দিনের কাশীবাস শেষ করে কলকাতায় ফিরেছিলেন।

বর্তমানে সকাল সকাল কাশী হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক বিশেষ চায়ের স্বাদের সন্ধানে অসির বাঙালি দাদার খোঁজ করে। নাম পদবি না জানলেও সে অঞ্চলে বাঙালি দাদা নামেই খ্যাত। দোকানের বয়েস প্রায় ২৫ বছর। মুখার্জি পরিবারের ছেলে। ভাল নাম সঞ্জয় মুখার্জি। তিনি বলেন, জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গনে ছিল একটা কুণ্ড আর অনেক আমলকী গাছ। তাই আনেকে বিশেষ করে এখানকার বাঙালি এই স্থানকে আমলকী তলা বলে পরিচয় দিত। শীত কালে চড়ুই ভাতির জন্য প্রিয় জায়গা।

সময়ের সাথে সাথে এখানে বস্তি গড়ে উঠল। আশির দশকেই বালি তলার মজুর, যারা বাংলার পূর্ব সিমানার কাছ থেকেই এসেছিল বলে মনে করা হয়। বালি তলার কাজ বধ হয়ায়, কাজ হারাল। অন্য পথ বেছে নিতে বাধ্য হয় টানা রিক্সা কে আজিবিকা করে নিল কিছু জন। নদির ধারে, মন্দির প্রাঙ্গনের পূর্ব-দক্ষিণ সিমানাএ নিজেদের ঘাটি বাঁধল। নগয়া বলেই স্থানটি পরিচিত।

আস্তে আস্তে চারিদিকে নতুন ঘর বাড়ি হল। হল কলনি। এই মন্দির প্রাঙ্গনের জমিতেও লোকেরা বে আইনি ভাবে দখল নিল। বিশেষ করে অসি ঘাটের পাসেই নতুন অসি ঘাট নির্মিত হল, তখন থেকেই শ্রী রত্নেশ বর্মার নেতৃত্বে সুবহ-এ-বেনারাস অনুষ্ঠানটির খ্যাতির জন্য নিত্য লকের সমাগম বেড়েই চলল। সকাল সন্ধ্যে মেলার রূপ নিতে জমে উঠল নানা ধরনের দোকান পাট। হোটেল ব্যাবসা। সবই প্রায় শ্রীক্ষেত্রের জমির অপর।

জগন্নাথ করিডোরের জন্য ৩০০টি বাড়ি ভেঙে ফেলার আদেশ-এই খবর পাওয়ায়ে অঞ্চলিক বাসিন্দা দের মাথায় বজ্রাঘাত। অসি কলোনির অসন্তুষ্ট বাসিন্দারা যুক্তি দেন যে মোদি কাশীকে ভুল বুঝেছেন, এবং যদি তিনি এই পথে চলতে থাকেন, তাহলে কাশীর পরিচয় শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। করিডোরের পরিকল্পনা প্রস্তাবিত হওয়ায়, বাসিন্দারা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট (এসডিএম) আদালতের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছেন যে তারা যে জমিতে বসবাস করছেন তা সরকারের অন্তর্গত এবং তাদের শীঘ্রই এটি ছেড়ে যেতে হবে। এরা সেইসব লোক যাদের পূর্বপুরুষরা তাদের জমি রেজিস্ট্রি করেছিলেন এবং তাদের বাড়ি তৈরি করেছিলেন, এবং এখনও, জগন্নাথ করিডোরে থাকার জন্য প্রায় ৩০০টি বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

একজন স্থানীয় বলেন যে এই বার্তা শুনে, তাদের মধ্যে অনেকে এসডিএম আদালতে যান, যেখানে তাদের একজন অফিসের কর্মচারীর সাথে দেখা হয়, সে তাদের জানিয়েছিলেন যে 'উপর থেকে' আদেশ তাকে সেগুলি গ্রহণ করতে নিষেধ করে। তারপরে তারা উচ্চ আদালতে যান এবং শেষ পর্যন্ত এসডিএম আদালত থেকে একটি আদেশ পান যাতে তারা তাদের কথা শুনতে পারে।

বিশ্বনাথ করিডোরের ক্ষেত্রে, ভেঙে ফেলা বাড়িগুলির মধ্যে অনেকগুলি রাজাদের ছিল এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের দ্বারা দখল করা হয়েছিল। যাইহোক, জগন্নাথ করিডোরের পথের বাড়িগুলি বৈধভাবে এই স্থানীয়দের মালিকানাধীন, এবং তারা দাবি করে যে তাদের জমি আসলে তাদের নয় এমন কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

তারা বলেছেন যে তারা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় এবং এমনকি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে চিঠি লিখেছেন, তবুও তাদের দুর্দশা উপেক্ষা করা হচ্ছে। বিকাশ বা প্রগতির নামে সরকার কতটা ধ্বংসের ন্যায্যতা দিতে পারে? ওই এলাকার বাসিন্দারা মনে করেন, লকডাউন চলাকালীন আরও একটি করিডোর তৈরির জন্য এক হাজারেরও বেশি বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। ক্ষুব্ধ অসি কলোনির বাসিন্দারা।

লোকেরা প্রায়শই কাশীতে এসেছে 'মৃত্যুর জন্য', 'মোক্ষ প্রাপ্তির' নামে, এবং এই স্থানীয়রা দাবি করে যে তারা মরতে প্রস্তুত এবং তাদের বাড়িঘর ভেঙে তাদের সমাধিস্থল হয়ে উঠুক এবং জগন্নাথ করিডোর তাদের সমাধিতে পরিণত হোক। 'বিকাস কে নাম পে বিনাশ ' (প্রগতির নামে ধ্বংস), একজন বাসিন্দা দাবি করেছেন, তার হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে কাশী হল আলোকিত এবং স্বাধীনতা, মুক্তি এবং মোক্ষের শহর, কোনও বিনোদন পার্ক নয় যা উচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

কাশী বলতে কী বোঝায়, ' ধর্ম '-এর প্রকৃত অর্থ কী তা সম্পূর্ণ ভুল বোঝাবুঝি নির্দেশ করবে। এই লোকেরা নিজেদেরকে ধার্মিক মানুষ বলে মনে করে যারা তাদের গুরু শঙ্করাচার্যকে শ্রদ্ধা করে। যাইহোক, তারা জোর দিয়ে বলেছেন যে মোদীর ধর্ম অনেকটা ধর্মের ছদ্ম বেশে বাণিজ্যিকীকরণের মতো মনে হচ্ছে। সর্বোপরি, রাবণও একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন! তাদের যুক্তি হল মোদি কাশীকে ভুল বুঝেছেন, এবং যদি তিনি এই পথে চলতে থাকেন, তাহলে কাশীর পরিচয় শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নতুন এবং বিদেশী কিছু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণের উপস্থিতি ইতিমধ্যে কাশীর আত্মাকে বিক্রি করে দিয়েছে। সত্য হল এরা হিন্দু, কাশীর বাসিন্দা, যারা পবিত্র নগরী বলতে কী বোঝায় তা বোঝে এবং তারা মনে করে যে 'ধর্মের' নামে কাশীকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে বিক্রি করা হচ্ছে।

(কাশী হচ্ছে হিন্দুদের একটি বিশেষ তীর্থক্ষেত্র। এই বিশেষ তীর্থ ক্ষেত্রে সবার একবার করে দর্শন করা চাই। সেই কারণে কাশীতে অতীত কালে এমনকী বর্তমান কালেও বহু বিখ্যাত ব্যক্তিরা গিয়েছেন তীর্থ করতে। পূণ্য অর্জন করতে। বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকসভার কেন্দ্র হচ্ছে কাশী সেই কাশী। তিনি যেহেতু একজন ধার্মিক নেতা সেই কারণে তিনি কাশীকে তাঁর কেন্দ্র করেছেন। সেই কাশী থেকে লিখছেন জয়দেব দাস। তিনি কাশর বাসিন্দা— কাশীর সঙ্গে তাঁর নাড়ীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে)

## লেখক বিভূতি ভূষণ ও বাটা

এক সাহেবের জীবনী হাতে এসেছিলো বিভূতিভূষণ বন্দ্যো পাধ্যায়ের। ভদ্রলোক পেশায় ছিলেন মুচি বা চর্মকার। তাঁর জীবনীটি পড়ে এমনই মুগ্ধ হয়ে যান বিভূতিভূষণ যে তিনি কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়েন। পুরো জীবনীটি বিভূতিভূষণ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মনে হয়েছিল এ জীবনী পড়া উচিত চাকরি প্রত্যাশী প্রত্যেকটি তরুণ তরুণীর। তিনি ছুটলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল খ্যাত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে। সে জীবনী পড়ে আচার্য্যও মুগ্ধ ! তিনি বিভূতিভূষণের বইটির ফরওয়ার্ডও লিখে দিলেন। দুঃখের বিষয়, বইটি ছাপা হলেও জনপ্রিয় হয়নি। চর্ম কারের জীবনী আবার কে পড়ে! টমাস ছেলেটির জন্ম চেকো স্লোভাকিয়াতে, মাত্র ১০ বছর বয়সে সে মাতৃহারা। তার বাপ-ঠাকুরদা সবাই ছিলেন দক্ষ চর্মকার। ৬ বছর বয়স থেকে বাবার কাছে চামড়ার কাজ শিখতে শুরু করেন। ১২ বছর বয়সেই টমাস জুতো তৈরিতে পারদর্শী হয়ে ওঠে, কিন্তু এই ছেলেটির চোখে তখন অন্য স্বপ্ন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ছেলেটি তার দাদা আন্তোনিন ও দিদি অ্যানাকে বুঝিয়ে বলেন যে একটা ছোট্ট দোকান থেকে আর ক'টা জুতো বিক্রি হবে, তার চেয়ে চল আমরা তিন ভাইবোন মিলে একটা জুতোর কোম্পানি বানাই তাতে জুতো বিক্রি হবে অনেক বেশি আর সে কোম্পানিতে কর্মসংস্থানও হবে কিছু মানুষের। কুড়িয়ে বাড়িয়ে মাত্র ৩২০ ডলার জোগাড় করতে পেরেছিলেন তিন ভাইবোন আর তাই দিয়েই ১৮৯৪তে তাঁরা বানিয়ে ফেললেন একটি জুতোর কোম্পানি।

মাত্র ১০ জন কর্মীকে নিয়ে শুরু হওয়া সে কোম্পানিটি কিন্তু এক বছরেই দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। জুতো তৈরির চামড়া কেনার টাকাও ছিল না। অন্য কেউ হলে ব্যবসার সেখানেই ইতি টানতেন, কিন্তু তিনি সেখান থেকেই শুরু করলেন। বললেন চামড়া নেই তো কী হয়েছে, ক্যানভাস কাপড় দিয়ে বানাবো জুতো। বানাতে খরচ বেশি নয়, তাই দামেও হবে সস্তা। নতুন ভাবে হলো জুতা আবিষ্কার ! তৈরি হলো পৃথিবীর প্রথম ক্যানভাসের জুতো (যেটিকে আমরা বলি কেডস) আর সেই জুতো বাজারে পড়া মাত্র সুপারহিট ! একবছরের মধ্যে দেনা শোধ করে ঘুরে দাঁড়ালো টমাস সাহেবের কোম্পানি ! টমাস সাহেব বুঝেছিলেন প্রোডাকশন বাড়াতে হলে আমেরিকার আবিষ্কার অ্যাসেম্বলি লাইন বস্তুটি আয়ত্ত করতেই হবে।

# বিজয়া রায় কল্পনা করেননি তিনি সত্যজিতের স্ত্রী

**বিশেষ প্রতিবেদক**

বিজয়া রায় কোনওদিন কল্পনা করতে পারেন নি তিনি ও সত্যজিৎ রায় স্বামী-স্ত্রী হবেন। গোপন রাখতে হবে রেজিস্ট্রেশনের খবর। দু'জনে একসঙ্গে থাকতে পারবেন না, তিনজন বিয়ের সাক্ষী ছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা দেবীকে ছেলের বিয়ের বিষয়ে রাজি করাতে পেরেছিলেন তাদের বাড়ির ডাক্তার নসুবাবু। সুপ্রভা দেবী, বিজয়া রায়কে শুধু পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহন করলেন না,নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন শাঁখা,নোয়া। সত্যজিৎ-বিজয়ার প্রেম,বিয়ের রোমহর্ষক গল্প হার মানাতে পারে যেকোনও থ্রিলার উপন্যাসকেও। দুজনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কোনও দিন বিয়ে করবেন না,যেভাবে চলছে সেভাবে সব চলুক অনেক বাঁধা,প্রাচীর অতিক্রম করে প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে বিজয়া রায়ের বিয়ে হয়েছিল ১৩মার্চ ১৯৪৯সালে। বিয়ের দু'চারদিন পরে সকালে সুপ্রভা দেবী তরকারি কুটছেন,পাশে বসলেন পুত্রবধূ বেশ একটু ভয়ে বললেন 'আমি তো তরকারি কাটতে পারি,কী কী কুটতে হবে বলে দাও,আমি কাটছি'। শাশুড়ি মা বললেন 'সে পরে হবে'। কিন্তু এরপরেই যে আসল সমস্যাটা তৈরি হল,ছেলের বউ পিসিকে জিজ্ঞেস করলেন 'এবার থেকে তোমাকে কী বলে ডাকব? কেন এতদিন পিসিমা বলেছো এবার 'পিসি'টা বাদ দিয়ে শুধু মা বলে ডাকবে। মানিক বাবুর স্ত্রী হিসেবে বিজয়া রায় কে তাঁর আত্মীয় স্বজন, খুব ভালভাবেই তাদের বিয়েটা মেনে নিয়েছিলেন তার নেপথ্যে সবথেকে বড় কারণ সম্ভবত দুজনেই সবার প্রিয় ছিলেন। সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া রায়ের ঘনিষ্ঠতা বা পূর্বরাগ যাই বলুন না কেন শুরু ১৯৩৯ সালের দিকে,বিজয়া দাশ তখন বেথুন স্কুলে চাকরি করেন,কমলা গার্লস স্কুলে এর আগে কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। কলকাতায় আসার পর মানিকবাবু,বিজয়া

দুজনে শুনতেন রেডিয়ো, ভালবাসতেন ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক মিউজিক। সত্যজিৎ জায়ার কথায় মানিকের সঙ্গে একসঙ্গে কবে বসে মিউজিক শুনতে শুনতে দুজন, দুজনের প্রেমে কবে পড়েছেন সেটা বলতে পারবেন না,কিন্তু তিনি যে প্রেমে পড়েছেন বুঝলেন তখন বেথুন স্কুলে কাজ করছেন। পুরুষের মধ্যে যা গুণ থাকা দরকার সবই ছিল মানিকবাবুর মধ্যে,একটু বেশিই ছিল,তিনি বিজয়া দাশের থেকে বয়সে ছোট,নিকট আত্মীয়, কাজেই বিয়ের কথা ভাবা অসম্ভব, দুজনে সিদ্ধান্ত নিলেন কোনওদিন বিয়ে করবেন না,যেভাবে চলছে সেভাবে সব চলছে চলুক। মানিক বাবু বি এ পাশ করেছেন,সুপ্রভা দেবীর ইচ্ছে ছেলে শান্তি নিকেতনে কলাভবনে ভর্তি হোক, কারণ একই ইচ্ছা ছিল মানিকবাবুর পিতৃদেব সুকুমার রায়ের। সত্যজিৎ রায় যদিও সেখানে যেতে চান নি, নেপথ্যের বড় কারণ বিজয়া রায় কে ছেড়ে শান্তিনিকেতন যেতে হবে উনি ভাবতেই পারছিলেন না। বিজয়া রায় তাঁকে বুঝিয়ে শান্তি নিকেতনে পাঠালেন তবে শর্ত হল প্রতিদিন দু'জন দু'জনকে চিঠি লিখবেন।

মানিক বাবু সেইসময় প্রচুর চিঠি লিখেছেন বিজয়া রায় কে ,যদিও সত্যজিৎ জায়ার আক্ষেপ সেসব চিঠি তিনি রাখেন নি যদি সবার কাছে ধরা পড়ে যান এই ভয়ে। ডি.জে কিমার এন্ড কোম্পানিতে যোগ দিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে সত্যজিৎ রায় কলকাতায় ফিরেছেন। ওদিকে বিজয়া রায়ের দু'একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, প্রতিবার না বলেছেন ।সেজন্য তাঁর কাকা মা'কে বলেছিলেন 'বৌঠান, মঙ্কুরে মাথা ঠাণ্ডা কইরা ভাবতে বলো'। সিনেমায় অভিনয় করবেন বিজয়া রায়,সত্যজিৎ বাবু আপত্তি করলেন, কারণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তখন তেমন সুনাম ছিল না। 'শেষরক্ষা'বলে একটা ছবিতে অভিনয় করলেন,অবশ্য তার আগে মুক্তি পেয়েছিল 'সন্ধ্যা'' ফ্লপ করল..।

এবার একটু বিপদে পড়লেন সত্যজিৎ জায়া,সারাজীবন কাকা-কাকিমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে চান না,মানিকবাবুকে সব বললেন, তিনি সব শুনে বললেন ভাল হয়েছে,ওসব আজেবাজে ছবিতে অভিনয়ের মানেই হয় না। 'কিন্তু উপার্জন তো করতে হবে।

হাত-পা গুটিয়ে কতদিন বসে থাকব'? 'কেন এখানে তোমার কী অসুবিধা হচ্ছে'?একটু ধৈর্য্য ধরো, সব শুনে বিজয়া রায় বললেন 'না তা হয় না, বিয়ে করব না বলে যখন ঠিক করেছি,তখন একটা কিছু আমাকে করতে হবে,সারাজীবন কাকা-কাকিমার গলগ্রহ হয়ে থাকব'?

'না না তা কেন ?তুমি দেখছ আমি কত তাড়াতাড়ি চাকরিতে উন্নতি করছি,মাইনেটা আর একটু বাড়লেই তোমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারব'। 'তুমি কী যে বলো তার ঠিক নেই। তোমার টাকা আমি নিতে যাব কেন'? 'কেন? আমার টাকা কি তোমার টাকা নয়'? 'না একেবারেই নয়। বিয়ে হলে হত,কিন্তু তা যখন হবার নয়,তখন বৃথা তর্ক করে কোনও লাভ নেই'। বিয়ে যে দু'জনের মধ্যে হওয়া একপ্রকার অসম্ভব জেনেও দু'জন দু'জনকে নানা উপহার দিতেন। বিজয়া রায়ের মেজদি তাঁকে বম্বেতে যেতে বলছেন,কিন্তু মানিক বাবু যেতে দিতে রাজি নন একেবারে,এই নিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার যেমন মান-অভিমান হয় সবই হত,তবুও মানিকবাবুকে রাজি করানো গেল,কিন্তু মানিককে ছেড়ে যেতে বিজয়া রায়ের মন সায় দেয়না,মনের ক্ষোভ,দুঃখ, অভিমান কাউকে বলা যায় না,শেষ পর্যন্ত বিজয়া রায় বোম্বেতে গেলেন,ভীষণ মন খারাপ নিয়ে, মানিকের সাথে হয়তো বছরে এক বা দু'বার দেখা হবে!নীতিন বোসের মা ছিলেন ট্রেনের সেই কম্পার্ট মেন্টে,তিনি আবার উপেন্দ্রকিশোরের আপন বোন। নীতিন বসুর বোন সোনা, তাঁর সঙ্গে বিজয়া রায়ের আলাপ ছিল, সোনার মা বিজয়া রায় কে প্রশ্ন করলেন 'তুমি কবে বিয়ে করছো'? গতানুগতিক কথাবার্তার মাঝে শুধু একটা কথা নীতিন বসুর মা বলেছিলেন 'বিয়ে করাটা মেয়ে মানুষের ধর্ম',কিন্তু বিজয়া রায় বলতে পারছেন না যাকে বিয়ে করতে চাই তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। বলাই নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সত্যজিৎ জায়া বিজয়ার বিয়ে দেবেন তাঁর মেজদি,তবে মানুষ বলাই ছিলেন অন্যধাতুতে তৈরি। সহনশীল, উচ্চশিক্ষিত, প্রবল সেন্স অফ হিউমার সমৃদ্ধ মানুষ,বিজয়ার সব কথা শুনে বুঝলেন তাঁর সঙ্গে বিজয়ার বিয়ে হবে না,বরং তিনি তখন দু'জনের যোগাযোগের মিডলম্যান হলেন বলা যায়। মাঝে মানিকবাবু জানালেন কাকার বাসা ছেড়ে তিনি বালিগঞ্জ গার্ডেনসে আস্তানা করে নিয়েছেন। বিজয়া রায় ভুলাভাই দেশাইয়ের পিকচার্সের ব্যানারে 'জনতা'বলে একটা ছবির কাজ শুরু করেছেন।

# পাঠকের দরবারে

## সঙ্গীত জগতে কিশোর-আরতি

শিলিগুড়িতে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় বেশ অনেকগুলো বছর আগে। কিশোরকুমার এসেছেন গান করবেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুলক্ষণা পণ্ডিত। ফাংশনে কিশোরকুমারের সাথে তিনি তখন ডুয়েট গাইতেন। ওই ফাংশনে বাংলার প্রতিভাময়ী এক সংগীত শিল্পীকে আমন্ত্রণ করা হয়। কেরিয়ারের শুরুতে এরকম একটা ফাংশানে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে প্রতিভাময়ী কন্যাটি ভীষণ খুশি। কিশোর কুমার তাঁর স্বপ্নের গায়ক,ওই ফাংশানে তিনিও গাইবেন। আয়োজক বারীন ধর, সম্পর্কে তিনি সুচিত্রা সেনের ছোটবোন রুনাদেবীর স্বামী। কিশোরকুমারকে কেউ হয়ত বলেছিলেন আরতি মুখোপাধ্যায় নামে একজন খুব ভাল গান করছেন। কিশোর তাঁর গান শুনতে চান, আরতি খুশি হলেও উদ্যোক্তাদের অনেকেই একটু হলেও অবাক হয়েছিলেন! দুদিন ধরে ফাংশান হয়। যেদিন আরতি গাইতে উঠলেন কিশোর স্বয়ং উপস্থিত। উইংসের পাশে তাঁর বসার আসন। সেই প্রথম কিশোরকুমার কে সামনাসামনি দেখা আরতি মুখোপাধ্যায়ের। টেনশন দূরের কথা ভারত কাঁপানো একজনের সামনে নিজেকে যেন উজাড় করে দিলেন। গাইবার সময় মাঝে মাঝে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে উইংসের দিকে। কিশোর মনোযোগ দিয়ে আরতির গান শুনছেন। কখনও গানের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছিলেন। আরতি অনেকক্ষণ ধরে গেয়ে ছিলেন রবীন্দ্রসংগীত থেকে ছায়াছবি গান, আধুনিক। তখন এত অর্কেস্ট্রার দাপট নেই,একটা হারমোনিয়াম, তবলা বড় জোর একটা এস্রাজ নিয়ে গাইতে হত। আরতি গেয়েছিলেন হার মোনিয়াম ও তবলা নিয়ে। গান শেষে যখন মঞ্চ থেকে নামছেন, কিশোরকুমার ধীরে ধীরে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন - তুমি খুব ভাল গেয়েছো। তোমার সবগুলো গান আমি শুনেছি। প্রতিভার কদর করতে কিশোর জানতেন। আর সেকারণেই নিজে উঠে গিয়ে সেদিনের প্রতিভাময়ী,গুণী সংগীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়কে প্রশংসায় ভরিয়ে দিতে তাঁর একটুও বিলম্ব হয় নি। অবশ্য এই গল্পের কাহিনী এখনও শেষ হয় নি। ফাংশানের পরদিন শিলিগুড়ির কাছে একটা ডিনার পার্টি, কিশোরকুমার মধ্যমণি,গায়িকা অভিনেত্রী সুলক্ষণা পণ্ডিত আছেন। কিশোরকুমার স্বয়ং আরতি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুলক্ষণা পণ্ডিতের পরিচয় করিয়ে দিয়ে অন্য আর একজনের সাথে গল্প করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আরতি-সুলক্ষণার আড্ডায় যোগ দিয়ে কিশোর সুলক্ষণার উদ্দেশ্য বললেন দেখো বম্বেতে তোমরা এত অর্কেস্ট্রার সঙ্গে গান বাজনা করো, অথচ এই মেয়েটি শুধু হারমোনিয়াম আর তবলায় গান করে বেরিয়ে গেল।

সেই আরতির কণ্ঠে মাধবী মধুপে হল মিতালী, এক বৈশাখে দেখা হল দুজনায়, কথা কিছু কিছু, অথবা আজ তোমার পরীক্ষা ভগবান কিংবা হংসরাজ ছবিতে ছোট অরিন্দম গাঙ্গুলীর লিপে লোকগীতি, সবই সুপারহিট। তাঁর ডাকনাম আলো। বাংলা গানের জগতে তাঁর উত্থান সত্যিই চোখ ধাঁধানো আলোর মতোই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তো অনেক বার বলেছেন, আরতি যে কেন মুম্বই চলে গেল! তখন বাংলায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আর আরতি মুখোপাধ্যায়, এই দুটোই তো নাম। যে কিশোরকুমারে সামনে ফাংশানে নিজের সেরাটা বার করে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা আদায় করেছেন তাঁর সাথে ডুয়েট রুশওয়াই ছবিতে 'মেরি তানহাই'। -**রবীন্দ্র সেন**

# বিরোধীদের 'কেষ্ট' দোষ অভিযোগ ভুল প্রমাণ করলো, চব্বিশের ফলাফল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৪ জুন ঃ আবার বীরভূমে জোড়া সাফল্য। বীরভূম এবং বোলপুর দুটি লোকসভায় জয় নয়, উনিশের লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে এই জয় অপ্রতিরোধ্য মার্জিনে। বিরোধী শিবির চিরদিন বীরভূম বাহুবলী অনুব্রত মণ্ডলের দিকে রিগিং ও সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছে। দোর্দণ্ড প্রতাপ অনুব্রতর চড়াম, চড়াম বাজনা, পাঁচন চোটে জমি সমান, নকুল দানা শব্দ বন্ধ বঙ্গ রাজনীতিতে জোর বিতর্ক তুলেছিল। নির্বাচনের আগে কয়েকবার তাঁকে গৃহবন্দীও করা হয়। কিন্তু তাতেও বীরভূমে তার জয়ের রথ থামানো যায় নি। রাজ্যে গরুপাচার মামলায় তার দেহরক্ষী সায়গল, টুলু মণ্ডল সহ বিভিন্ন জনের নাম সিবিআই ও ইডির নজরে আসে। তারপর সেই মামলায় দুই একজন জামিন পেলেও অনুব্রত মণ্ডল এবং বেআইনি অর্থ তছরুপের অভিযোগে তার কন্যা আজও তিহার জেলে বন্দী। বাহুবলী অনুব্রত মণ্ডল না থাকলেও, মুখ্যমন্ত্রী বীরভূমের প্রতিটি সভায় অনুব্রত মণ্ডলের কথা বলেছেন। একসময় কাজল সেখের সঙ্গে দ্বন্দ্ব থাকলেও, তিনি নিজে অনুব্রত মণ্ডল আমাদের দলের নেতা বলে বিভিন্ন সভায় মন্তব্য করেছেন। এই নির্বাচনে অনুব্রতর বিরুদ্ধে বিরোধীদের সন্ত্রাসের অভিযোগ কার্যত ভোঁতা হয়ে গেল বলে মনে করছে অভিজ্ঞমহল। কারণ অনুব্রত মণ্ডলের জেলা সভাপতিত্বে ২০১৯ সালে জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের যে ফল হয়েছিল, তার থেকেও ভালো ফল এসেছে। জেলায় জোড়া সাফল্য আগেও ছিল। কিন্তু এবার জয়ের মার্জিন আরও বেড়েছে। বিরোধীদের কাছে, অনুপস্থিত অনুব্রত মণ্ডল আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। সোমবার সকালে ২০১৯-র লোকসভায় বোলপুর নিচুপট্টিতে অনুব্রত মণ্ডলের বাড়ির সামনে দেখে হয়তো অনেকেই আঁচ করতেই পারে নি। শুধু চড়াম চড়ামের মতো বাক্য বন্ধ ব্যয় নয়, কতো শক্ত সংগঠনের ভিত নাকের নিচে মোটা গোঁফওয়ালা মানুষটা করেছে, যে ইডি, সিবিআই আতঙ্ক, জেল কোনো কিছুই জেলার জয়ের রথ থামাতে পারে নি। দিল্লিতে তার অনুগামী কেসের তদারকিতে আছেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, জেলায় ফিরি তারপর কথা হবে। তিহার জেল থেকে গনেশের মূর্তির নিচে অনুব্রত মণ্ডলের বাড়ির দরজা যথারীতি বন্ধ। বাড়ির সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকার বেদী এবং তার পাশে গুটিকয়েক লোকজনকে বসে থাকতে দেখা গেল। তাদের সঙ্গে কথা বলতেই তারা জানালেন, অনুব্রত মণ্ডল থাকলে বাড়ির সামনে লোক গমগম করতো। কতলোকের ভিড় হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনুব্রত মণ্ডল না থাকলেও, বীরভূমে জেলা সভাপতির পদ ফাঁকা। কার্যত অনুব্রত মণ্ডলের শরীরী উপস্থিতি না থাকলেও, তার মজবুত সংগঠনের উপর ভিত করেই ২০২৪-র লোকসভায় বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেস এতো ভালো ফল করেছে বলে, মন্তব্য করেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন, বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধীদের মিথ্যাচার এবং কেন্দ্রের রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা ছাড়াও, অনুব্রত মণ্ডলকে অন্যায়ভাবে আটকানোর জবাব দিয়েছে মানুষ। একইভাবে প্রার্থী অসিত মাল বলেন, এই জয় মা-মাটি - মানুষের জয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়। তবে পাশাপাশি বলবো, অনুব্রত মণ্ডলকে অন্যায়ভাবে প্রতিহিংসার জন্য জেলে ভরে বীরভূম দখল করবে ভেবেছিল বিজেপি। কিন্তু মানুষ তার বিরুদ্ধে জেহাদ করে এই জয়ের মার্জিন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তার মজবুত সংগঠনের উপর ভিত্তি করেই এ জয়। আজ তার কথা বার বার মনে পড়ছে।

## সংসদের রুদ্ধপথ খুললেন মহুয়া, কৃষ্ণনগরে রানীমার পরাজয়

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ জুন ঃ 'বহিষ্কার' যেন ফিরল 'পুরস্কার' হয়ে! অনুযোগের গলিপথ নয়। লড়াই করে জনতার রায়েই ফের সংসদের রাজপথ ধরলেন মহুয়া মৈত্র। পাশে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল পরিবার। রাজ্যের মানুষ। আর সুকান্ত ভট্টাচার্য্য। গত বছরের ৮ ডিসেম্বর অপমানিত-লাঞ্ছিত হয়ে যখন সংবিধানের মন্দির ছাড়তে হল মহুয়াকে, তখন কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন সুকান্ত-পঙক্তি। বলেছিলেন, 'আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই'। তা তুলেছেন বটে! মহুয়া কি শুধু ভোটের লড়াই লড়েছেন? বহিরঙ্গে সেটুকুই। কেন্দ্র কৃষ্ণনগর। প্রতিপক্ষ ছিলেন বিজেপির অমৃতা রায়। মেঘনাদের মতোই আড়াল থেকে সে লড়াইয়ে শক্তি জুগিয়েছে বিজেপির তুখোড় ভোট মেশিনারি। সে লড়াইয়ে মহুয়া তো প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেইছেন। তবে, মহুয়ার এবারের লড়াই ছুঁয়ে ফেলেছিল অন্য মাত্রা। সে লড়াই গণতন্ত্রের। প্রশ্ন করার অধিকার বজায় থাকার। ক্ষমতার দিকে আঙুল তোলার স্পর্ধার লড়াই। আর ব্যক্তিগত ভাবে মহুয়ার কাছে এ লড়াই ছিল মর্যাদার। আত্মপ্রতিষ্ঠার। অভিযোগ ছিল যে, মহুয়া সংসদের ওয়েবসাইটের লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড দর্শনের অফিসকে দিয়েছিলেন। পাসওয়ার্ড দেওয়ার অভিযোগ মহুয়া অস্বীকার করেননি। তবে টাকা নিয়ে প্রশ্নের সম্ভাবনা হেলায় উড়িয়ে ছিলেন। তবু সংসদের এথিক্স কমিটি বহিষ্কার করে তাঁকে। বহিষ্কারের পর মহুয়া বলেছিলেন, ফিরে আসবেন। এলেন। জনতার দরবারে ধুয়ে মুছে সাফ হল 'দেশদ্রোহী'র ছাপ্পা।

## ২৫ বছর পর বহরমপুর হার, হেরে গেলেন অধীর চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৪ জুন ঃ বহরমপুরেও ফুটল ঘাসফুল! হারের জন্য অবশ্য কোনও 'অজুহাত' দিতে রাজি নন অধীর চৌধুরী। বললেন, 'হেরেছি মানে হেরেছি। আগামিদিনে ইউসুফ পাঠান, এই মুহূর্তে বহরমপুরের সাংসদ, চলার পথ সুগম হোক। শুভেচ্ছা রইল'। টানা ২৫ বছর 'হাত'ছাড়া বহরমপুর। গতবারও জিতেছিলেন, কিন্তু এবার আর পারলেন না! তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের কাছে হেরে গেলেন অধীর চৌধুরী। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'যদি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখবেন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ক্রমশ একটা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পথে এগিয়ে চলেছে। উদার ধর্মনিরপক্ষ শক্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে'। অধীরে আক্ষেপ, 'গত বিধানসভা আমাদের প্রার্থী হেরেছিলেন। আমরা ভেবেছিলাম, হয়তো অনেকটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি আমরা। কিন্তু বহরমপুরে মানুষের কাছে আমরা সেই সাফল্যটা পেলাম না'। সদ্য প্রাক্তন সাংসদের কথায়, 'আমার কোনও অভিযোগ নেই কারও বিরুদ্ধে। আমাকে যে ভোট দিয়েছে, তাঁরা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করেছে। আমাকে যে ভোট দেয়নি, তাঁরা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করেছে। মানুষের যে অধিকার, সেই অধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে। এটা আমাদের কাছে অনেক বড় পাওনা বলে মনে করি। আমি হেরেছি, কিন্তু ভারতজুড়ে কংগ্রেসের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী জিতছে'। এদিকে প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়ে জয়ের স্বাদ পেলেন ইউসুফ পাঠান। তাও আবার বহরমপুরে অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে! তিনি বলেন, 'এই জয় আমার নয়, এখনকার মানুষ ও কর্মীদের, সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। রেকর্ড ভাঙার জন্যই তৈরি হয়, এটাই শিখেছি। অধীরজিকে সম্মান করি। অনেক প্রবীণ নেতা। এখানার লোকদের যে কথা দিয়েছিলাম, সবার আগে বাচ্চাদের জন্য স্পোর্টস অ্যাকাডেমি বানাব। শিল্পের জন্য যা করার, করব'। তাহলে নয়া ঠিকানা বহরমপুর? জয়ী তৃণমূল প্রার্থী সোজসাপ্টা জবাব, 'একদমই না। পাকাপাকিভাবে থাকব না। আমার বাড়ি গুজরাটে. পরিবারের সঙ্গেই থাকব। দিল্লিতেও কাজ করতে হবে। যখন সুযোগ পাব, বহরমপুরে আসব'।

## 'মোদি-শাহ জুটিকে প্রত্যাখ্যান'

....১ পাতার পর

আপনারা আদানির স্টকের অবস্থা দেখেছেন তো? এ কী অদ্ভুত অবস্থা! জনতা মোদিজির সঙ্গে সরাসরি আদানিজিকে সম্পর্কিত করে দিয়েছেন। মোদিজির হার মানেই স্টক মার্কেটে আদানিজির পতন। এ' এক সরাসরি সম্পর্ক, দূর্নীতির সম্পর্ক। দেশ নরেন্দ্র মোদিকে সাফ বলে দিয়েছে, আমরা আপনাকে চাই না। এটাই এই নির্বাচনের মূল কথা।'' উত্তরপ্রদেশে কার্যত বিজেপির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে টক্কর দিয়েছে কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটসঙ্গী সমাজবাদী পার্টি। বিজেপির ৩৩ আসনের পাল্টা সমাজবাদী পার্টি সন্ধ্যে ছ'টা অবধি তাঁরা এগিয়ে ৩৭ আসনে। যে রামমন্দির নিয়ে এত হইচই, সেই রামমন্দিরের কেন্দ্র ফৈজাবাদে বিজেপির লাল্লু যাদবকে হারিয়ে দিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির অবধেশ প্রসাদ। রাহুল নিজে রায়বরেলি থেকে জিতেছেন। অমেঠিতে ধরাশায়ী স্মৃতি ইরানি। সুলতানপুরে হেরে গিয়েছেন মানেকা গান্ধি। খোদ নরেন্দ্র মোদির জয়ের ব্যবধান উল্কার মত কমেছে। দৃশ্যতই স্বস্তিতে রাহুল। তিনি আরও বলেন, ''এই ভোটের ফলাফল এটাই বলে যে, জনতা বলে দিয়েছে, আমরা মোদিজি ও অমিত শাহ যেভাবে দেশ চালাচ্ছেন, সেটা পছন্দ করি না, ওঁরা যেভাবে সংবিধানকে আক্রমণ করেছে, আমরা সেটা পছন্দ করি না। এটাই সবচেয়ে বড় বার্তা। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি খুব গর্বিত। দেশের মানুষের জন্য আমার গর্বের সীমা নেই। যেভাবে তাঁরা রুখেছেন বিজেপিকে ও রক্ষা করেছেন সংবিধানকে। আমি এটাই বলতে চাই, সংবিধানকে বাঁচানোর কাজ আজ হিন্দুস্তানের গরিবরা করেছেন। দেশের কৃষকরা বাঁচিয়েছেন, দেশের শ্রমিকরা বাঁচিয়েছেন। আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মানুষরাই এই সংবিধানকে বাঁচিয়েছেন। তাঁরাই আজ জিতলেন। আমি তাঁদেরই ধন্যবাদ জানাতে চাই। কংগ্রেস আপনাদের জন্য আছে। যে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি, তা আমরা রাখবই।'' এখনই ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বলতে রাজি হলেন না রাহুল। বললেন, যা বলার জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করেই করবেন। ''আমাদের শরিকদের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে। সেটা আগামীকালই হবে। ঠিক কীভাবে আমরা আগামীর পথে চলব, সেটা শরিকদের মত না নিয়ে বলা সম্ভব নয়। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করার আগেই আমি একতরফা সেসব তো বলে দিতে পারি না। সব আগামীকাল সিদ্ধান্ত হবে। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যা সিদ্ধান্ত হবে, সেটাই মেনে চলব।''

## বিষ্ণুপুরে মর্যাদার লড়াইয়ে প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্রর কাছে হারলেন সুজাতা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ জুন ঃ এবার লোকসভা ভোটের আগে আম ধারণা ছিল বিষ্ণুপুরে কোনও লড়াই নেই। তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত আসন বিষ্ণুপুরে অনায়াসে জিতবেন বিজেপির বিদায়ী সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। কিন্তু ভোটের পর হঠাৎ করেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে তৃণমূল। এতটাই, যে গণনায় চোখ রাখতে কলকাতা থেকে পর্যবেক্ষক পাঠান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুরের লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁয়ের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলে। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয় 'প্রাক্তন স্ত্রী'-কে। এদিন সকাল সাড়ে ৯ টায় বরজোড়া ও খণ্ডঘোষে দুটি এলাকার গণনা অনুযায়ী ২৭৪ ভোটে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা। সকাল ১০ টা ০৪ প্রথম রাউন্ডে ২,৩৩৫ ভোটে এগিয়ে ছিলেন সুজাতা মণ্ডল। ১০টা ৩৪এ দ্বিতীয় রাউন্ডে বিষ্ণুপুরে ৪,৯৯০ ভোটে এগিয়ে যান সৌমিত্র খাঁ। সুজাতা মণ্ডল পিছিয়ে পড়েন। সকাল ১১ টা.০৬- এ তৃতীয় রাউন্ডের শেষে বিষ্ণুপুরে ১০,২৯৩ এগিয়ে ছিলেন সৌমিত্র খাঁ। বেলা ১১টা ৪৯এ চতুর্থ রাউন্ডে সুজাতার সঙ্গে সৌমিত্রের ব্যবধান বাড়ে। বিষ্ণুপুরে ১৮,০৬৪ ভোটে এগিয়ে যান বিজেপি প্রার্থী। দুপুর ১২টা ২৩- এ পঞ্চম রাউন্ডেও বিষ্ণুপুরে ১৭,৮৭০ ভোটে এগিয়ে ছিলেন সৌমিত্র খাঁ। দুপুর ১২ টা ৪৫- এ ষষ্ঠ রাউন্ডের শেষে ১৮,৩৮৫ ভোটে এগিয়ে ছিলেন সৌমিত্র। তার আগেই বিজেপি ক্যাম্পে ভাঙচুর হয়। র‍্যাফ নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনা হয়। দুপুর ১টা ২৮- এ বিষ্ণুপুর এগিয়ে থাকেন সেই সৌমিত্রই। গেরুয়া ঝড়ে হিমশিম খান সুজাতা। ১টা ৩৭এ দশম রাউন্ডেও ২০,৫৫১ ভোটে এগিয়ে থাকেন সৌমিত্র খাঁ। ৩ টে ৪০- এ জয়ের দিকে এগিয়ে যান সৌমিত্র খাঁ। ১৩,৪২৩ ভোটে প্রতিপক্ষ সুজাতার থেকে এগিয়ে থাকেন। তার মাঝেই সোনামুখী বিধানসভার পাত্রসায়ের ব্লকের নারায়ণপুর বিজেপি পার্টি অফিস ভাঙচুর হয়। অভিযোগের তীর তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত আর কপালে ভাঁজ পড়েনি সৌমিত্রর।

## গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে! বহু জায়গায় বামেদের পেছনে ফেলে দিল আইএসএফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল বিধ্বস্ত। রাজ্যে অধিকাংশ আসনে এগিয়ে তৃণমূল। সংখ্যাটা আপাতত ৩১। বিজেপি নেমে এসেছে এক সংখ্যায়। বিরোধী কংগ্রেস, সিপিএম তলানিতে। বরং বলা যায় ভোট বাড়িয়ে নিয়েছে আইএসএফ। লোকসভা ভোটের একার দমেই লড়াই করেছিল নওশাদ সিদ্দিকির দল। গণনায় দেখাচ্ছে রাজ্যে বেশ কয়েকটি আসনে তৃতীয় স্থানে আইএসএফ। ফলে সিপিএমের পাশাপাশি একটি নতুন শক্তি হিসেবে উঠে আসছে আইএসএফ। বিধানসভা ভোটে আইএসএফকে সঙ্গে নিয়েছিল সিপিএম। এনিয়ে বাম শিবিরেও অসন্তোষ ছিল। লোকসভা ভোট আর সেই মিল মহাব্বত হয়নি। একলাই লড়েছিল আইএসএফ। বুথ ফেরত সমীক্ষায় দেখানো হয়েছিল তৃণমূল বিজেপির পরই থাকছে সিপিএম কংগ্রেস জোট। ভোট ফলাফলের প্রবণতা সেই দিকেই এগোচ্ছে। তবে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল রাজ্যের অন্তত ৪ টি আসনে তৃতীয় স্থানে চলে গিয়েছে আইএসএফ। পিছিয়ে পড়েছে বাম-কংগ্রেস জোট। তবে চূড়ান্ত ফলাফল হাতে আসতে অনেক দেরী। কিন্তু ভাবার বিষয় হল রাজ্যে শিকড় বসাচ্ছে আইএসএফ। রাজ্যের বসিরহাট, বারাসাত, জয়নগর ও মথুরাপুর এই চারটি আসনই দুই ২৪ পরগানায়। ভাঙড়ে আইএসএফের ভালো জায়গা রয়েছে। বরং বলা ভালো তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জে ফেলে দিয়েছে আইএসএফ। লোকসভা ভোটের এখনও পর্যন্ত যে ফলাফল তাতে ওই ৪ আসনেই তৃতীয় জায়গায় রয়েছে আইএসএফ। বসিরহাটে প্রায় জিততে চলেছেন তৃণমূল প্রার্থীহাজি নুরুল ইসলাম, অনেকে পিছিয়ে বিজেপির রেখা পাত্র। আর ওই আসনে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আইএসএফের আখতারুল ইসলাম বিশ্বাস। তিনি সিপিএম প্রার্থী নিরাপদ সর্দারের থেকে প্রায় দ্বিগুণ ভোটে এগিয়ে। বারাসাত কেন্দ্রে অনেক এগিয়ে ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সপ্তম রাউন্ডের শেষে বিজেপির স্বপন মজুমদার রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। আর তার পরেই তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আইএসএফ তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর থেকে অর্ধেক ভোটে পেয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সঞ্জীব চ্যাটার্জি। তিনি পেয়েছেন প্রায় ১৯ হাজার ভোট। ভোটের আসে সিপিএম যে ভাবে শোরগোল তোলে, জোট করার ক্ষেত্রে যেভাবে দরকষাকষি করে তাতে মনে হয় তারা রাজ্যে এখনও খুবই প্রভাবশালী। কিন্তু ভোটের ফল বের হলেই দেখা যায় উল্টো ছবি। তবে ওই ৪ আসনের প্রতিটিতেই সংখ্যালঘুদের সংখ্যা অনেকটাই। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি ছিল এবার মথুরাপুরের ভোটে মেরুকরণের প্রভাব থাকবে। সেখানে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে বিজেপি। সপ্তম রাউন্ডের শেষে তৃণমূল বিজেপির থেকে অনেকটাই এগিয়ে তৃণমূলের বাপি হালদার। সেই মথুরাপুরে এবার সিপিএম প্রার্থী শরৎ চন্দ্র হালদারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে আইএসএফের অজয় কুমার দাস। জয়নগর আসনেও ভালো ফল করেছে আইএসএফ। ওই আসনে এগিয়ে রয়েছেন তৃণমূলের প্রতিমা মণ্ডল। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিজেপির অশোক কাণ্ডারি। তৃতীয় স্থানটি সিপিএমের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে আইএসএফের অজয় কুমার দাস।

## কেষ্ট মণ্ডলকে মিস করছেন অসিত মাল

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ জুন ঃ সোমবার বিকেলেই বোলপুরে চলে আসেন অসিত মাল। মহাদেবের ভক্ত তিনি। সকালেই মহাদেবের পুজো করেই বোলপুর কলেজ গণনাকেন্দ্রে চলে আসেন তিনি। বেলা বাড়তেই তাঁর জয়ের রাস্তা প্রশস্ত হয়ে ওঠে। কর্মীদের উচ্ছ্বাস, বাদ্যের সঙ্গে সবুজ আবিরে একাকার হয়ে যায় চারিদিক। প্রতি রাউণ্ডে বিপক্ষ প্রার্থীর থেকে জয়ের মার্জিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকায় তিনি নিশ্চিত হয়ে যান এবার জয়ের মার্জিন আগের লোকসভা থেকে বাড়ছে। উনিশ সালের লোকসভা নির্বাচনে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রামপ্রসাদ দাস কে ১০৬,৪০৩ ভোটে পরাজিত করেন অসিত মাল। এবার প্রায় দেড় লক্ষ ভোটে তিনি জয়ী হন তিনি। দলীয় কর্মীদের জয়োল্লাসের মধ্যে তিনি গতবারের জয়ের কাণ্ডারি তথা দলের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের কথা বলতে ভোলেননি তিনি। তিনি জানান, অনুব্রত মণ্ডলকে মিস করছেন তিনি। তার হাতেই বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনের ভিত তৈরী সে কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি, এদিন তিনি কোর কমিটিকে এই জয়ের কারিগর বলে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই জয়ের কৃতিত্ব অবশ্যই দলীয় সমস্ত কর্মীদের কিন্তু আসল কারিগর আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ারে দল আরও মজবুত হয়েছে এবং মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছে। উল্লেখ্য, অকৃতদার অসিত মালের রাজনৈতিক জীবনে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৭৭ সালে। সেবার হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রে নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। ১৯৮২ সালে কংগ্রেসের টিকিটে লড়াই করলেও ফের পরাজিত হন। ১৯৮৭ সালে ফের কংগ্রেস টিকিটে লড়াই করে প্রথম বিধায়ক হন। পরের দুবার পরাজিত হন আর সি পি আইয়ের কাছে। ১৯৯৬ সালের পর তাঁর জয়ের আশ্বমেধের ঘোড়া থামানো যায়নি। ২০০৯ সালে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সিপিএমের রামচন্দ্র ডোমের কাছে ৯২৮৮২ ভোটে পরাজিত হন। ২০১১ সালে কংগ্রেস - তৃণমূল জোট গড়ে হাত প্রতীকে লড়াই করেন হাঁসনে। সেবারও জয়ী হন। এই জয়ের পর তৃণমূলের সাথে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয়। রাজ্য খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের চেয়ারম্যান করা হয়। ২০১২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের ছয় মন্ত্রী তৃণমূল সরকার থেকে বেরিয়ে এলেও অসিতবাবু চেয়ারম্যান পদ ছাড়েননি। এই নিয়ে কংগ্রেস দলের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এরপরেই ২০১৪ সালে ২১ জুলাই শহিদ মঞ্চে তৃণমূলে যোগদান করেন। অবশ্য তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়ের সঙ্গে অসিত মালের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কারন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভা নেত্রী ছিলেন, সেই সময় অসিত মাল ছিলেন রাজ্য সহসভাপতি। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছের লোক ছিলেন অসিতবাবু। ২০১৬ সালে হাঁসন কেন্দ্রে তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হিসেবে কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদের কাছে পরাজিত হন। তারপর ২০১৯ সালে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে তিনি জয়ী হন।

## দিলীপ ঘোষকে দেখে 'জয় বাংলা' স্লোগান

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ জুন ঃ বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভার গণনাকেন্দ্র ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে তখন প্রবেশ করছেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। আর ঠিক সেই সময়ই মাইকে ঘোষণা - ২৩ হাজার ভোটে এগিয়ে গেলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কীর্তি আজাদ। বিজেপি প্রার্থী গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ করার পথেই এই ঘোষণা শুনে তাঁকে দেখে গো- ব্যাক স্লোগান দিলেন তৃণমূলের কর্মী- সমর্থকরা। উঠল জোর গলায় 'জয় বাংলা' স্লোগান। তবে এতে আদৌ ক্ষেপে না-গিয়ে, দিলীপ ঘোষ হাসিমুখে তৃণমূল কর্মীদেরের দিকে হাত নাড়লেন। এই নিয়েই অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয় গণনাকেন্দ্রের বাইরে। পরিস্থিতি যাতে অপ্রীতিকর না- হয়, সে জন্য তৎপর ছিল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর পর বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, গণনা এখনও অনেক বাকি। অর্থাৎ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাল ছাড়তে রাজি নন গেরুয়া শিবিরের প্রবীণ এই রাজনীতিক।

## লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এই বিপুল জয় এনে দিয়েছে ঃ চন্দ্রনাথ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ জুন ঃ মঙ্গলবার নিচুপট্টির দলীয় কার্যালয় থেকে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এই বিপুল জয় এনে দিয়েছে। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে সার্বিক উন্নয়ন এই জয় এনে দিয়েছে। সন্দেশখালিতে দুই হাজার টাকা দিয়ে কয়েকজন মহিলাকে কিনে বাংলার মেয়েদের অপমান করেছে বিজেপি। শুধু তাই নয়, সন্দেশখালি থেকে একটি মহিলা টিম নিয়ে প্রচার করেছে। কিন্তু বাংলার মায়েরা তার মোক্ষম জবাব দিয়েছে। প্রার্থী অসিত মালও একইভাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সার্থকতার পাশাপাশি সন্দেশ খালি নিয়ে বিজেপির অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এই রায় বলে মনে করেন।

## জঙ্গলমহলে তৃণমূলের জয়

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৪ জুন ঃ মা মাটি মানুষের পক্ষে রায় দিল জঙ্গলমহল। ২০১৯ ছন্দপতন হলেও ২০২৪ জঙ্গলমহল আস্থা রাখল তৃণমূলে। এক সময়ের আতঙ্কের বধ্যভূমি জঙ্গলমহলে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম কান্ডারী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আশান্ত জঙ্গলমহলে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ যোগ করেছিল জঙ্গলমহল। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে ৩ লক্ষ্যের বেশি ভোটে জয়ী হয়ে ছিলেন ডা. উমা সরেন। ২০১৯ সালে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল এবং তৃণমূল প্রার্থী বীরবাহা সরেন টুডুর বিরুদ্ধে একাংশের ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকায় বিজেপি প্রার্থী কুনার হেম্ব্রম ১১৭৬৭ ভোটে জয় লাভ করেছিলেন। এবারে লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক সমীকরণের ক্ষেত্রে কু।মি ভোট যেমন একটি ফ্যাক্টর তেমনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের জেরে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের বিপুর জয় বলে মনে করছেন তথ্যভিজ্ঞ মহল। নির্বাচনের পাঁচ দিন আগে ঝাড়গ্রামের লোকসভা আসনের সদ্য প্রাক্তন বিজেপির সাংসদ কুনার হেমরমকে গোপীবল্লভপুরে তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে রাজ্য সরকার শিক্ষা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিপুল পরিমান কাজ করার কথা তুলে ধরেছিলেন। এর পাশাপাশি দুই কু।মি সমর্থিত প্রার্থীর ভোট তলানিতে ঠেকে যাওয়ায় প্রমান করেছে কুড়মি মানুষ জন ভরসা রেখেছে রাজ্য সরকারের উপরেই। কুড়মিদের ভোট যে বিজেপিতে যায়নি তার প্রমান তৃণমূল প্রার্থীর ব। ব্যবধানে জয়।কার্যত কু।মি ভোট বিজেপিকে শুয়িয়ে দিয়েছে। সিআরআই রিপোর্ট নিয়ে কেন্দ্রের দ্বিচারিতা তারা বুঝতে পেরেছে বলে মনে করা হচ্ছে। গত পঞ্চায়েত ভোটে জেলায় ৭৯ টি গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে সাতটা গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে কিছুটা শক্তির প্রমান দিয়েছিল কুড়মি সংগঠন গুলু। কিন্তু লোকসভার মতো নির্বাচনে কুড়মি সমাজের মানুষ ভরসা রেখেছে সেই তৃণমূলের উপর। অরাজনৈতিক জায়গা থেকে এসেও তৃণমূলের সাহিত্যিক প্রার্থী কালিপদ সোরেন কার্যত মাত করে দিলেন। উদ্ধার করলেন গত বারের হেরে যাওয়া আসন। সবুজ বিপ্লবে ধূলিসা সব পক্ষ। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর সবার আগে থেকে প্রচার শুরু করেছিল তৃণমূল প্রার্থী। প্রথম থেকেই বুথ ভিত্তিক বাড়ি বাড়ি প্রচারে ব্যাপক জোর দেওয়া হয়েছিল। একই বুথে বারে বারে প্রাচার চালিয়েছেন তৃণমূল নেতা,কর্মীরা। জেলার নেতা কর্মীদের নিরন্তর প্রচারে ফল মিলেছে হাতে নাতে। এর সাথে অবশ্যই রয়েছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতো প্রকল্প। এই প্রকল্প জঙ্গলমহলেও সব শ্রেনীর মহিলাদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়।

**Lost & Found**

PUBLIC NOTICE to inform that the following share Certificates bearing number no: (015449-015449) (Dist: 0845271 to 0845272)Folio no: VOX0112189 of Voltas in the name of Mrs. Pronoti Roy, Bipasha Roy Daughter of Pronoti Roy have been reported lost or misplaced. If found please return to this address....Hari Abasan Flat No:J4, Block Bg 32 Hanapara, Krishnapur Kolkata Hanapara, Rickshaw Stand Rajarhat Gopalpur M North 24 Parganas, Kolkata 700102, West Bengal.

Sd/- NIBASH HOWLADER
PH NO: 6294425810

**নোটিশ**

আমার ক্লায়েন্ট হরি হার টাইলস প্রতিনিধিত্ব করেছেন সৌভিক চৌধুরী এবং কৌশিক চৌধুরী, যার নিবন্ধিত অফিস রয়েছে ১, বিরাজময়ী রোড, দাশনগর, পি.এস. দাসনগর, হাওড়া ৭১১১০৫ ২০০৮ সালের জন্য দলিল নং ০০৯৮৮ হারিয়েছে এবং ০৩-০৬-২০২৪ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ১২৯ এর মাধ্যমে দাসনগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছে। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই সমর্থক ডকুমেন্টারি সাক্ষ্য সহ অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

সঙ্গীতা পলি
উকিল
ফোন নং. ৮৫৮৫৮৫৫০৮৭

**কাভার্ড শেডের পরিকাঠামো সুবিধা**

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসআর.ডিইই/এলএমজি/০৯ অফ ২০২৪-২৫ তারিখঃ ৩১-০৫-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল/এলএম/২৩-২৪/১৮-আরটি। কাজের নামঃ লামডিং মণ্ডলে, এআরটি/লামডিঙের ১৪০ টন ব্রেকডাউন ক্রেনের জন্যে কাভার্ড শেডের পরিকাঠামো সুবিধা (বৈদ্যুতিক অংশ)। টেণ্ডার রাশিঃ ৩৮,২৫,৮৪৫.১৫ টাকা। বায়না রাশিঃ ৭৬,৫০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হবে ২৪-০৬-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৪-০৬-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৪-০৬-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডওপি/লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণ কাজ**

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিআরডি-এলএমজি -০৭ অফ ২০২৪-২৫ তারিখঃ ৩১-০৫-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-টিআরডি-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি-১৯আর। কাজের নামঃ ইলেক্ট্রিক লোকো ট্রিপ শেড, গুয়াহাটিতে ২৫ কেভি, ৫০ এইচজেড, সিঙ্গল ফেজ বৈদ্যুতিকরণ কাজের ডিজাইন, যোগান, নির্মাণ, পরীক্ষণ এবং কমিশ্বনিঙের জন্যে রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণ কার্য (ওএইচই, টিএসএস, এসসিএডিএ এবং সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ)। (০.০০ আরকেএম/৩.০০ টিকেএম)। টেণ্ডার রাশিঃ ৩,২৪,৩৬,১২১.৪৭ টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,১২,২০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডিএণ্ডজিএস/লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**পূর্ব রেলওয়ে**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৮৪, তারিখ : ০৩.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩২০। কাজের নাম: ২৪ মাসের জন্য এলএইচবি এসি কোচের এলএইচবি প্যান্ট্রি কারের প্যান্ট্রি উপকরণ ও ছোটখাটো প্যান্ট্রি উপকরণ পরিষ্কারকরণ। টেন্ডার মূল্য: ৪২,৮৮,৯৪৬ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা): ৮৫,৮০০ টাকা। কাজ শেষের মেয়াদ: ২৪ মাস। বন্ধের তারিখ ও সময়: ২৬.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-83/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-১৭-২৪, তারিখ ০৩.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজটি আর্থিকভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল লাইসেন্সধারী নামী ঠিকাদারদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : স্থানসহ কাজের নাম : আসানসোল ডিভিসন - কন্ট্রোল কার্যালয়ে ডিআরএম ভবন কুলিং প্রণালী। টেন্ডার মূল্য : ৫৯,৯৬,২৬৯.৩০ টাকা। বায়নামূল্য : ১,১৯,৯০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : শূন্য। বন্ধের তারিখ ও সময়: ২৫.০৬.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। কাজ শেষের সময়সীমা : ৬ মাস। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। (ASN-72/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন কাজ**

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৮২ অফ ২০২৪ তারিখঃ ০১-০৬-২০২৪ (জিইএম)। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ ক্রমিক সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ২ (দুই) বৎসরের জন্যে এডিইএন/করিমগঞ্জ জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের বিদ্যমান পাইপ লাইনের মেরামতী, চান্দখিরা বাগান, তিলভূম, নদিয়াপুর স্টেশনে পিভিসি ট্যাঙ্কের প্রতিস্থাপন, বিভিন্ন জল পরিশোধন প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন এবং প্রত্যেক তিন দিনের ব্যবধানে এলসি গেটসমূহ পর্যন্ত পান করার উপযুক্ত জলের যোগান (৬ এলকে, ৭ এলকে, ৮ এলকে, ১ কেডি, ২ কেডি, ৩ কেডি, ১ বিকে, ২ বিকে, ৩ বিকে, ৪ বিকে, ৫ বিকে, ৬ বিকে, ৮ বিকে, ৯ বিকে, ১২ বিকে, ১৩ বিকে), ওএইচটির পেইন্টিং। টেণ্ডার রাশিঃ ৩,১৪,১৭,০৪৭.৯২ টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,০৭,১০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৪-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৪-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট www.GeM.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**পূর্ব রেলওয়ে**

বিস্তারিত টেন্ডার নং ৬ডব্লুটিসিএও সিইআর২০২৪-২৫ : ট্যু স্টেজ রিভার্স অকশন সিস্টেমে ওপেন টেন্ডার, তারিখ ৩১.০৫.২০২৪। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন: কাজের নাম : মাল্টি ট্র্যাকিং রেলওয়ে বিজি লাইন নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত আইআর সিএইচ. ২০৫.০০০ কিমি থেকে ২৬০.২ কিমি সহ কালিপাহাড়ি থেকে আসানসোল ডিভিসনের মধ্যে মাটি কাটা ও ভরাট করা, ব্ল্যাঙ্কেটিং, মাইনর ব্রিজ, মেজর ব্রিজ, আরইউবি, আরওবি, রিটেনিং ওয়াল, লেভেল ক্রসিং, সাইড ড্রেন, ক্যাচ ওয়াটার ড্রেন নির্মাণ, পি.ওয়ে কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। আনুমানিক মূল্য: ৯৪৭,৫৭,৩২,২৪৭.১৪ টাকা। বায়নামূল্য : ১,০০,০০,০০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য: শূন্য। কাজ শেষের মেয়াদ: ৩৬ মাস। বন্ধের তারিখ : ১২.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps. gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং যদি কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হয় তাহলে তা বর্জন করা হবে। (CON-24/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**নোটিশ**

যে আমার মক্কেল শঙ্কর হাওলাদার, শ্রীবাসনগর, ২য় লেন, হুগলিতে বসবাসরত প্রয়াত লালমোহন হাওলাদারের ছেলে ১৯৮০ সালের জন্য দলিল নং ৮৪৫৪ হারিয়েছেন এবং জিডি এন্ট্রি নং ১৫৩২৪ তারিখে চুনসুরা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। ০৩-০৬-২০২৪। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন সমর্থনকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই এই তারিখ থেকে পাক্ষিকের মধ্যে অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ করা হবে বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

সঙ্গীতা পলি
উকিল
ফোন নং ৮৫৮৫৮৫৫০৮৭

**পূর্ব রেলওয়ে**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এনআইটি/০২/২৪/৩২, তারিখ ০৩.০৬.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন:- ক্র.নং., টেন্ডার নং., স্টোর্সের বিবরণ, ইএমডি নিম্নরূপ :- টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৯.০৬.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১) ২০২৩১৯৪২, আইসিএফ ড্রইং নং ইএমইউ/এম-০-৫-০০৬, অল্ট-'এস/২' ও আরডিএও এসটিআর নং সি-কে-২০২, সংশোধনী স্লিপ নং অগস্ট, ২০০২-এর স্লিপ নং ১ অনুযায়ী বোলস্টার সাসপেনশন এম/কোচ-এর হ্যাঙ্গার ব্লক - প্রাপ্যতা, ₹ ৫৬,৪৫০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ২০.০৬.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২) ১০২৩১৯৪২এ, কন্ট্যাক্টর ইত্যাদির জন্য কন্ট্যাক্ট ফিক্সড ও মুভিংয়ের সেট, ₹ ৭০,৩৬০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ: ২১.০৬.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩) ০৮২৪১৪৬৫, ঘরোয়া রেফ্রিজারেটরের প্রাপ্যতা, ₹ ৭১,৬৪০/-. (৪) ১০২৩১১৫৩, পিওএইচ প্রতিস্থাপন কিট, ₹ ২,৪০,৬৩০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৫.০৬.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫) ১০২৪১৯১৬এ, সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিংয়ের সেট, ₹ ২,৬৫,২৩০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৭.০৬.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬) ১১২৩১৮৪৫এ, "ও" রিং, ₹ ০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৮.০৬.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৭) ০৮২৩১০৬০, পলিমাইড কভার্ড কপার কন্ডাক্টর ৩.৮x১.১ মিমি ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৫৯,২৩০/-. (৮) ২০২৩১০৯৭, আরডিএসও এসকে নং ৯৫০০৬ অল্ট-১ ইত্যাদি অনুযায়ী বোলস্টার সাসপেনশনের জন্য সংশোধিত হ্যাঙ্গার - প্রাপ্যতা, ₹ ৯২,৫৪০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ০১.০৭.২০২৪, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৯) ১৯২৪১০৪২, এল-টাইপ কম্পোজিট ব্রেক ব্লক ইত্যাদি, ₹ ৫৯,৩৩০/-. (১০) ২১২৪৫০১৪, বিটিপিএন ওয়াগন ইত্যাদির জন্য বডি অ্যারেঞ্জমেন্টের কম্পোনেন্ট, ₹ ৭২,২০০/-. (১১) ২১২৪৫০১৬, বিটিপিএনএম১ ভেরিয়েন্ট 'এ' ওয়াগন ইত্যাদির জন্য সেন্টার পিভোট ও সাইড বিয়ারার, ₹ ৮৭,৪৬০/-. (১২) ১০২৪১৮৭৪, ড্রাম টাইপ রিভার্সার ইত্যাদি ক্রয়, ₹ ১,১১,৮৬০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৩.০৭.২০২৪, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৩) ২০২৪১০৪৪, এম/কোচ (সংশোধিত বোগি)-র জন্য বোগি বোলস্টার অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট, ₹ ০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৪.০৭.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৪) ২০২৪১৮৮৬, ইএমইউ টিআর. কোচের বোলস্টার সাসপেনশন (সংশোধি)-এর জন্য হেলিক্যাল স্প্রিং (আউটার), ₹ ২,৯৯,৬১০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৫.০৭.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৫) ১০২৪২৫৩৯, ইএলজিআই প্রস্তুত কমপ্রেসর ইত্যাদির জন্য পিওএইচ কিট, ₹ ২,৭৪,০০০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.০৭.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৬) ১০২৪১১২৭, এন-৩২ ট্যাপ চেঞ্জার পিওএইচ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাব কিট পিওএইচ-১, ₹ ৮,৫৭,৪১০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ: ১৭.০৭.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৭) ২০২৪১০৩৪, কেপিএ ড্রইং নং ইআর/কেপিএ/ইএল/পিএন.৩এইচই.২৪১৬বি অনুযায়ী ইএমইউ কোচে এমআর পাইপ এন্ড সংযোগের জন্য এন্ড ফিটিং সহ ফ্লেক্সিবল হোজ, ₹ ০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৫.০৭.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৮) ১০২৪১০০৫, সাসপেনশন স্প্রিং (প্রাইমারি), ₹ ৯৮,৭৯০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৯.০৭.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৯) ২০২৩৫০৪৪, এমআরভিসি ফেজ-২ বম্বার্ডিয়ার রেকের জন্য পিনিয় সহ বম্বার্ডিয়ার প্রস্তুত ট্র্যাকশন মোটর, ₹ ৬,৮৯,৫৯০/-. টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৯.০৮.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২০) ২০২৪১০২২, মেমু টিআর. কোচের বোলস্টার হেলিক্যাল স্প্রিং (আউটার), ₹ ৯১,০৮০/-. টেন্ডার মূল্য : প্রতিটির জন্য ₹ ০/-। দ্রষ্টব্য : উপরিল্লিখিত সকল টেন্ডার হল ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (Stores-16/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভ্রমণ

# দৌড়ে পাড়ি দিয়েছেন পুরো আফ্রিকা মহাদেশ

কঙ্গোর গহিন অরণ্য। দুর্ভেদ্য পত্রপল্লব চিরে এগিয়ে চলেছে একটি মোটরসাইকেল। আরোহীর আসনে টগবগে এক তরুণ। তাঁকে অপহরণ করেছে একদল দস্যু। মোটরসাইকেলে বসা ওই তরুণের একটাই ভাবনাএ-যাত্রা বাঁচব তো? যে স্বপ্ন নিয়ে পথে নেমেছিলাম, তা পূরণ হবে তো? ওই তরুণে নাম রাসেল কুক। ২৭ বছরের একজন ব্রিটিশ। মুক্তিপণের বিনিময়ে কঙ্গোর ওই দস্যুদের কবল থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, আফ্রিকার শ্বাপদসংকুল জঙ্গল, দিগন্তজোড়া মরুভূমি আর পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে এক অসাধ্য সাধন করেছেন। যিনি দৌড়ে পাড়ি দিয়েছেন পুরো আফ্রিকা মহাদেশ।

কুকের আফ্রিকা পাড়ির এই স্বপ্নযাত্রার শুরু গত বছরের ২২ এপ্রিল। আফ্রিকার সর্বদক্ষিণের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যাত্রা শুরু করেন তিনি। আর এই বছরের ৭ এপ্রিল পৌঁছান একেবারে উত্তরের দেশ তিউনিসিয়া। এতে তাঁর সময় লেগেছে ৩৫২ দিন। মোটমাট ১৬টি দেশে পা রেখেছেন কুক। দৌড়ে পাড়ি দিয়েছেন ১৬ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ।

দৌড়ে ১৬ হাজার কিলোমিটার! শুনলে যে কেউই আঁতকে উঠবে। তবে কুকের কথা আলাদা। তিনি একজন দৌড়বিদ। আগেও এমন কাণ্ড করেছেন। একবার তো তুরস্কের ইস্তাম্বুল থেকে দৌড়ে লন্ডনে গিয়েছিলেন। আরেকবার ম্যারাথনে দৌড়ের পুরোটা পথ একটি গাড়ি টেনেছিলেন। এসব করে একটা খেতাবও তাঁর জুটেছে'কঠিনতম মানুষ'। শেষ পর্যন্ত আফ্রিকা জয় করে সেই খেতাবের মান রেখেছেন কুক। কুক বলছিলেন, 'শেষের কয়েকটা মাস আসলেই খুব ধকল গেছে। সাহারা মরুভূমি, বালুঝড়সবকিছুকে যেন কঠিন করে তুলেছিল। তবে আমি তো হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নই। মন কষে নিয়েছিলাম যে ভাবেই হোক সফল আমাকে হতেই হবে।'অন্ধকার থেকে আলোয়

কুকের জীবনটা আর দশজন মানুষের মতো সহজ ছিল না। কিশোর বয়সেই পেটের দায়ে কাজে নামতে হয়েছিল। একপর্যায়ে ডুবে গিয়েছিলেন হতাশায়, সেখান থেকে বিপথে। সপ্তাহান্তের অবকাশে বন্ধুদের সঙ্গে মেতে উঠতেন নেশা আর জুয়ায়। এভাবেই চলছিল। যুক্তরাজ্যের ব্রাইটন শহরের নৈশক্লাবের একটি ঘটনা বদলে দেয় তাঁর জীবন।

সেদিন রাত আনুমানিক তিনটা। নৈশক্লাবে বসে কুকের মনে হলো, এভাবে জীবন কাটানোর কোনো মানে হয় না। নতুনভাবে সবকিছু সাজাতে হবে। যেই ভাবা, সেই কাজ। সে রাতেই ১২ মাইল দৌড়ে বাড়ি ফেরেন। এরপর এক বন্ধুর পরামর্শে পরপর কয়েকটি ম্যারাথনে অংশ নেন।

কুকের জবানিতে, 'বহুদিন পরে সেই প্রথম নিজের ওপর ভরসা ফিরে পেলাম।' কুকের জীবনে শুরু হলো নতুন এক অধ্যায়। ভ্রমণের জন্য টাকাকড়ি জমাতে শুরু করলেন। গেলেন আফ্রিকায়। সেখানে ইতালির এক সাইক্লিস্টের সঙ্গে দেখা। তিনি সাইকেলে করে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া প্রেরণাই কুককে দৌড়ে আফ্রিকা পেরোনোর সাহস জুগিয়েছে।

**একে একে সব বাধা জয়**

শুরুতেই বাধা। কুকের ইচ্ছে ছিল তিউনিসিয়া থেকে দৌড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যাবেন। কিন্তু আলজেরিয়ার ভিসা পাওয়া গেল না। অগত্যা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে উল্টো পথে যাত্রা শুরু করতে হলো। পরিকল্পনা ছিল টানা দৌড়ে বড়দিন নাগাদ তিউনিসিয়া পৌঁছাবেন। সে হিসাবে সময় লাগবে ২৪০ দিন। তবে নানা অঘটনে সে হিসাবও বজায় রাখা সম্ভব হয়নি।

২২ এপ্রিল যাত্রা শুরুর পর মাত্র ৫০ দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়া পেরিয়ে যান কুক। কিন্তু অ্যাঙ্গোলায় ডাকাতের কবলে পড়লেন। ২৪ জুন বন্দুক ঠেকিয়ে কুক ও তাঁর দলের সঙ্গে থাকা টাকাপয়সা, পাসপোর্ট, ক্যামেরাদরকারি সবকিছু ছিনিয়ে নিল তারা। তারপরও থেমে যাননি তাঁরা। কয়েক দিনের বিরতি নিয়ে সবকিছু জোগাড়যন্ত্র করে আবার দৌড় শুরু করেন।

এরপর ঘটল সেই দুঃস্বপ্নের মতো ঘটনা। কঙ্গোয় অপহরণের শিকার হলেন কুক। তাঁর আফ্রিকা-যাত্রায় ওই ঘটনাটাই নাকি সবচেয়ে ভয় ধরানো ছিল। কুকের ভাষায়, 'অপহরণকারীরা মোটরসাইকেলে করে আমাকে যখন জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছিল, ভাবছিলাম, হয়তো মারা যাব। এক মিনিটের জন্য হলেও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলামদৌড়ের এখানেই ইতি টানব। পরেই ভাবলামনাহ, এভাবে স্বপ্নটাকে মাঠে মারা যেতে দেব না।'

এ তো গেল বাধাবিপত্তির একটা ধরন। ১৬ হাজার কিলোমিটার দৌড়ে পেরোনোও কোনো চাট্টিখানি কথা না। শরীরের ওপর দিয়ে কম ধকল যায় না। তারপর আবার ওপরে খরসূর্য আর নিচে তপ্ত মরুভূমি। প্রথম ৪৫ দিন দৌড়ানোর পর কুকের প্রস্রাব দিয়ে রক্ত আসা শুরু করল। সঙ্গে অসহ্য পিঠ ব্যথা। বাধ্য হয়ে একদিন বিশ্রাম নিতে হলো। ২০০তম দিনে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নাইজেরিয়ার এক চিকিৎসকের পরামর্শে কম দূরত্ব দৌড়ালেন। এমনকি শরীর না চলায় ২০৫ ও ২০৬তম দিনে পুরোপুরি বিরতি দিতে হয়েছিল।

**অবশেষে সেই ক্ষণ**

আফ্রিকা জয়ের পথে কুকের শেষ বাধাটা এল মৌরিতানিয়ায়। যাত্রার সেটা ২৭৮তম দিন। পরের দেশটাই আলজেরিয়া। এবারও দেশটি তাঁকে ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানাল। কিন্তু এই ভিসা না পেলে তো এখানেই তাঁর যাত্রার ইতি টানতে হবে। শেষমেশ মনের দুঃখের কথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তুলে ধরলেন তিনি।

তাতেই কাজ হলো। ১ কোটি ১০ লাখ মানুষের নজরে এল সেই পোস্ট। তাঁদের মধ্যে এক্সের মালিক ইলন মাস্ক, যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্য টিম লাউটন ও আলেকজান্ডার স্টাফোর্ডও ছিলেন। এবার ভিসা দিতে রাজি হলো আলজেরিয়া।

আবার দৌড় শুরু করলেন কুক। সামনে সুবিশাল সাহারা মরুভূমি। পেরোলেই স্বপ্নপূরণ। মাস পেরিয়ে সপ্তাহ এল, সপ্তাহ পেরিয়ে দিন। অবশেষে এল সেই অন্তিম ক্ষণ। ৭ এপ্রিল বিকেলে সূর্য যখন পাটে নামছে, তিউনিসিয়ার একেবারে উত্তরে রাস অ্যাঞ্জেলায় পৌঁছালেন কুক। সেখানে তখন শত মানুষের ভিড়। সবার মুখে একটাই নামকুক। তাঁর আফ্রিকা পাড়ির স্বপ্নজয়ের সাক্ষী হলেন উপস্থিত সবাই।

**আরেক সফলতা**

দৌড়ে আফ্রিকা পাড়ি দেওয়ার পেছনে কুকের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিলঅসহায় মানুষের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেওয়া। আফ্রিকা-যাত্রার পুরোটা সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর অনুসারী বেড়েছে হু হু করে। সেখান থেকে তিনি জোগাড় করেছেন ৯ লাখ ৬৫ হাজার ডলারের বেশি তহবিল। দুর্দশাপীড়িত তরুণদের সহায়তায় এই অর্থ খরচ করবেন তিনি। কিছুটা ব্যয় করা হবে আলজেরিয়ার শরণার্থীশিবিরে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রকল্পের কাজে।

আফ্রিকা জয়ের অভিজ্ঞতা আগামী দিনের জন্যও সঞ্চয় করে রাখতে চান কুক। এখন তো তিনি তরুণ। একদিন তাঁর জীবনের সাঁঝের বেলা আসবে। কুক বললেন, 'যখন বয়স হবে, আমি রকিং চেয়ারে বসে থাকব।

পাশে নাতি-নাতনিরা দৌড়াদৌড়ি করবে। তখন এই দিনগুলোর গল্প আমার সঙ্গে থাকবে। মন্দ হবে না কিন্তু।'

## শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে ও হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল ঝড়ে ধরাশায়ী বিরোধীরা

**দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৪ জুনঃ** হুগলিতে নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল তৃণমূল ঝড়ে ধুলিস্যাৎ বিজেপি ও কংগ্রেস বাম জোট। মঙ্গলবার সকাল থেকে হুগলিতে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র হুগলি লোকসভা কেন্দ্র ও আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল গণনা কেন্দ্রে রাজনৈতিক দলগুলির এজেন্টদের উপস্থিতিতে গণনা শুরু হয় বেলা যত বাড়তে থাকে তত উত্তেজনা বাড়তে থাকে কর্মীদের মধ্যে। শ্রীরামপুরের ভোট গণনা হয় শ্রীরামপুর কলেজে তিন প্রার্থী গণনা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন গণনা শেষে দেখা যায় শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী কবির শংকর বোস কে এক লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৫০ ভোটে পরাজিত করেন তৃতীয় স্থান পায় কংগ্রেস সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর ঘন্টায় ঘন্টায় ফল জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। তবে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি আগাগোড়া বলেছিলেন তিনি জিতবেন তিনি বলেছিলেন দেড় লক্ষ্য ভোটে জিতবেন কিন্তু মার্জিন এবার অনেক বেশি হয়েছে কল্যাণবাবু খুব খুশি। কল্যাণ ব্যানার্জি বললেন আমি প্রথম থেকেই বলেছি দেড় লক্ষ ভোটে জিতব যাক বেশি হয়েছে ভালোই হলো।

তিনি আরো বলেন আমি সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছি তারা আমাকে আশীর্বাদ করেছে। মমতা ব্যানার্জি উন্নয়ন করেছেন লক্ষীর ভান্ডার কাজ করেছে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সংসদের এলাকার সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের ভাই বোনদের আগামী দিনে মমতা ব্যানার্জি অনেক উন্নয়ন করবেন। আমি সাধারণ মানুষের পাশে ছিলাম আছি থাকবো মুখ্যমন্ত্রীও সাধারণ মানুষের পাশে আছেন গণনার পরে হাজার হাজার সমর্থকরা গণনা কেন্দ্রের সামনে হাজির হয় সমর্থকদের উল্লাস ছিল দেখার মতো তারা কল্যাণ ব্যানার্জির গলায় মালা পরিয়ে অভিনন্দন জানালেন আবিরও খেললেন। গণনা কেন্দ্র থেকে হাফ কিলোমিটার কল্যাণবাবু হেটে আসলেন সমর্থকদের সঙ্গে এদিকে গণনা কেন্দ্রের সামনে সিপিএম প্রার্থীকে দেখে তৃণমূল কর্মীরা, জয় বাংলা বলতে থাকে সিপিএম প্রার্থী বলেন সাধারণ মানুষ যা যা ভালো বুঝেছে করেছে আমরা আরো চেষ্টা করে যাবো আগামী দিনে সাধারণ মানুষের পাশে আমরা আছি।

এইসঙ্গে তৃণমূল কর্মীরা সিপিএম প্রার্থীকে কুর্নিশ জানাই স্যালুট জানাই বলে এবং বলে আপনি খুব ভালো। এদিকে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে রচনা ব্যানার্জি ৫৫ হাজার ভোটে জিতলেন দ্বিতীয় স্থান বিজেপির লকেট কে ধরাশায়ী করলেন । রচনা বলেন সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছি তাদের পাশে আমি আছি মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের ফল এটা।

## জয়ের ব্যবধান লক্ষাধিক বাড়িয়ে বিপুল ভোটে জিতে হ্যাটট্রিক করলেন জয়নগরের তৃনমূল প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল

**দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৪ জুনঃ** সারা রাজ্য জুড়ে সবুজ ঝড়ে মুছে গেল গেরুয়া। আর দক্ষিন ২৪ পরগনা চারটি লোকসভায় ব্যাপক ভোটে পুনরায় জয়লাভ করলো তৃনমূল। সুন্দরবন অধ্যুষিত জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে তৃতীয় বার জয়ী হয়ে হ্যাটট্রিক করলেন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিমা মন্ডল। গত ২০১৯ সালে তিন লক্ষ ১৬ হাজার ভোটের ব্যবধানকে টপকে এবারে তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দী বিজেপির ডা.অশোক কান্ডারীকে চার লক্ষ ৬৭ হাজার ৩০৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এবারের নির্বাচনে জয়নগর কেন্দ্রে তৃনমূল প্রার্থী প্রতিমা মন্ডলের প্রাপ্ত ভোট ৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৮১ টি ভোট,বিজেপি ডা.অশোক কান্ডারীর ভোট চার লক্ষ ২১ হাজার ৬৭৭ টি ভোট। তৃতীয় স্থানে এই প্রথম উঠে এলো আই এস এফ।

তাদের প্রাপ্ত ভোট ৬৫ হাজার ২৪৯টি ভোট,চতুর্থ স্থানে আর এস পির প্রাপ্ত ভোট ৩৯ হাজার ৯১৩ টি ভোট,৫ ম স্থানে এস ইউ সি আই এর প্রাপ্ত ভোট ১৪৫২ টি ভোট, নোটায় ভোট পরেছে ৯৭৪১ টি ভোট।

মঙ্গলবার ক্যানিং এর বংকিম সরদার কলেজের মোট ২০ টি রাউন্ড গণনা করা হয়। আর ১ ম রাউন্ড থেকেই তৃনমূল এগিয়ে যায়। সময় যত এগোয় মার্জিন তত বাড়ে। এদিন জয়ের পরে প্রতিমা মন্ডল এই জয়কে মা মাটি মানুষকে উৎসর্গ করে বলেন আমার দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল।

## উত্তর কলকাতার উত্তর দিলেন সুদীপই

**কলকাতা, ৪ জুন ঃ** টানটান উত্তেজনার মধ্যে মঙ্গলবার উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের উত্তর দিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ই। বিজেপির তাপস-সাধনা ভোটের আগে একটু ঝড় তুললেও, ভোটের ফলাফলে কার্যত নিস্প্রভ হয়ে গেল। মর্যাদার লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসলেন তৃণমূলের সনাতন সৈনিক। এমনিতে কলকাতা উত্তর যে প্রতিবার খুব চমকপ্রদ রাজনৈতিক বিরোধিতার সাক্ষ্য দেয়, তা নয়। গোটা বাংলা জানে, সাম্প্রতিক অতীতে সেখানে ভোট হয় সাধারণত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেই। সেই কেন্দ্র এবারে হয়ে উঠল সব আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সৌজন্যে, তাপস রায়ের দলবদল। কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল, তৃণমূলের নিজস্ব দ্বন্দ্বও নাকি উত্তরের পথের কাঁটা। ভোটের ফলাফলে শেষ হাসি হাসলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সকাল ১০টা ০৯ সামান্য ব্যবধানে, ৯৮ ভোটে তাপস রায়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুদীপবাবু ৩,০০০-র বেশি ভোট পেয়েছিলেন তখন পর্যন্ত। ১১টা ০৫ ৮০০-র বেশি ভোটে এগিয়ে যান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন পর্যন্ত ৯ হাজারের বেশি ভোট পান তিনি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা তাপস রায় পান সাড়ে ৮ হাজার ভোট। সকাল ১১টা ৪০ ২০,৩১২ ভোটে এগিয়ে যান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুর ১২টা ৫৯ ২৫ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে যান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রাপ্ত ভোট হয় ৯৮,৭৩০।

## জলন্ধরে জিতলেন চান্নি

**জলন্ধর, ৪ জুনঃ** পঞ্জাবের জলন্ধর লোকসভা আসনে জিতে গেলেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস প্রার্থী চরণজিৎ সিং চান্নি। বিজেপি প্রার্থী সুশীল কুমার রিঙ্কুকে হারিয়েছেন তিনি। ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৯৩ ভোটের ব্যবধানে চান্নির কাছে হেরেছেন সুশীল। পঞ্জাবের জলন্ধর আসনে এবার বিজেপিকে হারিয়ে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন চান্নি। ভোটগণনা শুরু হওয়ার পর থেকেই এগিয়ে ছিলেন চান্নি। দুপুরের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায় যে চান্নি জিতছেন।

নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, চরণজিৎ সিং চান্নি ৩,৯০,০৫৩টি ভোট পেয়েছেন। ব্যবধান ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৯৩টি ভোট।

## বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র ছিনিয়ে নিল তৃণমূল

**দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ মেঃ** বিভিন্ন গনমাধ্যমের এক্সিট পোলকে ভুল প্রমানিত করে বাংলায় সবুজ ঝড়ে উড়ে গেল গেরুয়া শিবির। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রেও বিভিন্ন সমীকরণ উল্টে দিয়ে বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে বিপুল ভোটে ধরাশায়ী করে দিলেন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি ঝা আজাদ। ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৮১ ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি। ১৬ রাউন্ড শেষে কীর্তির প্রাপ্ত ভোট ৭ লক্ষ ২০ হাজার ৬৬৭ ভোট এবং দিলীপের প্রাপ্ত ভোট ৫ লক্ষ ৮২ হাজার ৬৮৬ টি। তৃতীয় হিসাবে কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী সুকৃতি ঘোষালের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮২৯ টি। ২০১৪ লোকসভায় ওই কেন্দ্র থেকে জিতে এসেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ মমতাজ সংঘমিতা। কিন্তু ২০১৯ এ বিজেপি প্রার্থী এস এস অহলুওয়ালিয়া এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন। এবার বিজেপির হাত থেকে এই কেন্দ্র ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল। এদিন সকাল থেকেই টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বর্ধমান ইউআইটি বিল্ডিং এ বর্ধমান দুর্গাপুরের ভোট গননা শুরু হয়। পোষ্টাল ব্যালটে প্রথমে বিজেপি প্রার্থী এগিয়ে থাকলেও ইভিএমের ভোট গননা শুরু হতেই এই কেন্দ্রের ৭ টি বিধানসভার মধ্যে ৬ টি বিধানসভায় এগিয়ে যেতে থাকেন তৃণমূল প্রার্থী। প্রথম রাউন্ডে মন্তেশ্বরে এগিয়ে ছিলেন দিলীপ ঘোষ। বাকি বর্ধমান দক্ষিন, বর্ধমান উত্তর, ভাতার, গলসি, ও দুর্গাপুর পূর্ব ও পশ্চিমে এগিয়েছিলেন কীর্তি ঝা আজাদ। এরপর এক একটি রাউন্ডে বিজেপির থেকে ব্যবধান বাড়তে থাকে তৃণমূলের। সময় যত এগোয় তৃণমূল শিবিরে উল্লাস বাড়তে থাকে। বাজি ফাটানোর সাথে সাথে শুরু হয় ডিজে বাজানো। অপরদিকে গেরুয়া শিবিরের বিজেপি কর্মীদের চোখে মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট হতে শুরু করে। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন সাতটি বিধানভার মধ্যে বর্ধমান দক্ষিন বিধানসভায় তৃণমূল পায় ৯২৬৯২ টি ভোট, বিজেপি পায় ৮৫৪০৪ টি এবং বাম কংগ্রেস জোট পায় ১৮৩৪১ টি ভোট। মন্তেশ্বর বিধানসভায় তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট ১,১৩, ৪৩৮টি, বিজেপি পায় ৬৭৬৯৬ টি এবং বাম কংগ্রেস জোট পায় ২১০৬০ টি ভোট। বর্ধমান উত্তর বিধানসভায় তৃণমূল পায় ১২৩৩৬৮ টি ভোট, বিজেপি পায় ৮২১২৩ টি ভোট এবং বাম কংগ্রেস জোট পায় ২৮০৫১ টি ভোট। ভাতার বিধানসভায় তৃণমূল পায় ১০৯৫০১ টি ভোট, বিজেপি পায় ৭৭০৮১ ভোট এবং বাম কংগ্রেস জোট পায় ২১০৫১ টি ভোট। গলসি বিধানসভায় তৃণমূল পায় ১০৭২৫০ টি ভোট, বিজেপি পায় ৮৬৪৯৬ টি এবং বাম কংগ্রেস জোট পায় ২১৫৩৯ টি ভোট। আবার দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভায় তৃণমূল পায় ৮৫৩৯০ টি ভোট, বিজেপি পায় ৮৩৬৯৭ টি এবং বাম কংগ্রেস জোট পায় ২৪৬৬৯ টি ভোট। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভায় তৃণমূল পায় ৮৫৪৩০ টি, বিজেপি ৯৭১১২ এবং বাম কংগ্রেস জোট পায় ১৮১৪০ ভোট। অর্থাৎ পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বর্ধমান দুর্গাপুরের সাতটি বিধানসভার মধ্যে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভায় বিজেপি তৃণমূলের থেকে ১১৬৮২ টি ভোটে লিড পেয়েছে। বাকি ছয়টি বিধানসভাতেই তৃণমূল বিজেপির থেকে বেশী ভোট পেয়েছে। জয় প্রসঙ্গে এদিন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি ঝা আজাদ বলেন, মমতা দির উন্নয়নের জন্যেই মানুষ তাকে জয়ী করেছে। বর্ধমান দুর্গাপুরের মানুষের এই ভালবাসা তিনি ভুলবেন না। তিনি বর্ধমান দুর্গাপুরের মানুষের জন্য যা যা উন্নয়ন করার তিনি করবেন। এখানের বিভিন্ন সমস্যার কথা তিনি সংসদে তুলে ধরবেন। তবে মনরেগার বাকি টাকা আদায় করার জন্য তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে একযোগে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে লড়বেন।

**নাম পরিবর্তন**

আমি, MD JAKIR HOSSAIN DEWAN (পুরাতন নাম) পিতা ARSHAD DEWAN, ঠিকানা-VILL-KOALIPOTA, PO-SAMUDRAPUR, PS-ASHOK NAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 743272, WEST BENGAL ,কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 03.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে JAKIR HOSSAIN DEWAN (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। JAKIR HOSSAIN DEWAN (নতুন নাম) এবং MD JAKIR HOSSAIN DEWAN (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি, Jaydeep Chanda আমার বাবা Dipak Chanda (পুরাতন নাম) ঠিকানা- AF 116/2, Rabindrapally, Talbagan, Kestopur, P.O.- Prafullakanan, P.S.- Baguiati, Kolkata- 700101, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Affidavit নং 27 তারিখ 04/06/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার বাবা নাম এখন থেকে Dipak Kumar Chanda (নতুন নাম) নামে পরিচিত হয়েছে। Dipak Kumar Chanda (নতুন নাম) এবং Dipak Chanda (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**

I, SHARFARAZ, S/o Md Taher Residing at 46/H/12, SHAMSUL HUDA ROAD, PO - CIRCUS AVENUE KOLKATA - 700017, WEST BENGAL, INDIA shall henceforth be known as MD. SHARFARAZ as declared before the First Class Judicial Magistrate at Alipore Court, South 24 Parganas, West Bengal vide affidavit no 33154 dated 3rd June, 2024. SHARFARAZ and MD SHARFARAZ both are same and identical person.

**Name Change**

I, Vivek Dhandhania S/O Ramesh Kumar Dhandhania declare that my son said name Vansh Dhandhania (old name), residing at Avani Oxford, Block-I, Flat-6E, 136, Jessore Road, Dist.- North 24 Pgs, P.S.- Laketown, Pin- 700055, West Bengal, INDIA, I have changed my son name to (shall henceforth be known as) Vanshh Vivek Dhandhania (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/06/2024. Vanshh Vivek Dhandhania (new name) and Vansh Dhandhania (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Vivek Dhandhania S/O Ramesh Kumar Dhandhania declare that my daughter said name Vani Dhandhania (old name), residing at Avani Oxford, Block-I, Flat-6E, 136, Jessore Road, Dist.- North 24 Pgs, P.S.- Laketown, Pin- 700055, West Bengal, INDIA, I have changed my daughter name to (shall henceforth be known as) Vannie Dhandhania (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/06/2024. Vannie Dhandhania (new name) and Vani Dhandhania (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Israfil Mallik (old name) S/O Ismail Mallick, residing at Vill- Chandrahati, P.O.- Jagalgori, Dist- Hooghly, Pin- 712403, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Israfil Mallick (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/06/2024. Israfil Mallick (new name) and Israfil Mallik (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I HAFIZUDDIN HALDER, S/O MOHAMMAD SHERIF HALDAR, R/O PANTRA HALDAR PARA, PO MUSAPUR, PS HARIPAL, DIST HOOGHLY,PIN-712405, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD HAFIZAUDDIN HALDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024, THAT MOHAMMAD HAFIZAUDDIN HALDAR AND HAFIZUDDIN HALDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I TARIF HALDER, S/O MOHAMMAD HAFIZAUDDIN HALDAR, R/O PANTRA HALDAR PARA, PO MUSAPUR, PS HARIPAL, DIST HOOGHLY, PIN-712405, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD TARIF HALDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024, THAT TARIF HALDER AND MD TARIF HALDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I SK RAMJAN ALI, S/O LATE SEKH SAMSUDDIN, R/O- KUMIRMORA, SHANTINAGAR, P.O-KUMIRMORA, P.S-CHANDITALA, HOOGHLY RURAL- 712-704, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH ROMJAN ALI , VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024, THAT SK RAMJAN ALI AND SEKH ROMJAN ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I ANIMESH SINGH (OLD NAME), SON OF AMIYO KUMAR SINGH, RESIDING AT 6A/1, LOKENATH BOSE GARDEN LANE, PS-TOPSIA, KOLKATA - 700046, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIMESH KUMAR SINGH (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT ANIMESH SINGH AND ANIMESH KUMAR SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I MADANMOHAN MONDAL, SON OF LATE SASHIBHUSAN MONDAL, RESIDING AT VILL-LALUCHAK, PO-KORIA,PS-DATAN,PASCHIM MEDINIPUR - 721435, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDHANSHU MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT NO 3128 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KHARAGPUR ON 01/06/2024. THAT MADANMOHAN MONDAL AND SUDHANSHU MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I UTTAM KUMAR MAITY,SON OF PANCHANAN MAITY, RESIDING AT VILL & PO - URDHABPUR,PS-EGRA, EAST MEDINIPUR - 721422,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UTTAM MAITY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT UTTAM KUMAR MAITY AND UTTAM MAITY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I ANIMESH SINGH (OLD NAME), SON OF AMIYO KUMAR SINGH, RESIDING AT 6A/1, LOKENATH BOSE GARDEN LANE, PS-TOPSIA, KOLKATA - 700046, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIMESH KUMAR SINGH (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT ANIMESH SINGH AND ANIMESH KUMAR SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Sahajaho Praween (old name) W/O Md Mukhtar Alam, residing at 12/1H/8, Moulana Md Ali Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sahajaho Parween (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/06/2024. Sahajaho Parween (new name) and Sahajaho Praween (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Moohammed Mukhtar Alam (old name) S/O Golam Rasul, residing at 12/1H/8, Moulana Md Ali Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Mukhtar Alam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/06/2024. Md Mukhtar Alam (new name) and Moohammed Mukhtar Alam (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Md Khalique (old name) S/O Muzaffar Hussain, residing at 6/1, Mistry Para Lane, Entally, Kolkata- 700014, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Khalique Muzaffar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/05/2024. Md Khalique Muzaffar (new name) and Md Khalique (old name) all are same identical person.

**Name Change**

I, Mom Mukherjee (old name) D/O Shambhu Mukherjee, residing at 4/79, Chanditala Lane, Regent Park, Udayan Club, P.O.- Regent Park, Kolkata- 700040, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ahana Mukherjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/06/2024. Ahana Mukherjee (new name) and Mom Mukherjee (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Sikandar Ray (old name) S/O Shyam Sundar Roy, residing at 20, Mohan Chand Road, P.O.- Khiddirpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sikandar Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/06/2024. Sikandar Roy (new name) and Sikandar Ray (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I MAMTAJ, W/O MOHAMMAD HAFIZAUDDIN HALDAR, R/O PANTRA HALDAR PARA, PO MUSAPUR, PS HARIPAL, DIST HOOGHLY, PIN-712405, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAMTAJ BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024, THAT MAMTAJ BEGUM AND MAMTAJ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, PAYEL CHATTOPADHYAY, WIFE OF SANDIP CHATTOPADHYAY, RESIDING AT 278, NAYABAD AVENUE, PANCHASAYAR, KOLKATA -700094, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAYEL CHATTERJEE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024.THAT PAYEL CHATTOPADHYAY AND PAYEL CHATTERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I MD AARIF HUSSAIN, S/O AMIR UDDIN, R/O 35/3C, 3RD FR, TOPSIA ROAD, TILJALA, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ARIF HUSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024, THAT MD AARIF HUSSAIN AND MD ARIF HUSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I GANESH SAHOO, S/O BASANTA KUMAR SAHOO, R/O KAPASDA (PURBA), PS SABANG, PASCHIM MEDINIPUR -721144, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GANESH CHANDRA SAHOO, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT PASCHIM MEDINIPUR ON 04/09/2023, THAT GANESH CHANDRA SAHOO AND GANESH SAHOO ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I CHANCHAL KUMAR ROY, S/O NABA KISHORE ROY, R/O MODHYA DHALUA, RAJPUR SONARPUR, PS NARENDRAPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700152, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANCHAL ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024, THAT CHANCHAL KUMAR ROY AND CHANCHAL ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I ADITI SAHA LAHIRI, WIFE OF BANIBRATA SAHA, RESIDING AT 92,DEBINIBASH ROAD, LABANYA, E1,4TH FLOOR,PO-MOTIJHEEL, PS-DUM DUM, NORTH 24 PARGANAS -700074, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ADITI LAHIRI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024.THAT ADITI SAHA LAHIRI AND ADITI LAHIRI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I ALAM ARA KHATOON, W/O BELLAL HOSSAIN, R/O B2-27/3, BIDHANGARH ROAD BYE LANE, PO BIDHANGARH, PS RABINDRANAGAR, KOLKATA 700066, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALOMARA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024, THAT ALAM ARA KHATOON AND ALOMARA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I REZA AHMED MOLLA, S/O RAJAB ALI MOLLA, R/O PODIRHAT , BADAMTAL, PO BIDHANGARH, PS RABINDRANAGAR, KOLKATA -700066, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REZA AHAMED MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/06/2024, THAT REZA AHMED MOLLA AND REZA AHAMED MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, (Old Name) MD ARJAUL HOQUE S/o- MAFIJUDDIN, Residing at, Vill- Baluaghat, Post- Dhangara, Ps- Chanchal, Dist- Malda, Pin- 732125, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD ARJAUL HOQUE To ARJAUL HOQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ARJAUL HOQUE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, ARJAUL HOQUE and MD ARJAUL HOQUE both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, (Old Name) KAMALA SOMADDAR W/o- SUSHIL SAMADDAR, Residing at, Vill- Jaitan, Post- Pakuahat, Ps- Bamangola, Dist- Malda, Pin- 732138, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KAMALA SOMADDAR To KAMALA SAMADDAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KAMALA SAMADDAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, KAMALA SAMADDAR and KAMALA SOMADDAR both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, (Old Name) APARNA ADHIKARI SOMADDAR W/o- SUSANTA SAMADDAR, Residing at, Vill- Pirojpur WOMENS College road, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from APARNA ADHIKARI SOMADDAR To APARNA ADHIKARI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) APARNA ADHIKARI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, APARNA ADHIKARI and APARNA ADHIKARI SOMADDAR both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, (Old Name) NEKBUS SEKH S/o- JOINAL SEKH, Residing at, Vill- Hatpara, Post- Hazarpur, Ps- Nabagram kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NEKBUS SEKH To NEKBAS SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NEKBAS SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, NEKBAS SEKH and NEKBUS SEKH both are Same and one identical person.

## দলগাওঁয়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে বুনো ৩৫ টি হাতি

দুরন্ত বার্তা, জটেশ্বর, ৪ জুন ঃ প্রায় মাস দুয়েক আগেই ভুটানের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সোজা দলগাওঁ জঙ্গলের আলিনগর বিট এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে 'টিম থার্টি ফাইভ'। ধান ও ভুট্টার মরশুম হওয়ায় সন্ধ্যে নামতেই অপারেশনে বেড়িয়ে পড়ছে 'টিম থার্টি ফাইভ'। এই টিমের মাথায় রয়েছে গোটা দশেক দাঁতাল। দাঁতালদের নির্দেশে প্রতিদিন কোন কোন এলাকায় হামলা চালানো হবে, তা জঙ্গলে বসে ছক কষা হয় বলে অনুমান। এই বুনো হাতির টিমে এক সঙ্গে ৩৫ টি হাতি রয়েছে। তাই 'টিম থার্টি ফাইভ' নামেই ডাকছেন এলাকার মানুষজন। বন দপ্তর সূত্রেও এই হাতির দলের গ্রামগঞ্জে হামলার কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই হাতির পালটির গতিবিধি এবং স্বভাব সম্পর্কে বন দপ্তরের কাছে আগাম কিছু খবর পৌঁছাচ্ছে না। ফলে বনকর্মীরাও সঠিক জায়গায় গিয়ে তাঁদের জঙ্গলমুখী করতে পারছে না। বর্তমানে এই হাতির দলটি মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন দপ্তরের। সারারাত সরুগাও চা বাগান, মালসাগাও, শিসাবাড়ি এলাকায় তাণ্ডব চালায় দলটি। এরপর মঙ্গলবার সকাল হতেই সরুগাও থেকে ফিরতে শুরু করে। ফেরার পথে গ্রামের বাসিন্দাদের নজরে পরে হাতির পালটি।

## পুকুর খুঁড়তেই বেরিয়ে এল প্রাচীন মূর্তি

দুরন্ত বার্তা, গাজোল, ৪ জুন ঃ পুকুর খুঁড়তে গিয়ে উঠে এল একটি শতাব্দী প্রাচীন মূর্তি। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে যায় মালদার গাজোলের (ক্সস্তুণঙ্কঃ) দহিল মহিল গ্রামে। জানা গিয়েছে, কিছুদিন ধরেই এলাকার বাসিন্দা লক্ষ্মীরাম মুর্মুর পুকুরে মাটি কাটার চলছিল। রবিবার সন্ধ্যায় মূর্তিটি মেলে। খবর চাউর হতেই একে একে ভিড় জমাতে থাকেন বাসিন্দারা। গাজোল থানার পুলিশ পৌঁছে মূর্তিটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মূর্তিটির মুখাবয়ব ভাঙা থাকায় সেটি কোন দেবতার, তা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। যদিও ইতিহাসবিদ গোপাল লাহা জানিয়েছেন, এটি সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীর বিষ্ণুমূর্তি। গাজোল থানার আইসি চন্দ্রশেখর ঘোষাল জানিয়েছেন, মূর্তিটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। সোমবার মূর্তিটি মালদা জেলা সংগ্রহশালায় পাঠানো হয়েছে।

## ত্রিপুরায় প্রত্যাখ্যাত সিপিআইএম কংগ্রেস

আগরতলা, ৪ জুন ঃ ত্রিপুরায় সিপিআইএম কংগ্রেসের ইন্ডি জোটকে বহু পেছনে ফেলে এগিয়ে বিজেপির দুই প্রার্থী বিপ্লবকুমার দেব এবং কৃতি দেবী সিং দেববর্মা। ত্রিপুরার দুটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে চলছেন। এ সম্পর্কে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য দলের এই কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বকে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার জনতা সিপিআইএম এবং কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য দিয়ে রাজীব জানান, ২ নম্বর পূর্ব ত্রিপুরা আসনে কৃতি দেবী সিং দেববর্মা এখন পর্যন্ত পেয়েছেন ৭,৬৭,৬৪২ এবং ইন্ডি জোটভুক্ত সিপিআইএম প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং পেয়েছেন ২,৮৭,৫৪৭ ভোট। ভোটের ব্যবধান ৪,৮০,০৯৫। এছাড়া পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে বিজেপিপ্রার্থী বিপ্লবকুমার দেব এখন পর্যন্ত ভোট পেয়েছেন ৮,৬৫,৩৪২ এবং ইন্ডি জোটভুক্ত কংগ্রেসপ্রার্থী আশিস কুমার সাহা পেয়েছেন ২,৬৪,৯৬৩টি ভোট। ভোটের ব্যবধান ৬,০০,৩৭৯। ভোটের ফলাফল সম্পর্কে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, সিপিআইএম এবং কংগ্রেসকে রাজ্যের জনতা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভোটের মাধ্যমে রাজ্যবাসী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর ওপর আস্থা ব্যক্ত করেছেন।

## রয়েছে রাজবাড়ির ছোঁয়া, কোচ রেস্তোরাঁ এবার নিউ কোচবিহারে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ দুন ঃ চমকে দেওয়া কোচবিহারের ছোট সংস্করণ। ভিতরে ঢুকতেই কোচবিহার রাজবাড়ি, হেরিটেজ বিল্ডিং, বক্সা যাওয়ার পথের গেট। ট্রেনের ভিতর সবকিছুই সুন্দরভাবে আঁকা। আর সেই পরিবেশে বসে যদি খাবারের স্বাদ নেওয়া যায়, তাহলে তো কথাই নেই। মোগলাই থেকে মাছভাত সবই হাতের নাগালে। তবে এর জন্য সফর করতে হবে না। কারণ ট্রেনের আস্ত কোচেই তৈরি রয়েছে রেস্টুরেন্ট। সোমবার ওই কোচ রেস্তোরাঁ নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনে চালু হল। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এডিআরএম রাজেশকুমার গুপ্তা এর উদ্বোধন করেন। তাঁর কথায়, 'গুণগত মান ঠিক রেখে, সঠিক দামে এখানে সব ধরনের খাবার পাওয়া যাবে। কোচ এবং জায়গা দিয়েছে রেল। বাকিটা এজেন্সি দেখছে। চলতি ২০২৪'২৫ আর্থিক বর্ষের মধ্যে আরও কয়েকটি স্টেশন এর তালিকায় রয়েছে।' এর আগে রাজাভাতখাওয়া ও নিম্ন অসমের কোকরাঝাড়ে কোচ রেস্টুরেন্ট চালু হয়েছে। এবার নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনের সামনে রেল পার্কের ভিতর ওই কোচ রেস্তোরাঁ চালু হল। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ১৪টি স্টেশনে ওই রেস্টুরেন্ট খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোচগুলোর ডিজাইনের ক্ষেত্রে থাকছে স্থানীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টির ছোঁয়া। ডুয়ার্সের রাজাভাতখাওয়া থেকে শুরু করে হাসিমারা, নিউ মাল জংশনে কোচ রেস্টুরেন্টে নদী, পাহাড়, অরণ্যের ছবি তুলে ধরা হচ্ছে। যা সহজেই পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে। এছাড়া, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোডে কিংবা নিউ কোচবিহারের কোচ রেস্টুরেন্টের ডিজাইনেও স্থানীয় সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রেলের পরিকল্পনায় খুশি যাত্রীরা। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচ রেস্টুরেন্টের জন্য আরও যে ১৪টি রেলস্টেশনকে বাছা হয়েছে তার জন্য ইতিমধ্যে পুরোনো ১৪টি আইসিএফ কোচকে রেল চিহ্নিত করেছিল। তার মধ্যে তিনটি কোচে রেস্টুরেন্ট চালু হয়েছে। রেস্টুরেন্ট গুলোতে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকছে। ভিতরে ডাইনিং হল।

## অরেঞ্জ ট্যুরিজমের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে এবারে নজর জেলা প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ জুন ঃ ভুটানের গ্রামে অরেঞ্জ ট্যুরিজম গড়ে তুলতে উদ্যোগী জেলা প্রশাসন। বিশেষ সূত্রে পাওয়া খবরে জানতে পারা গিয়েছে, যে পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা আলিপুরদুয়ার জেলায় কমলালেবু চাষের সুযোগ আছে। শুধু তাই নয়, বক্সা পাহাড়ের কয়েকটি গ্রামে কমলালেবুর বাগানও রয়েছে। খেতেও বেশ সুস্বাদু। দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর স্বাদ পাওয়া যায় বক্সার কমলালেবুতেও। আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে কমলালেবু চাষে উৎসাহিত করা হবে চাষিদের। এর ফলে আয়ের উৎস তো হবেই, তেমনই পর্যটনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দেখা মিলতে পারে বলে মনে করছে জেলা প্রশাসন। জুলাইয়ে আলিপুরদুয়ারে প্রায় ৩৫ হাজার কমলালেবুর চারা বিলি করবে জেলা প্রশাসন। উদ্যানপালন বিভাগের আলিপুরদুয়ার জেলা আধিকারিক দীপক সরকারের কথায়, 'জুন জুলাই মাসে আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় ২ লক্ষ ফলের চারা চাষিদের বিলি করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এর মধ্যে ৩৫ হাজার কমলালেবুর চারা দেওয়া হবে। টোটোপাড়া গ্রামে ক্লাস্টার ভিত্তিতে চাষিদের উৎসাহিত করা হবে। এভাবে জেলার বিভিন্ন

এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ওই চাষ করতে উৎসাহ দেওয়া হবে।' অরেঞ্জ ট্যুরিজমের কথা মাথায় রেখে যেখানে কমলালেবু চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় পাহাড় ও পাহাড়ের পাদদেশে কমলালেবু ছাড়াও মালটা, লিচু, কাঁঠাল চাষের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া। কিন্তু অনেক সময় আর্থিক প্রতিকূলতার জন্য চারা কিনতে পারেন না দুঃস্থ চাষিরা। তাই লাভজনক ফসলও চাষ করতে পারেন না তাঁরা। এবার বিনামূল্যে তাই চারা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে জেলা প্রশাসন। ১৯৯৩ সালে আলিপুরদুয়ারে ভয়াবহ বন্যার পর পাহাড়ের বহু বাগানের কমলালেবুর গাছ মরে যায়। তারপর আর ওই চাষি বা তাঁদের পরিবার ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। এদিকে, কমলালেবুর যথেষ্ট চাহিদা আলিপুরদুয়ারে। 'বক্সা পাহাড়ে বেড়াতে এসে অনেকেই কমলালেবু বাগান দেখতে চান। কিনতে চান। তাই এখানে চাষিদের যদি চারা দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে নতুন করে কমলালেবুর গাছ গড়ে উঠতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে।' জেলা প্রশাসন সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, যে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট, কালচিনি, কুমারগ্রাম ব্লকের পাহাড়ের পাদদেশ থাকা বেশ কিছু গ্রামে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কমলালেবু চাষে উৎসাহিত করা হবে। জেলায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০০ বিঘা জমিতে কমলালেবু চাষ হয়। যদিও সেটা হয় বিক্ষিপ্তভাবে। মাদারিহাটের টোটোপাড়ায় কমলালেবু চাষের সম্ভাবনা থাকলেও সেখানে এখনও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তা শুরু যায়নি। গবাদিপশু পালন ও সুপারি চাষ করেই মূলত অধিকাংশ বাসিন্দা জীবিকানির্বাহ করেন। তবে নতুন করে কমলালেবু চাষের এলাকা বাড়িয়ে অরেঞ্জ ট্যুরিজমের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে এবারে নজর দিচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে জেলা প্রশাসন।

## অরুণাচল প্রদেশের দুটি আসনেই ফুটেছে পদ্ম, বিপুল ভোটে জয়ী কিরেন তাপির

ইটানগর, ৪ জুন ঃ অরুণাচল প্রদেশের দুটি আসনেই ফুটেছে পদ্ম। বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন কিরেন রিজিজু এবং তাপির গাও। উল্লেখ্য, অরুণাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনও হয়েছিল। দুদিন আগে ভোট গণনার ফলাফলে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তৃতীয়বারের মতো রাজ্যে ক্ষমতাসীন। ৬০ আসনের বিধানসভায় বিজেপি ৪৬ আসনে বিজয় হাসিল করেছে। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখে রাজনৈতিক মহল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, লোকসভা নির্বাচনেও মোট দুটি আসনেও জিতবে বিজেপি। অরুণাচল পশ্চিম সংসদীয় আসনে বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ২,০৫,৪১৭ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন। কংগ্রেস প্রার্থী নাবাম তুকিকে ১,০০,৭৩৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন কিরেন। নাবাম তুকি পেয়েছেন ১,০৪,৬৭৯ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী তেজি রানা পেয়েছেন ৩৩,৩১৪ ভোট, গণ সুরক্ষা পার্টির প্রার্থী টোকো শীতল পেয়েছেন ৩০,৫৩০ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী বিস্পাক সিগা পেয়েছেন ১১,৫১৮ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী রুহি তাগুং পেয়েছেন ৭,৮২১ ভোট, আরেক নির্দলীয় প্রার্থী লেকি নরবু পেয়েছেন ২,২৭১টি ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী তানিয়া জুন পেয়েছেন ১,৯৫৮টি ভোট। নোটায় মোট ভোট পড়েছে ২,২৯৬টি। এদিকে অরুণাচল পূর্ব আসনে বিজেপি প্রার্থী তাপির গাও ১৪৫৫৮১টি ভোট পেয়ে জয়ী হযেছেন। তাপির গাও তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের বসিরাম সিরানকে ৩০৪২১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। বসিরাম সিরাম পেয়েছেন ১১৫১৬০ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী তামাত গামোহ পেয়েছেন ২৭৬০৩ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী সোতাই ক্রি পেয়েছেন ১৪৩১২ ভোট, নির্দলীয় প্রার্থী ওমক নীতিক পেয়েছেন ৯৩৬৯টি ভোট, অরুণাচল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী বন্দে মিলি পেয়েছেন ৬,৬২২ ভোট এবং নোটায় পড়েছে ৪,৮৯৫টি ভোট।

## অসমের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঃ বিজেপি ৯, কংগ্রেস ৩ এবং এনডিএভুক্ত অগপ ১ আসনে এগিয়ে

গুয়াহাটি, ৪ জুন ঃ নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে গোটা দেশের সঙ্গে অসমের ১৪ আসনে ভোট গণনা শুরু হয়েছে। প্রারম্ভিক ফলাফল অনুযায়ী কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। প্রায় চার রাউন্ড গণনার পর ফলাফলে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস তিনটি আসনে এগিয়ে আছে। বিজেপি নয় এবং এনডিএভুক্ত আঞ্চলিক দল অসম গণ পরিষদ (অগপ) এক আসনে এগিয়ে রয়েছে। তবে চলমান গণনায় এই সংখ্যা প্রতিটি ক্ষণে পরিবর্তন হচ্ছে। অসমে তিন দফায় ভোট হয়েছিল। প্রথম দফায় ১৯ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফায় ২৬ এপ্রিল এবং ৭ মে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তৃতীয় দফার ভোট। রাজ্যের ১৪টি নির্বাচনী এলাকায় প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় পাঁচটি করে এবং তৃতীয় দফায় চারটি আসনের ভোটগ্রহণ হয়েছিল। মোট ২,৪৩,০১,৯৬০ জন ভোটারের মধ্যে প্রথম দফায় ভোট পড়েছিল ৭৮.২৫ শতাংশ, দ্বিতীয় দফায় ৮১.১৭ শতাংশ এবং তৃতীয় দফায় ৮৫.৪৫ শতাংশ ভোট পড়েছিল। আসনে বিজয় সাব্যস্ত করতে পারেনি। এবার ২০১৪এর লোকসভা নির্বাচনে ইউনাইটেড

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৪টি আসনের মধ্যে নয়টি আসন পেয়েছিল। কংগ্রেস তিন এবং এআইইউডিএফ একটি আসনে জয়ী হয়েছিল। এছাড়া এনডিএ শরিক অসম গণ পরিষদ এবং বডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ) একটি পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল) এবং অগপ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে যোগদান করেছে। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডি জোটে শামিল হয়েছে অসম জাতীয় পরিষদ (এজেপি)।

## জলন্ধরে জিতলেন চান্নি, বিজেপি প্রার্থী সুশীল হারলেন বিপুল ভোটে

জলন্ধর, ৪ জুন ঃ পঞ্জাবের জলন্ধর লোকসভা আসনে জিতে গেলেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস প্রার্থী চরণজিৎ সিং চান্নি। বিজেপি প্রার্থী সুশীল কুমার রিঙ্কুকে হারিয়েছেন তিনি। ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৯৩ ভোটের ব্যবধানে চান্নির কাছে হেরেছেন সুশীল। পঞ্জাবের জলন্ধর আসনে এবার বিজেপিকে হারিয়ে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন চান্নি। ভোটগণনা শুরু হওয়ার পর থেকেই এগিয়ে ছিলেন চান্নি। দুপুরের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায় যে চান্নি জিতছেন। নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, চরণজিৎ সিং চান্নি ৩,৯০,০৫৩টি ভোট পেয়েছেন। ব্যবধান ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৯৩টি ভোট।

## কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে ধরা পড়ল ভুয়ো এজেন্ট

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ জুন ঃ ভুয়ো এজেন্ট ধরা পড়ল কোচবিহার পলিটেকনিকে। মঙ্গলবার কোচবিহার পলিটেকনিকে লোকসভা ভোটের গণনাচলছিল। সেইসময় সেখানে আচমকাই হইচই শুরু হয়ে যায়। পরে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এক যুবককে ধরে নিয়ে আসছে। ওই যুবকের হাতে কাগজ ও কলম ছিল। সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবক এজেন্ট হিসাবে গণনা কেন্দ্রের ভেতরে ছিল। কেন্দ্রের ভেতরেই সে হট্টগোল করছিল। তাই জওয়ানরা তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেয়।

## রক্তস্নান শেয়ার বাজারে, ২ বছরের মধ্যে একদিনে সর্বাধিক পতন

মুম্বাই, ৪ জুন ঃ যাবতীয় এক্সিট পোলকে সাগরের জলে ছুঁড়ে ফেলে লোকসভা ভোটের ফল বিপরীত স্রোতে গড়াতেই সকাল থেকেই বিপর্যয়ের মতো ধসে পড়ে শেয়ার বাজার। যাকে বাজার ব্যাপারিরা রক্তস্নান বলে বর্ণনা করেছেন। গণনা শুরু হতেই ব্যাপক লোকসান বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে। বাজার খুলতেই ২ হাজার পয়েন্টেরও বেশি পড়ে যায় সেনসেক্সের সূচক। ২ শতাংশ কমে নিফটিও। এর পর সেনসেক্সের সূচক পড়ে আরও বেশি। উল্লেখ্য, ভোটগণনার শুরুতে এনডিএর সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি টক্কর দিচ্ছে ইন্ডিয়া জোট। সেই ইঙ্গিত মিলতেই ধস শেয়ার বাজারে। গত ২ বছরের মধ্যে একদিনে সর্বনিম্ন ধস নেমেছে দালাল স্ট্রিটে। সেনসেক্স ৩৭০০ পয়েঃট এবং নিফটি ২২,১৪০ পয়েঃট নেমে গিয়েছে। সোমবার এক্সিট পোলের উপর নির্ভর করে যে উত্থান হয়েছিল, তা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে মঙ্গলবার সকালে বাজার খুলতেই। বেলা ১১টা পর্যন্ত যখন এনডিএইন্ডিয়া জোটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে, তখন সেনসেক্স নেমে আসে ৩২০৩.৮২ পয়েন্টে অথবা ৪.১৯ শতাংশ। নিফটি ৯৭৩.৭০ পয়েঃট পতন বা ৪.১৯ শতাংশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বিরোধীদের চোখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বন্ধু' গৌতম আদানির সহযোগী কোম্পানিগুলির বিশাল পতন হয়। ভোটের ফলাফলের যে রকম প্রবণতা ধরা পড়ছে, সেই মুহূর্তে তার চিত্র ধরা পড়ছে দালাল স্ট্রিটেও। প্রতি সেকেন্ডে উত্থানপতনের খেলা চলতে থাকলেও ভোটের ফল প্রকাশের দিন কয়েক লক্ষ কোটি টাকা যে জলে চলে গিয়েছে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। জানা গিয়েছে, সবমিলিয়ে অন্তত ৯ লক্ষ কোটি টাকা হারিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ চার হাজারেরও বেশি পড়ে যায় সেনসেক্সের সূচক। এখন দেখার দিনের শেষে শেয়ার বাজার কী বার্তা নিয়ে আসে ব্যাপারিদের পকেটে।

## ওড়িশায় জাদু সংখ্যা অতিক্রম বিজেপির, বিজেডি এগিয়ে ৫৩টি আসনে

ভুবনেশ্বর, ৪ জুন ঃ ভোটগণনার ৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত, ওড়িশায় অনেকটাই এগিয়ে গেল বিজেপি। প্রাথমিক ট্রেন্ড অনুযায়ী, ওড়িশায় ৭৬টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি, যা ম্যাজিক ফিগারের বেশি। নবীন পট্টনায়কের বিজেডি এগিয়ে রয়েছে ৫৩টি আসনে, কংগ্রেস এগিয়ে ১২টি আসনে। ওড়িশা বিধানসভায় জাদু সংখ্যা হল ৭৪। ওড়িশায় বিজেডি পিছিয়ে থাকলেও দলের প্রধান তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবীন অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই ওড়িশায় বিধানসভা নির্বাচন সংগঠিত হয়েছিল। চার দফায় এই রাজ্যে বিধানসভা ভোটগ্রহণ হয়। ১৩ মে, ২০ মে, ২৫ মে এবং ১ জুনে বিধানসভা ভোট হয় ওড়িশায়। লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি বিধানসভাতেও মাটি শক্ত করতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে বিজেপি। রাজ্যে বার বার প্রচারে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহেরা।

## উত্তর প্রদেশে হতাশাজনক ফল বিজেপির, উৎফুল্ল অখিলেশের সপা

লখনউ, ৪ জুন ঃ উত্তর প্রদেশে প্রত্যাশা পূরণ হল না বিজেপির। হতাশাজনক ফল করেছে গেরুয়া শিবির। দুপুর বারোটায় নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, উত্তর প্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে বিজেপি এগিয়ে ৩৬টি আসনে। অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি এগিয়ে ৩৪টি আসনে। উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে ৭টি আসনে এবং রাষ্ট্রীয় লোক দল এগিয়ে দু'টি আসনে ও আজাদ সমাজ পার্টি এগিয়ে রয়েছে একটি আসনে। এখনও পর্যন্ত যা ট্রেন্ড, তাতে উত্তর প্রদেশে এবার আশানুরূপ ফল করল না বিজেপি।

## অন্ধ্রে হাসি চওড়া চন্দ্রবাবুর, ম্যাজিক ফিগার অতিক্রম করল টিডিপি

বিজয়ওয়াড়া, ৪ জুন ঃ অন্ধ্রপ্রদেশে এবার পালাবদল হতে চলেছে। দুপুর বারোটা পর্যন্ত প্রাথমিক প্রবণতা অনুযায়ী, ম্যাজিক ফিগার অতিক্রম করেছে চন্দ্রবাবু নাইড়ুর টিডিপি। অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে টিডিপি এগিয়ে রয়েছে ১২৭টি আসনে। অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার হল ৮৮। নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক প্রবণতা অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে টিডিপি এগিয়ে রয়েছে ১২৭টি আসনে, ওয়াইএসআরসিপি এগিয়ে ২১টি আসনে, জনসেনা পার্টি এগিয়ে ২০টি আসনে এবং বিজেপি এগিয়ে ৭টি আসনে।

## গণনার আগে নাশকতার ছক কল্যাণীতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার যুবক, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ৪ জুন ঃ ভোট গণনার আগের রাতে কল্যাণীর হরিণঘাটা থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র। সোমবার, রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক কল্যাণী মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম কৃষ্ণ পাল ওরফে পচা। তিনি হরিণঘাটার অন্তত বিরহী এক নম্বর গ্রামের পঞ্চায়েতের অধীনস্থ আইসপুরের বাসিন্দা। রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে ওই যুবক ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে কল্যাণী মোড় এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। সেখানে ধৃতের থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউণ্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে যুবকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যুবকের বিরুদ্ধে আইনানুগ মামলা করে তদন্ত শুরু পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ধৃত যুবককে কল্যাণী মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। ভোট গণনার আগের দিন, ওই যুবকের কাছে কী করে আগ্নেয়াস্ত্র এল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোনও বড়সড় নাশকতার ছক ছিল কি না, এর পিছনে

সমাজবিরোধীর কোনও দল যুক্ত আছে কি না, জানতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিগত আট মাসে অভিযান চালিয়ে রানাঘাট পুলিশ জেলার একাধিক জায়গা থেকে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। সেই সময় জানা গিয়েছিল, রানাঘাট পুলিশ জেলার কল্যাণী, হরিণঘাটা, চাকদহ, রানাঘাট, শান্তিপুর, ধানতলা, তাহেরপুর, গাংনাপুর ও হাঁসখালি থানার বিভিন্ন এলাকায় গত অক্টোবর মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত বিশেষ অভিযান চলে। এই আট মাসে এইসব এলাকা থেকে উদ্ধার হয় ৮০টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১৫৩ রাউন্ড কার্তুজ। এছাড়াও ১৯টি পৃথক জায়গা থেকে ৭০টি বোমা উদ্ধার হয়েছে। বিষয়গুলিতে ৫৬টি অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিল ৯৭ জন।

## শিলং আসনে জয়ী ভিওটিপিপি

শিলং, ৪ জুন ঃ মেঘালয়ের দুটি লোকসভা আসনের ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। শিলং আসনে ভয়েস অব দ্য পিপল পার্টি (ভিওটিপিপি)'র ড. রিকি অ্যান্ড্রু জে সিংকনকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছে কমিশন। এদিকে এনপিপির হাত থেকে তুরা আসন ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস। তুরায় জয়ী হয়েছেন কংগ্রেসের সালেং এ সাংমা। শিলং আসনের পিপল পার্টির প্রার্থী ড. রিকি অ্যান্ড্রু জে সিংকন ৫,৭১,০৭৮ ভোট পেযে. জয়ী হয়েছেন।

## প্রার্থীকে জেতাতে না পারলে অপ্রাসঙ্গিক হবেন বহু নেতা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ জুন ঃ বিমল গুরুং কে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে তিনি কি পারবেন 'কিং মেকার'হতে। অন্য দিকে আবার প্রশ্ন উঠছে, পারবেন কি উদয়ন গুহ কোচবিহার এবং গৌতম দেব দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি আসন 'দিদি'কে উপহার দিতে? আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলতে মিলল মঙ্গলবার। টানটান উত্তেজনায় ভরা ফলাফলে ওই নেতাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও লেখা হতে চলেছে এদিন। কার্যত এবারের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরের আসনগুলোর ফলাফল নিয়ে যতটা না চিন্তা, উদ্বেগ প্রার্থীদের তার অনেক বেশি কিছু নেতৃত্বের বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। কারণ, তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে চলেছে এদিনের ফলাফল। যেমন, দার্জিলিং লোকসভা আসনে প্রার্থী না হয়েও আজ একরকম অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং। ১৯৮৬ সালে লোকসভা কেন্দ্রটি সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল সুভাষ ঘিসিংয়ের নেতৃত্বে গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের সুবাদে। এর পর ২০০৭ সালে সুবাস ঘিসিংকে টপকে উত্থান ঘটে বিমল গুরুংয়ের। ঘিষিংয়ের পর তিনি হয়ে ওঠেন পাহাড়ের শেষ কথা। ২০০৯ থেকে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির চমকপ্রদ ফলাফলের নেপথ্যের নায়ক ছিলেন গুরুং। পাহাড়ে একচ্ছত্র আধিপত্যের ক্যারিশমা দেখিয়ে তিনি দিল্লির নজরে এসেছেন। যদিও এর পর ছবি অনেক পাল্টেছে। ১০৪ দিনের ধর্মঘট, ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের পরিণতিতে গুরুংয়ের আত্মগোপনের পর অনীত থাপার উত্থানের হাত ধরে পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক ধারার সূত্রপাত ঘটে। একের পর এক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নির্বাচনে পরাজয়ের পর গুরুংসহ জিএনএলএফ কোণঠাসা হয়। এবার নির্বাচনেও পাহাড়ে বিজেপির একমাত্র ভরসা সেই গুরুং। অন্যদিকে তৃণমূলের ভরসা ছিলেন অনীত থাপা। ফলাফল

থেকে স্পষ্ট কার হাতে এই জয় আসবে। রাজনৈতিক মহলের মতে দার্জিলিং আসন বিজেপি জয়লাভ করলে গুরুংয়ের রাজনৈতিক পুনর্বাসন ঘটবে কি। একইভাবে চা বলয়ের দুটি আসন আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে বিজেপির জয় পরাজয়ের উপরে নির্ভর করছে আদিবাসী নেতা জন বার্লার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে প্রার্থী পরিবর্তনের পর তিনি রীতিমতো বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। নির্বাচনী প্রচারেও তার দেখা মেলেনি। যদিও পরে দিল্লির নেতাদের ধমকে চুপ করে যান। আশ্বাস দেন দলীয় প্রার্থী মনোজ টিগগা ও জয়ন্ত রায়ের হয়ে প্রচার করবেন। তিনি কতটা দলের হয়ে অথবা বিরোধিতা করে প্রচার করেছে আজ ভোটের ফলাফলে স্পষ্ট হবে বলেই রাজনৈতিক মহলের দাবি। দলের প্রার্থী পরাজিত হলে গুরুংয়ের মতো তাঁকেও প্রাসঙ্গিকতা হারাতে হতে পারে। এছাড়াও রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে আলিপুরদুয়ার আসনে ঘাসফুলের জয়পরাজয়ের উপর এলাকার এক ডাকসাইটের তৃণমূল নেতার অস্তিত্বের সওয়ালও জড়িয়ে রয়েছে। এদিকে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি লোকসভা নির্বাচনের জয় পরাজয়ের উপরে তৃণমূল নেতা গৌতম দেবের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে বলেও মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এই দুটি আসনের ফলাফল তাদের কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং। কারণ, গৌতমবাবু ওই দুটি আসন দলীয় নেত্রীকে উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। সেকথা প্রকাশ্যে বলেওছেন। তাই আসন দুটির ফলাফল একদিকে যেমন প্রমাণ করবে দলের সাংগঠনিক শক্তি এবং সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভোটে মহকুমা পরিষদ, শিলিগুড়ি পুরনিগম জয়ের দাবি। অন্যদিকে গৌতম দেবের নেতৃত্বের দক্ষতার। একইভাবে এবার চরম অগ্নি পরীক্ষার মুখোমুখি রাজ্যের মন্ত্রী দিনহাটার উদয়ন গুহ। সেখানে নিশীথ প্রামাণিকের জয় পরাজয়ের উপর তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ঝুলে আছে। নির্বাচনের আগে সাংগঠনিক সভায় সেই আভাস দিয়ে রেখেছিলেন খোদ তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং।

## রাজ্য সরকারের নিজস্ব ব্র্যান্ড বাংলা ডেয়ারি'র দুধের দাম বাড়ছে না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুন ঃ আমূল ও দিল্লির মাদার ডেয়ারি সংস্থা ভোট মিটতেই দুধের দাম লিটার পিছু ২ টাকা করে বাড়িয়েছে। সোমবার থেকে বর্ধিত দামে এই দুই ব্র্যান্ডের দুধ কিনেছে মানুষ। দুধের দাম বাড়াচ্ছে না বাংলা ডেয়ারি।দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায় জানা গিয়েছে, কাঁচামালসহ আনুষঙ্গিক উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও রাজ্য সরকার দুধের দাম বাড়াচ্ছে না। বাড়িয়েছে দিল্লির মাদার ডেয়ারি। তাই নিয়েই বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। মধ্যবিত্তের উদ্বেগ বাড়িয়ে আরও একবার দুধের দাম বাড়িয়েছে আমূল। লোকসভা ভোট মিটতেই নিজেদের নয়া দামের তালিকা প্রকাশ্যে এনেছে এই সংস্থাগুলি। গুজরাট কোঅপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছে, প্রতি ৫০০ মিলিলিটার দুধের দাম বাড়ছে ১ টাকা। লিটারপিছু আমূল দুধের দাম বাড়বে ২ টাকা করে। আমূল গোল্ড, আমূল শক্তি, আমূল টি স্পেশাল মিল্কসহ সব ধরনের ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রেই নতুন মূল্য প্রযোজ্য হবে। নতুন দাম চালু হওয়ার পর থেকে প্রতি লিটার আমূল দুধ কিনতে খরচ হবে ৬৬ টাকা। ৫০০ এমএল পাওয়া যাবে ৩২ টাকায়। এদিকে আমূল টি স্পেশালের এক লিটারের প্যাকেটের দাম হবে ৬৪ টাকা। আমূল শক্তির প্রতি লিটার ৬০ থেকে বেড়ে হচ্ছে ৬২ টাকা। তবে শুধুই দুধের মূল্য নয়, আমূল দইয়ের দামও বাড়ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে আমজনতার কথা ভেবে আপাতত এই পথে হাঁটছে না বাংলা ডেয়ারি'। তারা চায় রাজ্যের সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে।

### আর আবেদন করছেন না

# ‘এই বিশ্বকাপেই আমি শেষবার ভারতীয় টিমের দায়িত্বে রয়েছি’

**নিউ ইয়র্ক, ৪ জুনঃ** দেশের মাটিতে ১৭তম আইপিএল চলাকালীনই জানা গিয়েছিল, এ বার নতুন কোচের খোঁজে বিসিসিআই। কারণ, ভারতের কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ ফুরোনোর কথা ছিল টি-২০ বিশ্বকাপ অবধি। যে কারণে বোর্ডের পক্ষ থেকে নতুন কোচের পদে আবেদনের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। শুরুর দিকে ভারতের নতুন কোচ হতে পারেন বলে একাধিক নাম উঠে আসছিল। শেষ অবধি গৌতম গম্ভীরকে পরবর্তী ভারতের কোচের জন্য অনেকেই এগিয়ে রেখেছেন। এ বার কোচের পদ ছাড়া নিয়ে মুখ খুললেন রাহুল দ্রাবিড়। টিম ইন্ডিয়ার টি-২০ বিশ্বকাপ সফর শুরুর আগে নিউ ইয়র্কে রাহুল দ্রাবিড় জানিয়েছেন, এই বিশ্বকাপই তাঁর শেষ অ্যাসাইনমেন্ট। রাহুল দ্রাবিড় বলেন, ‘‘এই বিশ্বকাপেই আমি শেষবার ভারতীয় টিমের দায়িত্বে রয়েছি। যে ধরনের সূচি আগামী দিনে রয়েছে এবং আমি নিজে জীবনের যে পর্যায়ে রয়েছি, তাতে আমার মনে হয় না যে আমি আর কোচের পদের জন্য আবেদন করব।’’ রাহুল দ্রাবিড় যে আর টিম ইন্ডিয়ার কোচ থাকছেন না, সে কথা সকলেরই জানা ছিল। রাহুলের কথায়, ‘‘আমি এই কাজটা করতে ভালোবাসি। আমি সত্যিই ভারতের

কোচিং উপভোগ করেছি। আমি মনে করি এটা একটা বিশেষ কাজ। আমি এই টিমের সঙ্গে কাজ করা প্রতিটি সময় উপভোগ করেছি। সব প্রতিযোগিতাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমি বলব না এটা আমার শেষ প্রতিযোগিতা বলে এ বারের বিশ্বকাপ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তেমনটা মোটেও নয়।’’ কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড় বেশ সফল। তিনি ভারতীয় টিমের দায়িত্বে থাকাকালীন টিম ইন্ডিয়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল, বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেছিল। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে কোনও ট্রফি ভারতীয় শিবিরে আসেনি। এ বার দেখার নিজের শেষ অ্যাসাইমেন্ট হাসিমুখে দ্রাবিড় শেষ করতে পারেন কিনা। রাহুল দ্রাবিড় ২০২১ সালের নভেম্বরে রবি শাস্ত্রীর কাছ থেকে টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচের ব্যাটন নিজের হাতে তুলে নেন। দ্রাবিড়ের কোচিংয়ে ভারত ২০২২ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে মাঠে নামে। তবে সেমিফাইনালেই অভিযান শেষ করে টিম ইন্ডিয়া। ২০২৩ সালে দ্রাবিড়ের কোচিংয়েই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হেরে যায় ভারত। পরে রাহুলের প্রশিক্ষণেই ২০২৩ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে পরাজিত হন রোহিত শর্মারা। এবার দ্রাবিড়ের কোচিংয়ে ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপ জিতে ভারত দীর্ঘদিনের আইসিসি ট্রফি খরা কাটাতে পারে কিনা, সেটাই হবে দেখার।

# নিউ ইয়র্কের নেটে বিরাট কোহলি, বিশ্বকাপের প্রথম প্রস্তুতি কিংয়ের

**নিউ ইয়র্ক, ৪ জুনঃ** টিমের বাকিদের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক পাড়ি দেননি বিরাট কোহলি। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের প্লে-অফে উঠেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কয়েক দিনের বিশ্রাম কাটিয়ে মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। বিশ্বকাপের আগে একটিই মাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে ভারত। গত ১ জুন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সেই ওয়ার্ম ম্যাচের আগের দিনই পৌঁছন। প্রস্তুতি ম্যাচে খেলেননি বিরাট কোহলি। ম্যাচ শুরুর আগে রিজার্ভে থাকা শুভমন গিলের সঙ্গে দৌড়তে দেখা যায় বিরাটকে। সেই হালকা প্র্যাক্টিসটুকুই করেছিলেন। অবশেষে টিমের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করলেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার রাত আটটায় আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ভারত। এরপর রবিবার ভারত-পাকিস্তান মহারণ। দুটি ম্যাচই নিউ ইয়র্কের নাসাউ স্টেডিয়ামেই। এই মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল ভারত। একই মাঠে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে খাবি খেলেন ব্যাটাররা। স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তা বাড়ছে, পরবর্তী ম্যাচের পিচ কেমন আচরণ করবে! নিউ ইয়র্কে টিম ইন্ডিয়ার নেটে যে পিচ, বিরাটের ব্যাটিংয়ের যে ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে, তা অবশ্য স্বস্তি দেওয়ার মতোই। ভালো বাউন্স রয়েছে। বিরাট কোহলি সাবলীল ভাবেই শট খেলছেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন বিরাট কোহলি। আইপিএল কেরিয়ারে দ্বিতীয় বার অরেঞ্জ ক্যাপ জিতেছেন। বিশ্বকাপেও সেই ফর্ম বজায় থাকুক, ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের প্রত্যাশা তেমনই। আশঙ্কা একটাই, নিউ ইয়র্কের পিচ। প্র্যাক্টিস পিচের সঙ্গে অনেক সময়ই মিল থাকে না ম্যাচের পিচের। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা-শ্রীলঙ্কার ম্যাচ যে পিচে হল, এমন পিচ হলে যে কোনও ব্যাটারদের পক্ষেই চাপ। অস্বস্তিতে পড়বেন বিরাট কোহলিও। বাউন্স ও গতির পিচে খেলাই বেশি পছন্দ বিরাটের।

# টি২০ বিশ্বকাপে আলাদা হার্দিককে পাওয়া যাবে, আশাবাদী বিশপ

**বার্বাডোজ, ৪ জুনঃ** ১৭ তম আইপিএলের আসরটা একেবারেই ভালো কাটেনি ভারতীয় তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার। মরশুম শুরুতেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয় পাঁচ বারের শিরোপাজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে সরিয়ে। প্লে-অফে যেতে ব্যর্থ হয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ব্যাট হাতেও একেবারেই ভালো পারফরম্যান্স ছিল না তাঁর। তার পরেও টি-২০ বিশ্বকাপের ভারতীয় স্কোয়াডে জায়গা করে নেন তিনি। যা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন ওঠে। এমন আবহেই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন তারকা ক্যারিবিয়ান পেসার ইয়ান বিশপ। তাঁর মতে, আইপিএলের পারফরম্যান্স অতীত। টি-২০ বিশ্বকাপে দারুণ ভাবে ফিরে আসবেন হার্দিক পান্ডিয়া। এমনটাই মনে করেন তিনি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে ব্যাট হাতে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। আর তার পরেই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন ইয়ান বিশপ। ভারতীয় দলের ব্যাটিং লাইন আপ যে এখনও ঠিক হয়নি, জানিয়েছেন রোহিত শর্মা। তবে বিশপ মনে করেন, ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া নিশ্চিত ভাবেই প্রথম একাদশে খেলবেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে ফিনিশারের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে হার্দিককে। বিশপ মনে করেন, বিশ্বকাপেও হার্দিককে এই ভূমিকাতেই দেখা যাবে। এর পরেই বিশপ মনে করেছেন যে, বিশ্বকাপে অন্য পান্ডিয়াকে দেখা যাবে। তাঁর মতে, আইপিএলের পারফরম্যান্স অতীত। বিশ্বকাপে একেবারে অন্যরকম পান্ডিয়াকে দেখা যাবে। স্টার স্পোর্টসকে এক সাক্ষাৎকারে ইয়ান বিশপ বলেছেন, ‘‘আমি মনে করি পান্ডিয়ার পার্সোনালিটি খুব কঠিন। খুব দৃঢ় পার্সোনালিটি। আমি মনে করি, দলের বাকিরা নিশ্চয় এই কঠিন সময়ে ওর পাশে ছিল এবং থাকবে। আইপিএলেও যা সহ্য করেছে হার্দিক, তাতে নিশ্চিত সবাই ওর পাশে থাকবেই। অনেক কিছুই ওর হাতে ছিল না। তাও ওকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। আর আমি মনে করি, দর্শকদের কাছে খুব খারাপ কথা শুনতে হয়েছে। অনেক সময়েই বিনা কারণে শুনতে হয়েছে। আমি আশা করেছিলাম, সমর্থকরা একটু বুঝবে বিষয়টা, অন্য রকম ভাবে অ্যাপ্রোচ করবে। তবে এটাও ঠিক, ওদের অধিকার রয়েছে যা দেখছে, সেই বিষয়ে মতামত দেওয়ার। তবে আমি এটাই মনে করি, দিনের শেষে তোমাকে লড়াইতে টিকে থাকতে হবে। অনেক সময় জীবন তোমাকে এই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায়। তবে আমি মনে করি, এই সময়ে তোমাকে ময়দানে টিকে থাকতে হবে। তাহলেই সাফল্য আসবে। হার্দিক সেটা করেছে। আর আমি তাই মনে করি, আইপিএলের পারফরম্যান্স অতীত বিশ্বকাপে হার্দিক ভালো পারফরম্যান্স করবে।’’

# নিরাপত্তার কড়াকড়ি, নিউ ইয়র্ক স্টেডিয়ামের বাইরে মোতায়েন স্নাইপার

**নিউ ইয়র্ক, ৪ জুনঃ** বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গিয়েছে। বুধবার ভারতের অভিযান শুরু হচ্ছে। নিউ ইয়র্কে নবনির্মিত নাসাউ স্টেডিয়ামে ভারতের প্রথম ম্যাচ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। একই মাঠে ৯ জুন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। সেই ম্যাচে জঙ্গি হানার হুমকি এসেছিল। এরপরই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্ত করা হয়। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচেই শুধু নয়, এখন থেকেই নিরাপত্তার নিরাপত্তা। ম্যাচ ভেনুর পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকজন স্নাইপার মোতায়েন হয়েছে বলে খবর। বিবিসি স্পোর্টসকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘‘প্রত্যেকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। সে কারণেই নিরাপত্তা পরিকল্পনায় আরও বেশ কিছু বিষয় জোরাল করা হয়েছে। আয়োজক দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যুক্ত

কড়াকড়ি নিউ ইয়র্কের নাসাউ স্টেডিয়ামে। তারই অংশ হিসেবে মোতায়েন করা হয়েছে স্নাইপার। ভারতীয় দলের জন্য বাড়তি নিরাপত্তা রাখা হয়েছে নিউ ইয়র্কে। বিশেষ করে বিরাট কোহলির জন্য। বিশ্ব ক্রিকেটের আইকন বিরাট কোহলি। শুধু তাই নয়, বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদ। তাঁকে ঘিরে নানা প্রত্যাশার চাপ। তেমনই সমর্থকরাও বিরাটের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকেন। বিরাটের ধারেকাছে ঘেঁসাও এখন কঠিন। ভারতের ম্যাচ যে মাঠে হবে, আজ সেই মাঠেই মুখোমুখি হতে চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা। সেই ম্যাচের আগেই বিশেষ সংস্থার সঙ্গে আমরা নিয়মিত আলোচনা করছি। পরিকল্পনায় কোনও সংযোজন প্রয়োজন কীনা, এ নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।’’ এ বারের বিশ্বকাপে এখনও অবধি তিনটি ম্যাচ হয়েছে। বিশ্বকাপের যুগ্ম আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকা। এর মধ্যে মার্কিন মুলুকে মাত্র একটি ম্যাচই হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচটি হয়েছিল ডালাসে। মুখোমুখি হয়েছিল আয়োজক আমেরিকা ও কানাডা। নিউ ইয়র্কের নাসাউ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ হতে চলেছে আজই। বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করতে চলেছে শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

# বল হাতে অনুশীলন শুরু, ২২ গজে ফেরার বড় ইঙ্গিত শামির

**বেঙ্গালুরু, ৪ জুনঃ** টিম ইন্ডিয়ার ফাস্ট বোলার মহম্মদ শামিকে ফের নেটে বল করতে দেখা গিয়েছে। চোট থেকে সেরে ওঠার জন্য মরিয়া হয়ে রয়েছেন ভারতের তারকা পেসার। রিহ্যাব চলছে তাঁর। এর মাঝেই সম্প্রতি তিনি আবার বোলিং শুরু করে দিয়েছেন। তাতে আশার আলো দেখছেন শামির ভক্তরা। মহম্মদ শামি এই বছর চোটের কারণে আইপিএল খেলতে পারেননি। তিনি শেষ বার খেলেছিলেন ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে। যে ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত হেরে গিয়েছিল। আর তাতে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল কোটি কোটি ভারতবাসীর। শামি ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে অসাধারণ বোলিং পারফরম্যান্স করেছিলেন। সাত ম্যাচে ১০.৭০ গড়ে ২৪টি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। তবে এর পরেই তিনি গোড়ালির চোটের কারণে তিনি বিশ্বকাপের পর ক্রিকেট মাঠ থেকেই একেবারে ছিটকে যান। গত বছরের নভেম্বরের পর থেকে তিনি আর কোনও ম্যাচ খেলতে পারেননি। এমন কী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল থেকেও তিনি বাদ পড়েছেন। ফেব্রুয়ারিতে শামির অস্ত্রোপচার হয় এবং তখন থেকেই তাঁর পুনর্বাসন চলছে। সম্প্রতি শামি তাঁর অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ইতিবাচক আপডেট দিয়েছেন। একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন শামি। যেখানে তাঁকে নেটে বোলিং অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। এবং উইকেটের উপরে স্টাম্পের বদলে রাখা একটি জলের বোতল তাঁকে ফেলে দিতে দেখা গিয়েছে। তিনি সেই পোস্টের ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘গ্রাউন্ড থেকে দূরে, কিন্তু কখনও খেলার বাইরে নয়, প্রত্যাবর্তনটি দেখার মতো হবে।’ ৩৩ বছরের ক্রিকেটার কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, তা এখনও নিশ্চিত করে বলেননি চিকিৎসকেরা। তবে তিনি অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। গত ফেব্রুয়ারিতে লন্ডনে

তাঁর পায়ে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। এখনও সেরে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন শামি। এদিকে এবার আইপিএলের লিগ পর্ব থেকে গুজরাট টাইটান্স ছিটকে যাওয়ায়, শামি ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন শুভমন গিল এবং ঋদ্ধিমান সাহার উপরে। শামি মনে করেন, ওপেনিং জুটিতে সমস্যা থাকায় এবার ভুগতে হয়েছে গুজরাটকে। ওপেনিং পার্টনারশিপে গিল ও ঋদ্ধি একবারও পঞ্চাশ রানের পার্টনারশিপ গড়তে পারেননি। আর শুরুটা ভালো না হওয়ায়, গুজরাট টাইটান্সকে হোঁচট খেতে হয়েছে গোটা টুর্নামেন্টে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শামি বলেছিলেন, ‘‘চলতি আইপিএল থেকে ছিটকে যাওয়ায় হতাশা গ্রাস করেছে গুজরাট টাইটান্স শিবিরকে। তাদের ব্যর্থতার কারণ যদি খতিয়ে দেখা হয়, তাহলে বলব ওপেনিং পার্টনরাশিপে সমস্যা থাকার জন্যই গুজরাট টাইটান্সকে ভুগতে হয়েছে। ওপেনিং পার্টনারশিপটাই ঠিকঠাক হয়নি। যাদের উপরে ওপেনিং পার্টনারশিপের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তারাই নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি।’’

### ৫৮ রানে অলআউট উগান্ডা!

# গুরবাজ-জাদরান-ফারুকির দৌলতে ১২৫ রানে জিতল আফগানিস্তান

**নিউ ইয়র্ক, ৪ জুনঃ** টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪-এর পঞ্চম গ্রুপ পর্বের ম্যাচটি আফগানিস্তান এবং উগান্ডার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ছিল গ্রুপ সি’র দ্বিতীয় ম্যাচ। এই ম্যাচে আফগানিস্তান দল বিশাল জয় পেয়েছে। আফগানিস্তানের কাছে ১২৫ রানে হেরেছে উগান্ডা। আফগানিস্তানের কাছে ৫৮ রানে অলআউট হয়ে যায় উগান্ডার দল। এই ম্যাচে, রহমানউল্লাহ গুরবাজ এবং ইব্রাহিম জাদরান ব্যাট হাতে আফগানিস্তানের জন্য বিস্ময়কর কাজ করেছিলেন এবং ফজলহক ফারুকি বোলিংয়ে বিস্ময়কর কাজ করেছিলেন। এবং তারা নিজেদের দলকে ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাঁচ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান ফজলহক ফারুকি। এই ম্যাচে উগান্ডা দলের অধিনায়ক টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। তবে অধিনায়কের এই

সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয় একই সময়ে, যখন প্রথম উইকেটে দেড় শতাধিক রানের জুটি গড়েন রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরান। তবে, পরে দলটি প্রত্যাবর্তন করে এবং আফগানিস্তানকে ১৮৩ রানে সীমাবদ্ধ করে, তবে উগান্ডার দল ব্যাটিংয়ে কোনও চমক দেখাতে পারেনি। ৪৫ বলে ৪টি চার ও ৪টি ছক্কায় ৭৬ রানের ইনিংস খেলেন গুরবাজ। একই সঙ্গে উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ইব্রাহিম জাদরান ৭০ রানের ইনিংস খেলেন। একই সঙ্গে উগান্ডার দল ব্যাট করতে নামলে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তাদের ইনিংস। আফগানিস্তানের হয়ে পাঁচ উইকেট নিয়ে উগান্ডার পিঠ ভেঙে দেন ফজলহক ফারুকি। উগান্ডা মাত্র ৫৮ রান করে। মাত্র দুই ব্যাটসম্যান দলের হয়ে দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেন, আর ৯ জন ব্যাটসম্যান সিঙ্গেল ডিজিটের স্কোরে আউট হন। আফগানিস্তানের হয়ে ২টি করে উইকেট নেন নবীন উল হক ও অধিনায়ক রশিদ খান। নিজেদের গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলের প্রথম স্থানে উঠে এসেছে আফগানিস্তান দল। দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল।

# আইপিএলকে টেক্কা! বিশ্বকাপের প্রাইজ মানি ঘোষণা করল আইসিসি

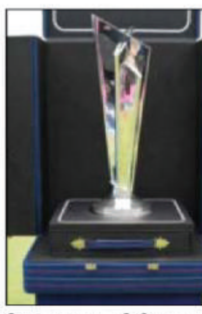

**নিউ ইয়র্ক, ৪ জুনঃ** টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাইজ মানি ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। এ বারের বিশ্বকাপের যুগ্ম আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অংশগ্রহণকারী দলের নিরিখে সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ। এ বার ২০টি দেশ অংশগ্রহণ করছে। প্রাইজ মানির দিক থেকেও সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ! আপাতত তাই। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকেও টেক্কা দিচ্ছে এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সব মিলিয়ে প্রায় ৯৩ কোটি টাকার প্রাইজ মানি ঘোষণা হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ২০ কোটির সামান্য বেশি। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হয় ২০ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার। চব্বিশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দল অন্তত প্রায় ২ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার পাবে। এর সঙ্গে আরও যোগ হবে ম্যাচ ফি। বিশ্বকাপে জয়ী দলের জন্য আর্থিক পুরস্কার ঠিক হয়েছে ২.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২০.৩ কোটি টাকা। রানার্স টিমের জন্য রয়েছে ১.২৮ মিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১১ কোটি টাকা। সেমিফাইনালে ছিটকে যাওয়া দল দুটি আর্থিক পুরস্কার হিসেবে পাবে প্রায় সাড়ে ছ’কোটি। আইসিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জিওফ অ্যালডারিস বলেন, ‘‘নানা অর্থেই এ বারের বিশ্বকাপ ঐতিহাসিক ইভেন্ট। টুর্নামেন্টের সঙ্গে সামাঞ্জস্য রেখেই প্রাইজ মানি ঠিক করা হয়েছে। বিশ্বের সেরা টুর্নামেন্ট হতে চলেছে এ বারের বিশ্বকাপ। সারা বিশ্বের কয়েকশো কোটি দর্শকের নজর থাকবে এই ইভেন্টে। প্লেয়ারদের জন্য ক্রিকেট বিনোদনের সুযোগ পাবে।’’

# রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ৫ বছরের চুক্তি এমবাপের

**মাদ্রিদ, ৪ জুনঃ** পিএসজি থেকে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে স্প্যানিশ ক্লাবটির সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি সই করেছেন কিলিয়ান এমবাপে। স্প্যানিশ ক্লাবটি আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তির খবর এমবাপের সঙ্গে চুক্তির খবরটি আনুষ্ঠানিকভাবে জানাল রিয়াল। ফ্রান্সের হয়ে এমবাপে ইউরোর প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে মাঠে নামার আগেই তাঁকে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে ঘোষণা করল রিয়াল।

জানিয়েছে। রিয়ালের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আগামী পাঁচ মরসুমের জন্য এ খেলোয়াড়ের সঙ্গে চুক্তি করেছে রিয়াল মাদ্রিদ।’ রিয়ালে যোগ দিতে ২৫ বছর বয়সী এমবাপে এ বছর ফেব্রুয়ারিতে ক্লাবটির সঙ্গে মৌখিকভাবে সম্মত হন। এরপর গত মাসে ফরাসি তারকা জানান, তিনি মরসুম শেষে পিএসজি ছাড়বেন। গত শনিবার রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের ১৫তম শিরোপা জয়ের পর ২০১৭ সালে মোনাকো ছেড়ে কাতারি মালিকানাধীন পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর ক্লাবটির হয়ে রেকর্ড ২৫৬ গোল করেছেন এমবাপে। ২০১৮ সালে ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপও জেতেন এমবাপে। মাত্র ১৮ বছর বয়সী এমবাপেকে ১৮ কোটি ইউরোয় কিনেছিল পিএসজি। পিএসজির হয়ে ৬ বার লিগ আঁ শিরোপা জিতেছেন এমবাপে। ২০২০ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালেও খেলেছেন পিএসজির হয়ে। কিন্তু হেরে যেতে হয় বায়ার্ন মিউনিখের কাছে। কাতারে অনুষ্ঠিত ২০২২ বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন এমবাপে। কিন্তু টাইব্রেকারে ফ্রান্সকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। এমবাপে ছাড়াও ব্রাজিলের তারকা নেইমার এবং মেসিকে দলে টেনেছিল পিএসজি। লক্ষ্য ছিল চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়। কিন্তু এই তিন তারকা মিলেও পিএসজিকে আরাধ্য চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাতে পারেননি। তবে এমবাপে বেড়ে ওঠার সঙ্গে তাঁর তারকাখ্যাতি যেমন বেড়েছে, তেমনি ফ্রান্স জাতীয় দল এবং দেশটিতে তাঁর গুরুত্বও বেড়েছে। ২০২২ সালের জুনে এমবাপের রিয়ালে যোগ দেওয়া যখন নিশ্চিত মনে হচ্ছিল, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর হস্তক্ষেপে পিএসজিতে থেকে যেতে রাজি হন তিনি। এবার রিয়ালে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের পর ক্লাবটির আক্রমণভাগে ভিনিসিয়ুস, জুড বেলিংহাম ও রদ্রিগোর সঙ্গে জুটি গড়বেন এমবাপে।

# গোলের জন্য ২৭ শট নিয়েও জালের দেখা পেল না জার্মানি

**নুরেমবার্গ, ৪ জুনঃ** মাঠের পারফরম্যান্সে দীর্ঘ সময়ের বিবর্ণতা ঝেড়ে ফেলে বছরের শুরুতে দারুণ দুটি ম্যাচ উপহার দেয় জার্মানি। তাতে সমর্থকদের মনে আসছে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ঘিরে অসাধারণ কিছুর আশা জাগে। টুর্নামেন্ট মাঠে গড়ানোর আগে শেষ পর্বের প্রস্তুতির শুরুটা অবশ্য মোটেও ভালো হলো না তাদের। নুরেমবার্গে সোমবার রাতের প্রীতি ম্যাচে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের গোলশূন্য ড্রয়ে রুখে দিয়েছে ইউরোর টিকেট না পাওয়া ইউক্রেইন। চার বিশ্বকাপের সবশেষটি জার্মানি জেতে ২০১৪ সালে। দুই বছর পর তারা খেলে ইউরোর সেমিফাইনালে। এরপর থেকেই দলটির পেছনের পানে হাঁটা শুরু। ক্রমেই খারাপ হতে থাকে দলটির পারফরম্যান্স। পরের দুই বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বেই শেষ হয় তাদের পথচলা। মাঝে ২০২০ ইউরোয় কোনোমতে তারা উঠতে পারে শেষ ষোলো পর্যন্ত। টানা কয়েক বছরের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর এই বছরের শুরুটা বেশ ভালো হয় জার্মানদের। গত মার্চের দুই প্রীতি ম্যাচে ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারানোর পর নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ২-১ গোলে জেতে ইউলিয়ান নাগেলসমানের দল। কিন্তু দেশের মাটিতে ইউরো শুরুর দিন দশেক আগে ইউক্রেইনের বিপক্ষে এই ফল দলটির জন্য ভীষণ হতাশাজনকই বটে। পুরো ম্যাচে আক্রমণে অবশ্য কোনো কমতি রাখেনি জার্মানি। ৬০ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৭টি শট নেয় তারা, যার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল পাঁচটি। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলের অপেক্ষা ফুরায়নি। বিপরীতে ইউক্রেইন গোলের জন্য ছয় শট নিয়ে তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। অবশ্য এই ম্যাচে জার্মানি দলে পায়নি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দুই ফাইনালিস্ট রিয়াল মাদ্রিদ ও বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের খেলোয়াড়দের। তাই টনি ক্রুসের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা ফিরলে ভালো কিছু হবে, সেই আশা করতে পারে জার্মানি। ইউরোর মূল অভিযানে নামার আগে আরেকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে জার্মানি। আগামী শুক্রবার ঘরের মাঠে গ্রিসের মুখোমুখি হবে তারা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com